চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 166 Friday, 17 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৬৬ সংখ্যা ❋ ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শুক্রবার, ১৭ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

উইকেন্ডে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকাতেও গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা আরো বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পরকীয়ার অশান্তি থামাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত তিনজন পুলিশ আধিকারিক সহ আটজন পুলিশ কর্মী। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে জখম ১৫ জন। ...বিস্তারিত পাতা ৫

চার ধাপে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে অধিকাংশ ভোট পড়ে গেছে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে জানানো হয়নি। ...বিস্তারিত পাতা ৭

২১ বছরের বর্ণময় ফুটবল জীবনের শেষ হতে চলেছে এই কলকাতাতেই। ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রী। এই শহর তাঁর বড়ই প্রিয়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

লোডশেডিং করে জিতেছিল, এর বদলা আমি ঠিক নেবই!

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১৬ মেঃ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই ফল নিয়ে বিতর্ক এখনও বহাল। লোডশেডিং করিয়ে বিজেপি ভোটগণনায় কারচুপি করেছিল বলে অভিযোগ করে তৃণমূল। এই ইস্যুর জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। চলতি লোকসভা ভোটের মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বদলা নেওয়ার কথা বললেন! নাম না নিয়ে নিশানা করলেন অধিকারী পরিবারকে। বৃহস্পতিবার তমলুকে ভোট প্রচারে গেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই নন্দীগ্রামের ভোট প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, ''আমার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। রিগিং করা হয়েছে। সেদিন ডিএম বদলানো হয়েছিল, লোডশেডিং করেছিল জিতেছিল। আজ নয় কাল, এর বদলা নেবই আমি। চিরকাল বিজেপি থাকবে না। তাই বদলা নিয়েই ছাড়ব।'' নির্বাচন কমিশনকেও আক্রমণ করেছেন মমতা। সাফ বলেছেন, বিজেপি তাঁদের সাহায্যেই ডিএম-এসপি, আইসি সব বদলে দিয়েছিল। পরে লোডশেডিং করে ফল পাল্টানো হয়েছিল। নন্দীগ্রাম নিয়ে কথা বলার সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও নাম নেননি। তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেন তিনি কাকে নিশানা করছেন। কারণ তৃণমূল নেত্রী বলেন, ''চিরকাল ইডি সিবিআই কোলে রাখবে না। এনআইএ, ইনকাম ট্যাক্সও পাশে থাকবে না। বদলা হবেই। কীভাবে বদলা নেব তা আগামী দিন পথ দেখাবে।'' তমলুকের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেকবারই নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এবং শিশির অধিকারীকে

'গদ্দার' বলে সম্বোধন করেন মমতা। নিজেদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এখন সেগুলি বাঁচাতে বিজেপির কাছে গেছে তাঁরা, এমনই দাবি করেন তিনি। মমতার সংযোজন, ''আমি না থাকলে দিঘা-তমলুক কিছুই হত না। এতদিন তো বাপ-ব্যাটা ছিল, কোন কাজটা করেছে ১০ বছর?'' পরোক্ষে শুভেন্দুকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, ''যতদিন আমাদের মন্ত্রী ছিল যা পেরেছে তা করে খেয়েছে। লুটে নিয়েছে। আমি খাতা খুলছি না, জনগন দেখবেন।'' তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্নের কথা সকলকে মনে করিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, যখন দল তৈরি হয় 'বাপ-ব্যাটা' কেউই ছিল না। ওঁরা তখন কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তখন তারা তৃতীয় হয়েছিল। তাঁর হাত ধরে জেতার আগে শুভেন্দু যে বহুবার নির্বাচনে হেরেছেন, সেই কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা। তৃণমূল কি জোটের মধ্যেই রয়েছে? বাইরে থেকে সমর্থন নাকি ভেতরে থেকে জোটের অংশীদার হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে তৃণমূল? ভোটের মাঝপথে এসে বার বার এই প্রশ্নের উত্তরগুলি কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বৃহস্পতিবার জোটে তাঁদের অবস্থানকে স্পষ্ট করলেন। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যেভাবে তৃণমূল বার বার ডিগবাজি খাচ্ছে তাতে কার্যত বিভ্রান্ত দলের অনেকেই। এমনকী জোটের শরিকরাও বুঝতে পারছেন না বাস্তবে তৃণমূলের অবস্থানটা ঠিক কী! তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেন, ''অল ইন্ডিয়া লেভেলে আমাকে অনেকে ভুল ভেবেছেন। আমি বলেছি বাংলায় কোনও জোট নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ায় যে জোট তা আমিই তৈরি করেছিলাম। ওই জোটটা দিয়ে আমরা সরকার তৈরি করব। আমরা জোটে থাকব। আমরা জোটে আছি। এখানকার সিপিএম, এখানকার কংগ্রেস নেই। কিন্তু অল ইন্ডিয়া লেভেলে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছিলাম। ইন্ডিয়া জোটে আমরা থাকব। ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। ইদানিং আমি লক্ষ্য করছি কোনও সংবাদমাধ্যমে ভুলভাল খবর দেওয়া হচ্ছে। বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়।''

১৮টার মধ্যে ১২টা আসন পাবে বিজেপি, মেনে নিলেন সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের একবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতারি দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলকাতায় দলীয় দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্নের উত্তরে এই দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে ইন্ডি জোট নিয়ে মমতা বুধবারের অবস্থানকে কটাক্ষ করেন তিনি। এদিন সুকান্তবাবু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন যারা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন সেই চাকরি যাবে। যারা যোগ্য তাদের চাকরি থাকবে। কিন্তু কার আমলে চাকরি গেছে সেটা দেখা জরুরি। এই মুখ্যমন্ত্রীর জেলে যাওয়া উচিত। যদি উনি বাইরে থাকেন তাহলে ভারতের আইন ও বিচার ব্যবস্থার অপমান।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডি জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করার ঘোষণাকে কটাক্ষ করে সুকান্তবাবু বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা হল গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। ইন্ডির পিন্ডি আগেই চটকে গেছে। বিজেপি ৪০০ এর বেশি আসন জিতে গেছে তো।'' এদিন সুকান্তবাবু দাবি করেন, রাজ্যের যে ১৮টি আসনে ইতিমধ্যে ভোটগ্রহণ হয়েছে তার মধ্যে ১২টি পাবে বিজেপি। ৬টি আসন বিজেপি কেন পাবে না তা তিনি পরে জানাবেন বলে জানিয়েছেন সুকান্তবাবু। সন্দেশখালি নিয়েও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ''স্টিং অপারেশনের

ভিডিয়ো প্রকাশ করে বারবার সন্দেশখালির ঘটনা মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করছিল তৃণমূল। গতকালের একটি ভিডিয়ো প্রমাণ করে দিয়েছে আসলে সেখানে কী ঘটেছে। সেই ভিডিয়োয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও তাঁর স্বামী স্বীকার করেছে সন্দেশখালির ঘটনা সত্যি। গতকাল রাতে এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এলাকার তৃণমূল নেতা দিলীপ মল্লিক। বিজেপি কর্মীদের তরফে আজ এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা হলে পুলিশ আটকায়। তৃণমূল নেতাদের বলবো এই ফেক ভিডিয়োর খেলা বন্ধ করুন। সন্দেশখালির ঘটনা যে সত্যি সেটা স্বীকার করুন।'' সন্দেশখালিতে পুলিশ তৃণমূল আঁতাতের অভিযোগ করে তিনি বলেন, ''সন্দেশখালিতে পুলিশকে ব্যবহার করে গোটা ঘটনাকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে দিয়ে ভয় দেখিয়ে ঘটনা উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনী বৈতরণী পার করার জন্য সন্দেশখালির ঘটনা মিথ্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।''

ইডি'র ডানা ছাঁটল সুপ্রিম কোর্ট, গ্রেফতারির অসীম ক্ষমতায় লাগাম

নয়াদিল্লি, ১৬ মেঃ বৃহস্পতিবার (১৬ মে) একটি যুগান্তকারী রায়ে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডানা ছাটল সুপ্রিম কোর্ট। গত কয়েক বছরে তহবিল তছরুপ প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএ-র ১৯ নম্বর ধারার অধীনে, একের পর এক গ্রেফতার করেছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদিন, শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, এই ধারার অধীনে চাইলেই গ্রেফতার করতে পারবে না ইডি। যদি, এক বিশেষ আদালতের সমন পেয়ে অভিযুক্ত আদালতে হাজিরা দেয়, সেই ক্ষেত্রে ওই সুপ্রিম কোর্ট। বিশেষ করে, ইডি অভিযোগ দায়ের না করা পর্যন্ত যাদে গ্রেফতার করা হয়নি, তাদের পরে গ্রেফতার করা যাবে না। প্রথমে বিশেষ আদালতকে একটি সমন জারি করতে হবে। আদালতের সমন পেয়ে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সেই সমনের যথাযথ উত্তর দেন, তাহলে তাকে হেফাজতে নেওয়া যাবে না। বেঞ্চ বলেছে, বিশেষ আদালতের সমনের জবাব দেওয়ার পরও যদি অভিযুক্তের হেফাজতে নিতে চায় ইডি, সেই ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ আদালতে আবেদন করতে

ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে গেলে, ইডিকে প্রথমে সেই আদালতের অনুমোদন চাইতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জল ভয়ানের এক বেঞ্চ বলেছে, অপরাধটি আদালতের আওতায় আসার পর, অভিযোগপত্রে যাকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে, সেই ব্যক্তিকে পিএমএল-এর ১৯ নম্বর ধারার অধীনে গ্রেফতার করার ক্ষমতা থাকে না ইডি এবং তার আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত, পিএএলএ-র ১৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি ইডি আধিকারিকদের হাতে যথেষ্ট উপাদান থাকে এবং সে দোষী বলে বিশ্বাস করার মতো কারণ থাকে (লিখিতভাবে দিতে হবে), তাহলে তাকে গ্রেফতার করতে পারবে ইডি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতারির কারণ জানাতে হবে ইডিকে। এতদিন, এই ধারাকে কাজে লাগিয়েই বিভিন্ন মামলায় একের পর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ইডি। কিন্তু, এখন থেকে তা আর করা যাবে না বলে জানিয়েছে হবে। সেই আদালত যদি মনে করে, অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন রয়েছে, সেই ক্ষেত্রেই আদালত ইডির সেই আবেদন মঞ্জুর করবে। তারপরই ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবে ইডি। তার আগে নয়। আর অভিযুক্ত যদি বিশেষ আদালতের সমনের উত্তর না দেয়, একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ৭০ নম্বর ধারার অধীনে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা যাবে ।সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এই মামলায় প্রথমবার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়, তবে সেই পরোয়ানা হবে জামিনযোগ্য। গত কয়েক বছরে ইডির বিরুদ্ধে বারবারই পিএমএলএ আইনের বলে বলিয়ান হয়ে নির্বিচারে গ্রেফতার করার অভিযোগ উঠেছে। আদালতের এদিনের রায়, ইডির এই ধরনের পদক্ষেপ থেকে অভিযুক্তদের সুরক্ষা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইডি যাতে নির্বিচারে গ্রেফতার না করতে পারে, তার জন্যই শীর্ষ আদালত এই রায় দিল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

'অযোগ্যদের' নম্বর সুকৌশলে বাড়াতেই নাইসাকে 'পুরস্কার'?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। কাদের কাদের নম্বর বাড়াতে হবে, সেই তালিকা এসএসসির থেকে নাইসাকে মেল করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। গতকালই এই সংক্রান্ত বিস্ফোরক অভিযোগের পর্দাফাঁস হয়েছে। আর এরপরই আরও বিস্ফোরক অভিযোগ। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে খবর, 'অযোগ্যদের' নম্বর সুকৌশলে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নাইসাকে 'পুরস্কার' দিয়েছিল এসএসসি। নাইসা কর্তা নিলাদ্রী দাসের কাছে একটি ভেট গিয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। শুধু তাই নয়, উপহার হিসেবে রাজ্যের আরও নিয়োগের দায়িত্ব পেয়েছিল নিলাদ্রী দাসের ওই সংস্থা। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। সেখানেও কি তাহলে দুর্নীতির আশঙ্কা থাকছে? সেই শঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না সিবিআই সূত্র। কারণ, নাইসা কর্তা নিলাদ্রী দাসের কাছে তখনকার হাই পাওয়ারড কমিটির চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহার থেকেও মেইল গিয়েছিল বলে সূত্রের দাবি। উল্লেখ্য, সেই শান্তিপ্রসাদ এখন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলবন্দি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা যাচ্ছে, আপার প্রাইমারি লেভেলের শারীরশিক্ষা, কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদেরও নম্বর বাড়ানোর তালিকা গিয়েছিল নিলাদ্রী দাসের কাছে। খোদ শান্তিপ্রসাদ সিনহা সেই তালিকা মেইল করেছিলেন বলে সূত্রের দাবি। সিবিআই সূত্রে খবর, যে ই-মেল আইডিতে ওই মেলটি গিয়েছিল, সেই ই-মেল আইডিরও সন্ধান পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

কঠোর কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য সরকার, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বস্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ হাইকোর্টে বড় স্বস্তি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আগামী ১৪ জুন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়ে দিল আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও তদন্তও করতে পারবে না পুলিশ। বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চ। এই নির্দেশের সময় বিচারপতির মুখে শোনা যায় অরবিন্দ কেজরীবালের অন্তর্বর্তী জামিনের প্রসঙ্গ। তা উল্লেখ করেই তিনি বলেন, ''এখানে মামলাকারী নিজেও যেহেতু প্রার্থী, তাই আদালত এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আগামী ১২ জুন পরের শুনানি হবে।'' সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি একটি প্রতিবাদ অবস্থানের ডাক দিয়েছিল। সেদিন আবার তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন পেশের দিন ছিল। অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বিজেপি একটি মিছিল করে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন সেখানে। অভিযোগ, ওই মিছিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অবস্থানে হামলা করা হয়। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর উস্কানিতেই এই হামলা হয়। এরপরই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে তমলুক থানায় দায়ের হয় এফআইআর। এদিন আইনজীবী

রাজদীপ মজুমদার আদালতে সওয়াল করেন, বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগ বাতিল করা হোক। রাজ্যের তরফে এজি কিশোর দত্ত পাল্টা সওয়াল করেন, ''৪ মের ঘটনাপ্রবাহ দেখে এই অভিযোগ করা হয়েছে। হসপিটাল মোড়ের কাছে পদযাত্রা নিয়ে ঘটনা ঘটেছে সেটা অস্বীকার করা যায় না। পুলিশ দেখে ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ কি না। তারপর এফআইআর করা হয়। আদৌ মিছিলের অনুমতি নেওয়া হয়েছে কি না সেটা ওই সময়ে দেখা সম্ভব হয় না। ভুল তথ্য হলেও অভিযোগ নিতে হয়।'' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ''বিষয়টি খুব লঘু হয়ে যাচ্ছে। একবার বলছেন ধর্তব্যযোগ্য অপরাধে এফআইআর করা হয়। আবার বলছেন ভুল তথ্য হলেও সেটা গ্রহণ করবেন?'' এজি বলেন, ''অভিযোগ নেওয়ার সময় এটা দেখা সম্ভব হয় না।'' প্রার্থীকে কোনওভাবে বিরক্ত করার পক্ষে নয় আদালত। যদিও এজি আবেদন করেছিলেন, তদন্ত চলুক। তবে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, যিনি প্রার্থী তিনি বিজেপির, যিনি অভিযোগ করছেন তিনি তৃণমূলের। রাজনীতি খুঁজছি না। নিয়োগ মামলায় যিনি গ্রেফতার তিনি তো তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী ছিলেন। আদালত একটা সময় পর্যন্ত মামলাকারীকে রক্ষাকবচ দিচ্ছে। এরপরই নির্বাচনের ফল প্রকাশ পর্যন্ত অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বস্তি দেওয়ার কথাই জানায়। ১৪ জুন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

বজ্রাঘাতে ১১ জনের মৃত্যু হল মালদহে, হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টিতে বেসামাল জেলা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মেঃ একজন দুজন নয়, একেবারে ১১জনের মৃত্যু বজ্রপাতে। মালদায় একেবারে মর্মান্তিক ঘটনা। একের পর এক ব্যক্তির মৃত্যু বজ্রাঘাতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় মালদায়। এদিকে মালদা মানেই আমের জেলা। আর ঝড় বৃষ্টি মানেই আম পড়ে টপাটপ।সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যেই আম কুড়োতে গিয়েছিল কয়েকজন। কিন্তু আর ফেরা হল না। পুরাতন মালদার সাহাপুরে একই সঙ্গে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আম বাগানে আম কুড়োতে গিয়েছিলেন তারা। মৃতের নাম চন্দন সাহানি (৪০), রাজ মৃধা (১৬) ও মনোজিৎ মণ্ডল (২১)। মানিকচকে বাজ পড়ে এক নাবালক ও এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। হাড্ডাটোলার বাসিন্দা অতুল মণ্ডলও মারা গিয়েছেন বাজ পড়ে। তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তিনি আম বাগানে আম গাছ দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। আবার চৌকি মিরদাদপুর এলাকায় শেখ সাবরুল নামে ১১ বছর বয়সি এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। সব মিলিয়ে মালদায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। আবার গাজোলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অসিত সাহার মৃত্যু হয়েছে বজ্রপাতে। একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে মালদায়। তাদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাসিন্দারা বলেন, গত কয়েকদিন ধরেই এলাকায় প্রচন্ড গরম ছিল। আচমকা আকাশ কালো করে ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গেই বাজ পড়া শুরু হয়। এক বাসিন্দা বলেন, ''ধান কাটার কাজ চলছিল। ত্রিপল দিয়ে ধান ঢেকে ওরা গাছ তলায় বসেছিল। সেই সময় বাজ পড়ে। আমার জামাইবাবু, ভাই আহত হয়েছে।'' অপর এক যুবক বলেন, ''আমরা আম কুড়োচ্ছিলাম। এমন সময় বাজ পড়ল। আর কিছু মনে নেই।'' অপর এক বাসিন্দা বলেন, ''দুপুর আড়াইটের সময় বাগানে গিয়েছিলাম। সেই সময় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। পরে গিয়ে দেখি সেখানে চারজন পড়ে রয়েছে। একজন মারা গিয়েছে। তিনজন আহত হয়েছে। গামছা দিয়ে ওদের মাথায় জল দিলাম। ছেলেটা উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছিল। সে মারা গিয়েছে। ওর সঙ্গে আরও তিনজন ছিল।'' এক কিশোর বলেন, ''আমি আমবাগানে ছিলাম। অনেকে ছিল। সবাই আম কুড়োচ্ছিল। আচমকা বাজ পড়ল। এরপর একজন মারা যায়। কীভাবে কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না।'' এদিকে মাঝেমধ্যেই কালবৈশাখী হচ্ছে। আকাশ কালো করে মেঘ করছে। তার মাঝে বাজও পড়ছে। সেক্ষেত্রে সাবধান। বাজ পড়ার সময় খোলা জায়গায় থাকলেই বিরাট বিপদ হয়ে যেতে পারে।

সালারের একাধিক বুথে আবার ভোট চাইছে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ চার দফার ভোট শেষে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ কংগ্রেস। বহরমপুরের সালারের একাধিক বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের তিনজনের প্রতিনিধিদল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের সঙ্গে দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ। তিনি বলেন, ''আমরা প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছি সালারে একাধিক বুথে ছাপ্পা হবে। ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৭১, ১৭২ নম্বর বুথে গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করা হয়েছে। আমরা এই সমস্ত বুথে রিপোল চেয়েছি। কংগ্রেসের দাবি, ভরতপুরের আইসি শাসকদলের সঙ্গে পক্ষপাতিত্ব করেছেন।''

মমতাকে বিশ্বাস নেই, বিজেপির দিকে ডিগবাজি দিতে পারেন, তৃণমূল নেত্রীকে ঠেস অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৬ মেঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস নেই। ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন। তৃণমূল নেত্রীকে বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই ঠেস মারলেন বিদায়ী লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীরের দাবি, লোকসভা ভোটের ফলে যদি বিজেপি অনেক আসন পায়, তাহলে মমতা পালটি খেয়ে ওদেরও সমর্থন করতে পারেন। গতকাল, বুধবারই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম রূপকার মমতা হুগলিতে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে তৃণমূল। এরই জবাবে অধীর বলেন, তিনি মমতাকে বিশ্বাস করেন না। উনি বাংলায় জোট ভেঙে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এনডিএ-কে সমর্থনের লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। আগামী সোমবার, ২০ মে লোকসভার পঞ্চম দফার ভোটের ঠিক মুখে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাওয়ায় ফাটল যেন দীর্ঘতর হচ্ছে। তবে অধীর এও বলেন যে, ''মমতার এই কথাতেই প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটই ক্ষমতায় আসছে।'' সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে অধীর বলেন, ''বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসকে ধ্বংস করা। ওরা বলে বেড়াচ্ছে কংগ্রেস ৪০টির বেশি আসনে জিততে পারবে না। কিন্তু, মমতার কথায় একটা বিষয় পরিষ্কার যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটই ক্ষমতায় আসছে।'' ইন্ডিয়া

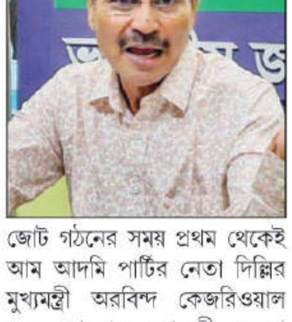

জোট গঠনের সময় প্রথম থেকেই আম আদমি পার্টির নেতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা চাইছিলেন। কিন্তু, দীর্ঘ অপেক্ষার পর কংগ্রেস ও বামেদের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজ্যের ৪২টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করে দেন। ফলে, অঙ্কুরেই জোট সম্ভাবনা জলে যায়। যদিও পাঞ্জাব ও দিল্লিতে কংগ্রেস-আপের আসন সমঝোতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। আচমকা বুধবার মমতার ওই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অনেকের ধারণা, কংগ্রেস যদি সত্যিই কম আসন পায়, তাহলে জোটের চালিকাশক্তি আর তাদের হাতে থাকবে না। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারে তারা। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চলায় এবং বর্তমানে জেল হেফাজতে (আপাতত জামিনে মুক্ত) থাকায় এই তালিকা থেকে তিনিও বাদ। সুতরাং, মেরেকেটে কয়েকটি আসনে জেতার সম্ভাবনা থাকলেও শারদ পাওয়ারকে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে। সেই প্রস্তাব তুলতে পারেন খোদ মমতাই। কিন্তু, ধুরন্ধর রাজনীতিক পাওয়ার নড়বড়ে জোট সরকারের দায়িত্ব নেবেন কিনা সে ব্যাপারেও অনেকের সন্দেহ আছে। সেখানে মমতাও বিধানসভা ভোটের মাত্র ২ বছর আগে সরকার গঠনের ঝুঁকি নেবেন কিনা সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অনেকের বিশ্বাস, সম্ভবত দূর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল নেত্রী বাইরে থেকে সমর্থনের কথা বলেছেন। যা বিশ্বাস করতে নারাজ অধীর চৌধুরী।

'আপাতত কোনও হস্তক্ষেপ নয়', সন্দেশখালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কার আর্জিতে সাড়া দিল না হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মেঃ সন্দেশখালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের বক্তব্য ছিল, কিছু লোক সন্দেশখালিতে ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের উপর অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে। মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন, রাত জেগে একসঙ্গে পাহারা দিচ্ছেন। এই চাপ দেওয়ার ঘটনা পুলিশ করছে, না কোনও রাজনৈতিক কর্মী করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় কোনও আলো নেই। সিসিটিভিও ঠিকভাবে কাজ করছে না। এমন অবস্থায় সন্দেশখালির এই উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। এই মামলার যাতে দ্রুত শুনানি হয়, সেই আবেদন জানান তিনি। কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু বর্তমানে সিবিআই তদন্ত করছে, তাই বিষয়টি নিয়ে সিবিআইয়ের কাছেই আবেদন জানাতে হবে। আদালত আপাতত এই ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

নির্বাচনী লগ্নে ফের নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ মমতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দীর্ঘ নির্বাচন পর্ব, আবার কখনও প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে কথা এসব নিয়ে নির্বাচনী লগ্নের একেবারে প্রথম দিক থেকেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। এবার কমিশনকে 'কলের পুতুল' বলে নিশানা করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। বুধবার হুগলীর চুঁচুাার জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সুবিধার্থেই এই আড়াই মাস ধরে ভোটদান প্রক্রিয়া চলে আসছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, নির্বাচন কমিশনতো কলের পুতুল! মোদি ঘোরাচ্ছেন, ওরা ঘুরছেন। আড়াই মাস ধরে দেশে নির্বাচন চলছে। আর বুঝি কাজ নেই দেশে? পাঁচ বছরের মধ্যে এক বছর যদি নির্বাচনেই চলে যায়, তা হলে চার বছরে সব কাজ হবে কী করে? এই গরমে এত কষ্ট হচ্ছে মানুষের, কমিশন কি একবারও এসে দেখে গিয়েছে?' তাঁর সংযোজন, 'মোদীবাবুকে সুযোগ দেওয়ার জন্য বসে রয়েছে কমিশন। তিনি যাতে সারা দেশ ঘুরে প্রচার করতে পারেন, সেই জন্যই এমন দীর্ঘ ভোট পর্ব।'

তামিলনাড়ুতে বাস ও লরির সংঘর্ষে মৃত্যু ৪ জনের

চেন্নাই, ১৬ মে ঃতামিলনাড়ুর মাদুরান্থাকামে চেন্নাই-ত্রিচি জাতীয় সড়কে ঘটে গেল মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। একটি বাস ও লরির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৪ জন নিহত হয়েছেন এবং ১৫ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। ওভারটেক করতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, এরপর লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।বুধবার রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

শুরু রুটমার্চ, কর্মীদের আশ্বস্ত করছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালি এলাকায় ভোট হতে এখনও দিন পনেরো বাকি। কিন্তু নতুন করে গোলমাল শুরু হওয়ায় সন্দেশখালি বিধানসভা এলাকার দু'টি পঞ্চায়েত, বেড়মজুর ১ ও ২-এ বুধবার থেকে রুটমার্চ শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। গ্রামবাসীরা মনে করছেন, এর ফলে উত্তেজনা কিছুটা হলেও কমবে।এবার রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল! যদিও মহিলার বয়ানের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই দাবি করে তৃণমূলের বসিরহাট টাউন প্রেসিডেন্ট অভিজি ঘোষের বক্তব্য, ভোটের আগে সন্দেশখালিতে উত্তপ্ত করতে নাটকের নতুন প্লট সাজাচ্ছে বিজেপি।গত সোমবার থেকে ফের রাত পাহারা শুরু করেছেন সন্দেশখালির একাংশ মহিলা। বুধবার দুপুরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। রাতে যিনি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনেছেন, সেই মহিলাও বুধবার প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে দেখা করেন।স্তসংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে ওই মহিলার অভিযোগ, রাতে বাড়ির বাইরে কুকুরের ডাক শুনে বাইরে বের হই। তখনই কে যেন পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে। জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের মাঠে অনেকগুলো কুকুর ছিল। তারা চিকার শুরু করতেই ওরা পালিয়ে যায়।ওই মহিলার আরও অভিযোগ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় জানানো অভিযোগও তুলে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে।সম্প্রতি সামনে এসেছে সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিও।ভাইরাল ওই ভিডিওয় সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে, সন্দেশখালির 'ধর্ষণের অভিযোগ সাজানো'। টাকা এবং মদের বিনিময়ে সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেও ভিডিওতে দাবি করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে।ওই প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেতা অভিজি বলেন, এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে বিজেপি নতুন করে প্লট সাজাচ্ছে। তবে এসব করে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। বাংলার মানুষ আসল সত্যটা জেনে গেছে।অন্যদিকে বিজেপির বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে সংঃদশখালির প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সকাশে সুনীল মানসিংহকা, কোবিন্দের সঙ্গে গো-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা

নাগপুর, ১৬ মে ঃপ্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের প্রাণী কল্যাণ বোর্ডের সদস্য তথা গো-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের ট্রাস্টি সুনীল মানসিংহকা। এই সাক্ষাকারে গো-রক্ষা এবং গো-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। দিল্লিতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে গায়ত্রী পরিবারের (ইন্দোর) বর্ষীয়ান কর্মী সঞ্জয় আগরওয়ালও উপস্থিত ছিলেন।বৈঠক প্রসঙ্গে সুনীল

মানসিংহকা বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ একজন সাধারণ পরিবারের সদস্য। কৃষি ও গোপালনেও রয়েছে তার ব্যাপক আগ্রহ। এই বৈঠকে মানসিংহকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে গো-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞানীদের অবদান, ভারতীয় গো বংশের গুরুত্ব, গোভিত্তিক জৈব কৃষি, পঞ্চগব্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে করা গবেষণা সম্পর্কে অবহিত করেন।মানসিংহকা বলেন, রামনাথ কোবিন্দ সমগ্র বিষয়টি এবং এই ক্ষেত্রে যে গবেষণা চলছে তা বিশদভাবে বুঝতে পেরেছেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভারতকে একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য গো বংশের অবদানের উপর জোর দিয়েছেন। মানসিংহকার মতে - রামনাথ কোবিন্দ গো-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সেমিনারে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে সুনীল মানসিংহকা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে গো-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সাহিত্য উপস্থাপন করেন। মানসিংহকা বলেন, আলোচনার সময় রামনাথ কোবিন্দ গোভিত্তিক গ্রামীণ উন্নয়ন ও গো গবেষণায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

স্বাতী মালিওয়াল ইস্যুতে নীরব কেজরি, অখিলেশ বললেন এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে

লখনউ, ১৬ মে ঃ স্বাতী মালিওয়াল ইস্যুতে নীরব থেকে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল যখন চুপ করে থাকলেন, তখন অখিলেশ যাদব বললেন, এর থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। তবে, এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং।বৃহস্পতিবার লখনউতে সমাজবাদী পার্টির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেজরিওয়াল ও অখিলেশ যাদব। এই সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাতী মালিওয়াল ইস্যুতে প্রশ্ন করা হয় কেজরিওয়ালকে, কিন্তু তিনি চুপ ছিলেন। তখন অখিলেশ বলেন, অন্যান্য বিষয় এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।পরে সঞ্জয় সিং এই সাংবাদিক সম্মেলনেই বলেছেন, মণিপুরে যা ঘটেছে তা দেখে গোটা দেশ বেদনার্ত ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। প্রজ্জ্বল রেভান্না হাজার হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রজ্জ্বল রেভান্নার জন্য ভোট চাইছেন। আমাদের কুস্তিগীররা যখন যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ করছিল, তখন স্বাতি

মালিওয়াল যিনি ডিসিডব্লিউ প্রধান ছিলেন পুলিশ তাঁকে মারধর করেছিল...প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বিষয়ে নীরব ছিলেন। এএপি আমাদের পরিবার। বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর উচিত এই সমস্ত সমস্যার উত্তর দেওয়া যা আমি উল্লেখ করেছি...স্বাতি মালিওয়ালের ইস্যুতে রাজনীতি করা উচিত নয়।উল্লেখ্য, গত সোমবার স্বাতী মালিওয়াল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে কেজরিওয়ালের সিভিল লাইনের বাসভবনে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। সকাল ৯টা ৩৪ মিনিট নাগাদ পুলিশের কাছে একটি পিসিআর কল আসে, এক মহিলা দাবি করেন, কেজরিওয়ালের বাড়িতে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। দ্বিতীয় কলে তিনি নিজেকে স্বাতী মালিওয়াল বলে পরিচয় দেন। রাজ্যসভার সাংসদ পরে সিভিল লাইন থানায় গেলেও কোনও অভিযোগ না দিয়েই চলে যান।অন্যদিকে লখনউতে, আগামী ৪ জুন দেশে ক্ষমতায় আসতে চলেছে ইন্ডি জোট। বৃহস্পতিবার এই দাবি করলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমি চারটি বিষয়ে কথা বলতে চাই। প্রথমত, এই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য ভোট চাইছেন। দ্বিতীয়ত, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ২-৩ মাসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। তৃতীয়ত, তাঁরা সংবিধান পরিবর্তন করতে চলেছেন এবং এসসি, এসটি-র সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হবে। চতুর্থত, ৪ জুন ইন্ডি জোট ক্ষমতায় আসছে।বৃহস্পতিবার কেজরিওয়ালকে নিজেদের লখনউ-এর কার্যালয়ে স্বাগত জানান অখিলেশ যাদব। পরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হন তাঁরা। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২৫-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর বয়সী হবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী অমিত শাহকে তাঁর উত্তরসূরি করার এবং ২০২৫-এর ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন...প্রধানমন্ত্রী মোদী এখনও বলেননি যে তিনি ৭৫ বছর পরে অবসর নেবেন না, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই নিয়ম তৈরি করেছেন এবং আমি সম্পূর্ণ আশাবাদী যে তিনি এই নিয়ম মেনে চলবেন।''বিজেপির ৪০০ পার'' প্রত্যাশা পূরণ হবে না আশাবাদী কেজরিওয়াল। তিনি বলেছেন, প্রবণতা অনুযায়ী, বিজেপি ২২০ আসনের কম পাচ্ছে। হরিয়ানা, দিল্লি, পঞ্জাব, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং রাজস্থানে তাঁদের আসন কমতে চলেছে। বিজেপি নিজেদের সরকার গঠন করতে যাচ্ছে না, ইন্ডি জোট সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। সপা প্রধান অখিলেশ বলেন, ৫৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি নিজে ১৪৩-এর বেশি আসন পাবে না।

বাড়ানো যাবে না মনোনয়ন জমার সময়সীমাঃসুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ বাড়ানো যাবে না মনোনয়ন জমার সময়সীমা। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট।বারাণসীতে গত মঙ্গলবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল। জানা গেছে, তামিলনাড়ুর একটি কৃষক সংগঠনের প্রার্থীর এই কেন্দ্রে দাঁড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু কোনও কারণে সময়মতো মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি ওই প্রার্থী। তারপরেই সংগঠনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয়। কিন্তু আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনওভাবেই মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াবো যাবে না।উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবারই বারাণসী কেন্দ্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধেই প্রার্থী দাঁড় করাতে চেয়েছিল ওই কৃষক সংগঠন।

সুখবর দিল আইএমডি, আগামী ৩১ মে কেরলে বর্ষা আগমণের প্রবল সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃসুখবর দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৩১ মে দেশে প্রবেশ করবে বর্ষা। ওই দিন কেরল থেকে দেশে পা রাখবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। আইএমডি জানিয়েছে, এই বছর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ৩১ মে কেরলে প্রবেশ করতে পারে। বর্ষা আগাম প্রবেশ করছে না, এটাই স্বাভাবিক সময়। কেরলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয় সাধারণত ১ জুন।জুন ও জুলাই কৃষির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৃষ্টির মাস হিসাবে বিবেচিত হয়,

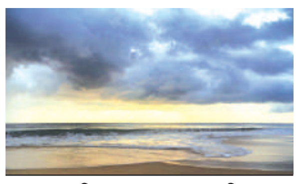

কারণ খরিফ ফসলের বেশিরভাগ বপন এই সময়ে হয়। যাইহোক এবার বর্ষার আগমণ বিলম্বেই হচ্ছে। তবে, আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর বর্ষার বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হতে চলেছে। এ বছর বর্ষায় গড় বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।

বর্ধমানের মন্তেশ্বরে দিলীপের পোলিং এজেন্টের রহস্য মৃত্যু,খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত মন্তেশ্বর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বর্ধমান-দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল তাদের বুথ সভাপতিকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। প্রতিবাদে থানা ঘেরাও কর্মসূচি।স্তমৃত বিজেপি কর্মীর নাম অভিজি রায়। বিজেপির অভিযোগ, ভোট শেষ হতেই সন্ত্রাসের রাজনীতি শুরু করেছে তৃণমূল। রাতের অন্ধকারে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই বিজেপি কর্মীকে।তৃণমূল অবশ্য অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করেছে, পারিবারিক গোলমালের ঘটনায় ওই ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়েছেন। ভোটের ফায়দা তুলতে মিথ্যে অভিযোগ আনা হচ্ছে। স্তঘটনার প্রতিবাদে মন্তেশ্বর থানা ঘেরাও করে আন্দোলনে নেমেছেন বিজেপির কর্মীরা। ঘটনাকে ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। ১৩ মে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট ছিল। এবারে এখানে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। মন্তেশ্বরের ১৬৮ নম্বর বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট ছিলেন অভিজি রায়।স্তমৃত বিজেপি কর্মীর পরিজনদের দাবি, পোলিং এজেন্ট

হওয়ার পর থেকেই অভিজিকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। বুধবার রাতে গ্রামে একটি অনুষ্ঠান ছিল। সন্ধে থেকে অভিজিতের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি সংলগ্ন গোয়ালঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়।স্তপরিবারের দাবি, এটি কোনওমতেই আত্মহত্যার ঘটনা নয়। খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গলায় ফাঁস লাগানো থাকলেও পা মাটিতে লেগে ছিল বলে দাবি বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বর।পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, ' ঘটনাস্থলে গিয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না। ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে মন্তেশ্বর থানায় বড় ধরনের বিক্ষোভ কর্মসূচি নিতে চলেছে বিজেপি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন বিজেপির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। থানায় যেতে পারেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষও।

বছর বছর পুকুর নদী, নালা শুকিয়ে কাঠ, হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ

নিজস্বসংবাদদাতা,বর্ধমানঃবছর বছর পুকুর নদী নালা শুকিয়ে কাঠ হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ। নদিনালো পুকুরে নিজে থেকে ই অনেক রকমের মাছ হয় ।(মানে চাষ করতে হয় না। এদের আ মাছ বলে অনেকে।)সেখানে বেড়ে ওঠে ।বছরের পর বছর ঘুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। কিন্তু বছর বছর বেশীরভাগ নদীনালা পুকুর বড়ো বড়ো জলাসয় গ্রীষ্মে প্রখর তাপে জল শুকিয়ে যাচ্ছে।ফলে জলের অস্তিত্ব না থাকায় হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে অনেক জলজ প্রাণী। টেঙারী, কই, মাগুর, শোল, বোয়াল, সিঙ্গি কমে গেলেও যে পুকুরে মাছ চাষ হয় তাদের সাথে মিশে অনেকটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। চাহিদা তুলনায় কম হওয়ায় দাম হচ্ছে আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। তবে এই মাছের চাষও শুরু হয়েছে। কিছু নদীনালা পুকুরে চুনোপুঁটি ট্যাঙারী কই চাঁদকুড়ো কাজলী দেখা যায়। সাথে শামুক গুগলি কেকরা ঝিনুক সহ বিভিন্ন মাছ। জলজ প্রাণী মাঠে পানা পুকুরে এরা বেড়ে ওঠে ।পরে বর্ষায় জল পেয়ে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী নদীনালা সহ বিভিন্ন জলাশয়ে ছা।য়ে পড়ে । জমে থাকা জলে সারাবছর নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। পরে বর্ষার জলে বংশবিস্তার করে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীনালা পুকুর জল মাঠে রাস্তায় ড্রেন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।অনেক মানুষ এই মাছ ধরে, বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এবং মানুষ খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে । অনেকের বড় মাছের চেয়ে চুনো পুঁটি মৌরলা মাছের তৃপ্তি আলাদা। বর্তমানে চুনো মাছ চাহিদা তুলনায় বাজারে কম আসে কম। তাই দাম অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছগুলি যেসব জলাশয় বেড়ে ওঠে পুকুর ডোবা, কাঁদর নদী নালা। বর্ষায় জলে ভোরে যায় ।জল থাকে সারা বছর। পরিমানে কম হলেও কিছু কিছু জল জমে থাকে সারা বছর । বিগত কয়েক বছর বর্ষা কম । গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে, দেশী, তাপমাত্রা বেশী, বেশিরভাগ জলাশয়ে মাছ থাকার মতো বা পাখিতে খাওয়ার মতো জল থাকেনা । বরং বালি মাটি তপ্ত হয়ে ওঠে। বালি কাদার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না ফলে অনের বেড়ে ওঠা চুনোমাছ মাঠে পুকুরে কাঁকড়া, শামুক গুগলি নানান জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে ।এছাড়া মাঠের জমিতে কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাছ সহ জলজপ্রাণী বাঁচতে পারছে না। কোনরকম বেঁচে গেলেও হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রজনন ক্ষমতা। জলে নতুন করে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। নতুন করে মাছ চাষ করার জন্য পুকুরে এক ধরনের নিম খোল দেওয়ার ফলে ছোট ব। মাছ সহ সমস্ত জলজ প্রাণী মারা যায়। আবার নদী বা ব। জলাশয়ে মাছ শিকার করার জন্য বা ধরার জলে বিষ দেওয়া হচ্ছে। (সন্দুরবন এলাকা সহ বিভিন্ন নদীতে) যে মাছ ধরা পরছে না, কিন্তু পরে মরে যাচ্ছে বা তারা বংশবিস্তার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে মাছ কমে যাওয়ার মাছের চাহিদা তুলনায় যোগান কম হচ্ছে ফলে এইসব মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাকা বেশী হাতে পাওয়ার লোভে এই মাছ ধরার আগ্রহ বা একশ্রেণী মেছুয়াদের। ফলে অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছ জলজ প্রাণী কমছে। মানুষের রসনায় টান পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র, জীববৈচিত্র্য । ছোট ছোট মাছ জলজ প্রাণী বড়ো বড়ো মাছ পাখি অন্যান্য প্রাণীর প্রধান খাদ্য। বেঁচে থাকার রসদ স্তা প্রচন্ড গরমে জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে । পশু পাখিদের খাবার মতো জল নেই। দ্রুত মাছ সহ জলজ প্রাণী হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র ও জীববৈচিত্র্য। শুধু প্রখর গ্রীষ্মে জন্য নয় জল থৈ থৈ বর্ষা হয়নি কয়েক বছর। ফলে মাছ নির্দিষ্ট জলাশয়ে আটকে যাচ্ছে। সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারছেনা । ভালো বৃষ্টি হলে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে। বর্ষা বংশ বিস্তার করে । জলের অভাবে বংশ বিস্তার হচ্ছে না । মোট আবার অন্যান্য বড়ো মাছ সহ জলজ প্রাণী ও পাখিদের বেঁচে থাকায় রসদ। দ্রুত মাছ কমতে থাকায় জলজ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে জলে থই থই করে ভাসতে ভাসতে নদী, নাল ফলে মাছগুলি ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনধারন সহজ হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর বর্ষা নেই। ফলে যে মাছগুলি আছে সবে নির্দিষ্ট জলাশয়ে। ফলে সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমনিতে অনেক মাছ হারিয়ে গিয়েছে। অনেকে শুধু নাম জানা যায় বই থেকে। ধীরে ধীরে সেই হারিয়ে যাওয়া মাছের তালিকা দীর্ঘ হবে খুব তাড়াতড়ি। এখন যে মাছগুলি রয়েছে কিন্তু কমছে সেগুলি দেখে নেওয়া যাক। পুঁটি কুচো চিংড়ি, মৌরলা, চাঁদকুড়ো, কই, , সিঙ্গী, মাগুর, চ্যাঙ, ল্যাটা ছিংড়ি, খলসে, ভেলে, টাঙরী, গুতে ছুঁই মৌরলা বোরলি, ওলসা মাছ, গুচি, দারকিনা মাছ, পাবদা জলুই, বাশাপাতা মাছ বা কাজলী, চেলা। আরও অনেক মাছ আছে নাম না জানা বা না মনে পা।ছে না। এইসব মাছের নাম ও ছবি হয়তো এদের মনে করাবে। জেলা থেকে বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির দেশে প্রকৃতির অনেক জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তার থেকেও বেশী দায় কিন্তু মানুষের। মানুষ বেহিসাবি কাজকর্ম প্রকৃতির আচরণ পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতির সুফল মানুষই বেশী ভোগ করে। তাই মানুষকেই প্রকৃতির সম্পদ চুনোপুঁটি বাঁচাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ওপর হামলায় ব্যথিত মোদী, ভারতের পাশে থাকার বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ আততায়ীর হামলার শিকার হয়েছেন স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো। বুধবার সে দেশের রাজধানী ব্রাতিশ্লোভার ১০০ মাইল উত্তর-পূর্বে হ্যান্ডলোভা শহরে 'হাউস অফ কালচার' ভবনে তাঁকে নিশানা করে গুলি চালায় এক হামলাকারী। স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ওপর এই হামলায় ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন তিনি।বৃহস্পতিবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর ওপর গুলি চালানোর খবরে গভীরভাবে মর্মাহত। আমি এই কাপুরুষোচিত এবং জঘন্য কাজের তীব্র নিন্দা জানাই এবং প্রধানমন্ত্রী ফিকোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ভারত স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের জনগণের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে।জানা গিয়েছে, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফিকোর দেহে চারটি গুলি লেগেছে। একটি গুলি সরাসরি আঘাত হেনেছে তাঁর পাকস্থলীতে। সঙ্কটজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তাঁকে।

মালা-নুরুলের মনোনয়ন বাতিলের আবেদন,কমিশনে টিকল না বিজেপির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃগত বুধবার তৃণমূলের দুই প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছিল বিজেপি। তাদের অভিযোগ ছিল, বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম তাঁর মনোনয়নের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ' নো ডিউজ সার্টিফিকেট' জমা দেননি। আর দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন পদে থাকা সত্ত্বেও লোকসভা ভোটে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। যা ' অফিস অফ প্রফিট'-এর আওতাধীন। দুই প্রার্থীর প্রার্থিপদ বাতিলের দাবির মধ্যে হাজি নুরুলের বিষয়টি নজরে এসেছে এ বারের লোকসভা ভোটে প্রার্থী হওয়া বিধায়কদেরও।আগামী ১ জুন সপ্তম দফায় ভোট রয়েছে কলকাতা দক্ষিণ এবং বসিরহাট দুই কেন্দ্রে। আর এই দুই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নে গলদ রয়েছে অভিযোগে বুধবার শোরগোল ফেলে দেয় বিজেপি। স্তবুধবার দুপুরে এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপির অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় এবং বসিরহাটের প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়ন নিয়ম মেনে হয়নি। তাঁদের মনোনয়নে গুরুতর গলদ আছে। তাই তাঁদের দুজনের মনোনয়ন বাতিলের জন্য কমিশনে আবেদন করা হয়েছে। এই দুই তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে ঠিক কী অভিযোগ? বিজেপির বক্তব্য, বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজি নুরুল ইসলাম পঞ্চদশ লোকসভার সদস্য ছিলেন। সেই পঞ্চদশ লোকসভা শেষ হয়েছে ২০১৪ সালের ১৮ মে। আর তিনি এবারে মনোনয়ন দাখিল করেছেন ৭ মে। হলফনামা অনুযায়ী, শেষ ১০ বছরে যদি কোনও কারণে সরকারি পরিষেবা নেওয়া বা সরকারের থেকে নেওয়া কোনও বিধিবদ্ধ বিল বাকি থাকে তা মেটাতে হয়। এতএব সেই প্রার্থীর সরকারের কাছে যে কোনও বকেয়া নেই তা নির্বাচনী হলফনামায় জানাতে হয়। হাজি নুরুলের বিরুদ্ধে বিজেপির অভিযোগ, ১৮ মে, ২০১৪ থেকে ৭ মে ২০২৪ তাঁর ১০ বছর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি মনোনয়ন পেশ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর নো ডিউজ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি দেননি। মালা রায়কে নিয়ে বিজেপির বক্তব্য, তিনি কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন রয়েছেন। যে বিধিবদ্ধ আইনগুলি রয়েছে তাতে তা 'অফিস অফ প্রফিট।' কিন্তু বাংলায় যে ৩০-৩১ টি সংস্থার তালিকা রয়েছে যে কোন সংস্থা 'অফিস অফ প্রফিট'-এর তালিকায় পড়বে, তার মধ্যে কলকাতা পুরসভার নাম নেই। তাই পুরসভার চেয়ারপার্সন থাকাকালীন, সেখান থেকে পদত্যাগ না করে মালা রায় মনোনয়ন জমা দিলে তা নির্বাচনী আইন ভাঙার মধ্যে পড়ে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, সেকশন ৩৬ অফ রিপ্রেসেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট অনুযায়ী, যদি কোনও প্রার্থী সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হন, তাঁকে 'অফিস নো ডিউজ' সার্টিফিকেট জমা করতে হয়। বীরভূমে বিজেপি প্রথমে যাকে প্রার্থী করেছিল সেই প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর 'অফিস নো ডিউজ সার্টিফিকেট' দেননি। তাঁর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েও লাভ পাননি তিনি।তবে এক্ষেত্রে বিজেপির আনা অভিযোগ উড়িয়ে কমিশন জানিয়েছে তৃণমূল প্রার্থী মালা রায় ও হাজি নুরুল ইসলামের মনোনয়নে কোনও ত্রুটি নেই।

রাজস্থানের তামার খনিতে দুর্ঘটনায় মৃত কলকাতার আধিকারিকের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে তামার খনিতে লিফট ছিঁড়ে প্রায় ২ হাজার ফুট গভীর খাদে পড়ে মৃত্যু হল উপেঃদ্র পান্ডের। তিনি চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার হিসেবে খনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তবে আটকে থাকা বাকি ১৪ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে হিঃদুস্তান কপার লিমিটেডের কয়েকজন আধিকারিক খনি পরিদর্শনে নামার সময় হঠাই লিফটের বেল্ট ছিঁড়ে যায়। খনির নীচে আটকে পড়াদের মধ্যে কয়েকজন কলকাতার বাসিন্দাও ছিলেন।এইচসিএল সূত্রের দাবি, তাদের চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার উপেন্দ্র পান্ডে গুরুতর আহত হয়ে মারা গিয়েছেন। তিনি কলকাতায় এইচসিএল-এর সদরে কর্মরত ছিলেন। আরও ১৪ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে।এইচসিএল সূত্র জানাচ্ছে, তাদের কোলিহান খনিতে দড়ি ছিঁড়ে প্রায় ১৯০০ ফুট উপর থেকে পড়েছিল লিফট। পরিস্থিতি সামলাতে রাতভর উদ্ধার কাজ চালায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে পুরোটা শেষরক্ষা হয়নি। ১৪ জনকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝুন্ঝুনু জেলার সরকারি হাসপাতালে ও পরে জয়পুরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিন জন এখনও জয়পুরে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় আধিকারিকেরাও কলকাতা, দিল্লির কর্তাদের সঙ্গে খনি পরিদর্শনে গিয়েছিলেন।স্তএইচসিএল-এর তরফে বিষয়টি নিয়ে সরকারি ভাবে কেউ মন্তব্য করতে চায়নি। জানানো হয়েছে, দেশে আদর্শ নির্বাচনী বিধি চালু আছে। যা বলার কেন্দ্রীয় খনি মন্ত্রকের তরফে বলা হবে। রাত পর্যন্ত খনি মন্ত্রকের তরফে কোনও বিবৃতি আসেনি।তবে স্থানীয় খেতড়ি থানার ওসি ভাঁওয়ার লাল বুধবার বলেন, খনি পরিদর্শনে আসা দলটির মধ্যে দিল্লি ও কলকাতার লোক ছিল। সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার খবর পেয়েই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দিই। শুধু এক জন ছাড়া বাকিদের বাঁচানো গিয়েছে।'' পুলিশের স্থানীয় একটি সূত্রের মতে, সরু, অন্ধকার সুড়ঙ্গে এক-এক জন করে বিপন্নদের বের করা হয়েছে। সতর্কতার সঙ্গে কাজটা করতে সময় লাগে। সবাইকে বের করে আনতে বুধবার প্রায় ভোর হয়ে যায়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে ঝুন্ঝুনু জেলার সদর হাসপাতালের চিকিৎসক প্রবীণ শর্মা বলেন, ' জনের অবস্থা গুরুতর। এ ছাড়া অনেকেরই হাত, পা ভেঙেছে।''

এএপি ও কংগ্রেসের জোট অস্বাভাবিকঃবাঁসুরি স্বরাজ

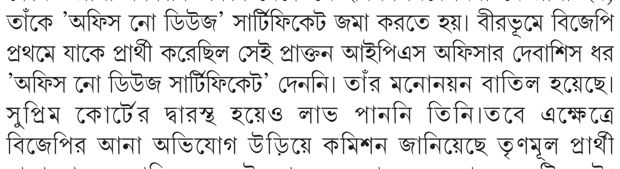

নয়াদিল্লি, ১৬ মে ঃ আম আদমি পার্টি ও কংগ্রেসের জোটকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেত্রী বাঁসুরি স্বরাজ। তাঁর মতে, এএপি ও কংগ্রেসের জোট অস্বাভাবিক। তিনি আরও বলেছেন, যখনই কংগ্রেস ক্ষমতা হারিয়েছে, এএপি তা ছিনিয়ে নিয়েছে, সেটা পঞ্জাব হোক অথবা দিল্লি। পঞ্চম দফায় আগামী সোমবার দিল্লিতে ভোটগ্রহণ, এই মুহূর্তে চূড়ান্ত ব্যস্ততায় সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ।নতুন দিল্লি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন বাঁসুরি স্বরাজ, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি আজমল খান পার্কে নির্বাচনী প্রচার চালান। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। বাঁসুরি এদিন বলেছেন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিজ সন্তানদের শপথ করে বলেছিলেন, তিনি কখনই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করবেন না। এখন, এই জোট তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছে... এই জোট বড় চ্যালেঞ্জ নয়, কারণ দিল্লির জনগণ উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং 'বিকশিত ভারত'-কে ভোট দেবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৭ মে মার্ট ঃশুক্র বার, ৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ৩ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৈনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৩ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ
রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৬শতকরা এবং ৪৭শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ১টা ৩২ মিনিট এবং রাত০২টা ৩৪মিনিট হবে। ভাটা-বিকেল-৬টা ২০মিনিট। সন্ধ্যা-০৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ৮ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।। **বৃষভ রাশিঃ**বহু শ্রমযোগে কর্মে সাফল্যয হিতকাঙ্খীর সহায়তায় অভাবনীয় সাধু ব্যক্তির অপ্রত্যাশিত সঙ্গলাভ। সংসারে শান্তি হতে পারে **মিথুন রাশিঃ**জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। **কর্কট রাশিঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। সন্তানের মৌলিক চিন্তা **সিংহ রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। কোনও কাজে অভাবনীয় সাফল্য হতে পারে। **কন্যারাশিঃ**অত্যধিক দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে।এটি এড়িয়ে চলুন, যেহেতু উদ্বেগ,বদমেজাজ এবং দুশ্চিন্তার অল্পস্বল্পও শরীরকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। **তুলারাশিঃ**আপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম আধ্যাত্মিক ও সেইসঙ্গে শারীরিক লাভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। মামলায় জড়িয়ে পড়বে **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। সন্তানের সাফল্য হবেই। **ধনু রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। অর্থ বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আজ কথা বলতে হবে।। **মকর রাশিঃ**সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি যদি বিবাহিত হন তবে আজ আপনার বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন নিন, কারণ তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।।। **মীন রাশিঃ**আপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। সংসারে শান্তি। প্রিয়জনের শিকার উন্নতি হতে পারে আজকে । ব্যবসায় সাফল্যহবে

সন্দেশখালিতে রাতের অন্ধকারে মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ

শুরু রুটমার্চ, কর্মীদের আশ্বস্ত করছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সন্দেশখালি এলাকায় ভোট হতে এখনও দিন পনেরো বাকি। কিন্তু নতুন করে গোলমাল শুরু হওয়ায় সন্দেশখালি বিধানসভা এলাকার দু'টি পঞ্চায়েতে, বেড়মজুর ১ ও ২-এ বুধবার থেকে রুটমার্চ শুরু করল কেন্দ্রীয় বাহিনী। গ্রামবাসীরা মনে করছেন, এর ফলে উত্তেজনা কিছুটা হলেও কমবে।এবার রাতের অন্ধকারে প্রতিবাদী এক মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল! যদিও মহিলার বয়ানের সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই দাবি করে তৃণমূলের বসিরহাট টাউন প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ঘোষের বক্তব্য, ভোটের আগে সন্দেশখালিতে উত্তপ্ত করতে নাটকের নতুন প্লট সাজাচ্ছে বিজেপি। গত সোমবার থেকে ফের রাত পাহারা শুরু করেছেন সন্দেশখালির একাংশ মহিলা। বুধবার দুপুরে তাঁদের সঙ্গে দেখা

করতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। রাতে যিনি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এনেছেন, সেই মহিলাও বুধবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা করেন। সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে ওই মহিলার অভিযোগ, রাতে বাড়ির বাইরে কুকুরের ডাক শুনে বাইরে বের হই। তখনই কে যেন পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে। জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রামের মাঠে অনেকগুলো কুকুর ছিল। তারা চিৎকার শুরু করতেই ওরা পালিয়ে যায়।ওই মহিলার আরও অভিযোগ, তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় জানানো অভিযোগও তুলে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সামনে এসেছে সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিও। ভাইরাল ওই ভিডিওয় সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালকে বলতে শোনা গিয়েছে, সন্দেশখালির ধর্ষণের অভিযোগ সাজানো। টাকা এবং মদের বিনিময়ে সমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলেও ভিডিওতে দাবি করতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। এই প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বলেন, এলাকায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে বিজেপি নতুন করে প্লট সাজাচ্ছে। তবে এসব করে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না। বাংলার মানুষ আসল সত্যটা জেনে গেছে। অন্যদিকে বিজেপির বসিরহাটের প্রার্থী রেখা পাত্রর অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে সন্দেশখালির প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভোটদাতার আবেদনে বাড়িতেই ভোটদানের ব্যবস্থা বৃদ্ধা ভগবতী দেবীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ মেঃ ভোটদাতার আবেদনের ভিত্তিতে বাড়িতেই ভোটদানের ব্যবস্থা হলো বৃদ্ধা ভগবতী দেবীর। বৃহস্পতিবার ৯৬ বছর বয়সী ভগবতী শর্মা ভোট দেন বাড়িতে বসেই। পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেন মধ্য হাওড়া এর বাসিন্দা। এবার লোকসভা ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের কাছে। ভগবতী দেবীর আবেদনে সাড়া দিয়ে নির্বাচন কমিশন হাওড়ার গোপাল চন্দ্র মুখার্জী লেনের বাড়িতে গিয়ে বৃহস্পতিবার ভোট নেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বাড়িতে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে এদিন ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। বৃদ্ধার ছেলে অশোক শর্মা বলেন, আমার মায়ের বয়স ৯৬। আমার মা ইচ্ছে প্রকাশ করেন লোকসভা নির্বাচনে ভোটদান করতে চান। সেইমতো আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাই। ওনারা সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। আজকে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা এসে মায়ের ভোট করান। মাও খুব খুশি। আমরা পরিবারের লোকজনও খুশি।

গোসাবায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, গোসাবা, ১৬ মেঃ ভোটের আগেই এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন গোসাবা বিধানসভার লাহিড়ীপুর অঞ্চলে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বৃহস্পতিবার সকালে নদীর ধারে বাগানে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাপস বৈদ্য (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে ঝুলতে দেখে স্থানীয় মানুষজন পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।জানা যায়,তাপস আগে তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ছিলো।ইদানীং সে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। আর তার পরেই এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।অভিযোগের তীর গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্যের বিরুদ্ধে।তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান জমিজমা নিয়ে পারিবারিক অশান্তিতে আত্মহত্যা করতে পারে তাপস। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে তৃনমূল ও বিজেপির গন্ডগোল, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৬ মেঃ নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে তত রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার বেলায় জয়নগর লোকসভার কুলতলি বিধানসভার দেউলবাড়ি দেবীপুর পঞ্চায়েতের শ্যামনগর এলাকায় একটি পথসভাকে কেন্দ্র করে তৃনমূল ও বিজেপির মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভ শুরু হয় পথসভার মাইক ও পতাকা লাগানো নিয়ে। এই ঘটনায় আহত হয়েছে দুদলের দুজন কর্মী। ভোটের আগে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে পুলিশ। তবে এব্যাপারে কুলতলির তৃনমূল ও বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব একে ওপরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত।

তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১৬ মেঃ উইকেন্ডে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকাতেও গরম ও অস্বস্তি। তাপমাত্রা আরো বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে। আজ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিমের দু এক জেলায়।মৌসুমী বায়ুভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলে নির্ধারিত সময় পহেলা জুনের একদিন আগে ৩১ শে মে ঢুকবে মৌসুমী বায়ু।আগাম বর্ষা আন্দামানেও। ভারতের মূল ভূখণ্ড কেরলেও বর্ষা ঢুকবে একদিন আগে। এমনই পূর্বাভাস ভারতের মৌসম ভবনের। আবহাওয়ার বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে ১৯ শে মে রবিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অর্থাৎ বর্ষা ঢুকে পড়বে নির্ধারিত সময়ের তিন দিন আগে।ক্ষিণবঙ্গেতেই সপ্তাহের পশ্চিমের জেলায় তাপমাত্রা ৪০ পেরোবে। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের চার জেলায় তাপপ্রবাহ। অস্বস্তিদায়ক রাত ও দিন। শুষ্ক আবহাওয়া ও গরম ক্রমশ বাড়বে। বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টি বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়।

সব জেলায় গরম ও অস্বস্তি। শনিবার রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান এই চার জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা।রবিবার থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হবে বিক্ষিপ্তভাবে। বীরভূম বর্ধমান ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার বৃষ্টি বাড়বে।উত্তরবঙ্গউত্তরবঙ্গেও গরমের দাপট। পার্বত্য এলাকাতেও গরম ও অস্বস্তি ভোগাবে। দার্জিলিং সহ উপরের পাঁচ জেলাতে বৃষ্টি চলবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং শনিবারে দার্জিলিং কালিম্পং, জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। শুধু উপরের পাঁচ জেলা নয় নিচের তিন জেলা মালদা এবং দিনাজপুরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা। সব জেলাতেই বৃষ্টির পরিমাণও বেশি হব কলকাতা আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উত্তপ্ত-শনি বৃষ্টি নেই। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ার সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে। রবিবার ফের আবহাওয়ার পরিবর্তন। সোমবার কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ আংশিক মেঘলা আকাশ। সকাল থেকেই গরম ও অস্বস্তি। দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। বেলা বাড়লে সূর্যের তাপে আরো গরম অনুভূত হবে। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও চরমে

গুরুসদয় দত্তের ১৪২তম জন্মজয়ন্তীতে গ্রাম উন্নয়নের ভাবনার সম্পর্কে আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে ঃ সম্প্রতি ব্রতচারী গ্রামে নবনী -প্রিয় -সত্য- কুঞ্জ ভবনে গুরুসদয় দত্তের (গুরুজি) ১৪২তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর গ্রামোন্নয়ন ভাবনা সম্পর্কে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার ব্রতচারী সমিতি ও সহযোগিতা করেছেন দক্ষিণী সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, আনন্দী- দা ইউটোপিয়া, প্রতিভূ- ভিজন অফ নিউ এজ এবং রঙ্গনাথপুর প্রচেষ্টা ।আলোচনা শুরু করে প্রথম আলোচক ডঃ দীপক কুমার বরপন্ডা, (কিউরেটর, আশুতোষ মিউজিয়াম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথমেই উদ্যোক্তাদের থিংক ট্যাংক কে দের ধন্যবাদ জানান এই বলে যে অনেকদিন পর চল কোদাল চালাই এর গুরুজীর গ্রাম ভাবনার বিষয় আলোচনায় নিয়ে আসার জন্য। তাঁর মতে গুরুসদয় দত্ত বলতে শুধুমাত্র নাচ গান(ব্রতচারী নৃত্য) নয় । গুরুজীর নাতি দীর্ঘ জীবনে (কার্যকাল ৩৬ বছর) গ্রামের মানবিক উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। গ্রামের মানুষের সঙ্গে সখ্যতা তাকে গ্রামোন্নয়নের কাজে অন্তরদৃষ্টি প্রদান করেছিল ।

মানবিক উন্নয়ন আক্ষরিক অর্থে তিনি প্রকাশ করেছেন ও বাস্তবায়িত করেছেন। গ্রামের উন্নতি তে শিক্ষা ,নারীর উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, সমবায়, হস্তশিল্প তথা লোকশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে তার রূপ অনুসন্ধান করেছেন ,বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন । কচুরিপানা পরিষ্কারের জন্য স্বেচ্ছা সেবকদের সঙ্গে তিনি নিজে (আইসিএস হওয়া সত্ত্বেও) জলে নেমে কাজ করেছেন। লোকশিল্পের সংগ্রহে তার কাজ বাংলায় গ্রামের অন্ধকার দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিল । তিনি আধুনিক এক আই এ এস এর (প্রাক্তন মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়) দৃষ্টিতে প্রাক্তন আই সি এস গুরু সদয় দত্তের মূল্যায়নের প্রসঙ্গ তুলে এনে তার বক্তব্যে যথার্থতা নিরূপণ করেন এবং তিনি গুরুসদয় দত্তকে সেকালের গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রসারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। লোকশিল্পের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তাকে বাজারজাত করার যে ভাবনা তার মধ্যে ছিল তার প্রভাব বর্তমান শতাব্দীতে বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।দ্বিতীয় বক্তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক স্বপন মুখোপাধ্যায় (বিষয় ঃস্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়নে গুরুজীর ভাবনার প্রভাব)এক বিস্তৃত আলোচনা করেন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে গ্রামোন্নয়ন ভাবনা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ, গুরুসদয় দত্ত, গান্ধীজি, নেতাজি, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও মানবতাবাদীরা কিভাবে ভেবেছিলেন এবং কিভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তাঁরা কিভাবে ভেবেছিলেন এবং কার্যকরী রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ তিনি দেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ গুরুসদয় দত্তের গ্রাম ভাবনার সাযুজ্য দেখিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ কিভাবে জমিদারি উচ্ছেদ, ভূমি সংস্কার ইত্যাদি পদ্ধতি পার করে পঞ্চায়েত সংস্কার করে আধুনিক পঞ্চায়েত গঠনের ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তার সালতামামি পেশ করেন। গুরুদেব ও গুরুজীর ভাবনার মিল উল্লেখ করেন স্বাধীন ভারতে গ্রামোন্নয়নের যে ভাবনা ভেবেছিলেন মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু ও নেহেরু ভেবেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পন্ডিত নেহেরু ও মৌলানা আজাদ তা কার্যে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করেন তার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে শ্রী মুখোপাধ্যায় বর্তমান ভারতবর্ষের গ্রামোন্নয়নের মূল ভাবনাটি ও তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করেন। তার বাচনভঙ্গি, তথ্য এবং তত্ত্বের মিশ্রণ শ্রোতাদের আবিষ্ট করে রাখে।

এই আলোচনা সভার শেষ বক্তা অধ্যাপক ডক্টর পার্থ চক্রবর্তী (বিষয় ঃবিশ্বায়ন পর্বে গ্রাম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা) বিশ্বায়নের হোলিস্টিক দিকটি উল্লেখ করে ফাঁকির খোলসটার আবরণ উন্মোচন করেন।তিনি উল্লেখ করেন টেকনোলজি গ্রামে গিয়ে সম্পদ আহরণ করছে। গ্রামবাসী কৃষি - শিল্প শ্রমিক। তাদের উন্নতির জন্য লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা দরকার। গ্লোবাল ভিলেজ ধারণা প্রসারিত করে যে বাতাবরণ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে তাতে আর যাই হোক উন্নয়ন নেই। তিনি সোশ্যাল ম্যাপিং করে শহরের কাছের গ্রাম, শহর থেকে দূরের গ্রাম চিহ্নিত করে স্থানীয় প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়নের কথা, রূপরেখা তৈরি করার কথা উল্লেখ করেন। স্মার্ট ভিলেজ তৈরি করার ব্যবস্থা করার কথা বলে বাংলার পিঠেপুলি বৈশ্বিক গ্রামের শো কেস এর সামগ্রী এমন ভাবনা আসলে কাজের নয় তা উল্লেখ করেন। এই ভাবনা ভোগবাদে ইন্ধন যোগাবে । মাটির টান আর অনুভব করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ,গুরু সদয় দত্ত অনুসৃত নীতি গ্রামে ফিরে চলো আজ বানিজ্যিকীকরণ হয়েছে। গ্রামের শ্রেণীবিন্যাস নষ্ট হচ্ছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। সামাজিক সংহতি নষ্ট হচ্ছে। সর্বাত্মক উন্নয়নের সম্পর্ক নষ্ট করে দিচ্ছে বিশ্বায়নের কুফল ভোগবাদ। বিপ্রতীপে মাটির সোঁদা গন্ধ নিয়ে আসতে হবে । উন্নয়ন করতে হবে এমন ভাবে যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ কম নষ্ট করে, মানুষের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক নষ্ট না করে, মূল্যবোধকে নষ্ট না করে এগিয়ে চলা যায়। গুরুসদয় দত্তের গ্রাম উন্নয়নের ভাবনার মূল সূত্রটি এখানেই নিহিত। গ্রাম ই একমাত্র স্থান যেখানে এখনো এই সম্পর্কটি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠান সভাপতি অসিত ঘোষ তিন অসাধারণ বাগ্মীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন এবং অতিথি ,বক্তা, দর্শক ও সাহায্যকারীদের ধন্যবাদ জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বাংলার ব্রতচারী সমিতির অপর সচিব ও গুরুসদয় মিউজিয়ামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর বিজয় কুমার মন্ডল। ঠাকুরপুকুর বেহালার বুধজন মন্ডলী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুগ্ধ হয়ে বক্তাদের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

হাফলঙে জাতীয় ডেঙ্গু ডে উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

হাফলং (অসম), ১৬ মে ঃ ডিমা হাসাও জেলায় প্রতি বছর প্রচুর মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হন। মশার কামড় থেকেই ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে প্রয়োজন সচেতনতা। গত বছর ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৮৬২ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তথ্য জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের। তাই ডেঙ্গু নিয়ে সাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। একমাত্র সচেতনতাই ডেঙ্গু থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আজ বৃহস্পতিবার হাফলঙে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তার কার্যালয়ে জাতীয় ডেঙ্গু ডে-র সঙ্গে সংগতি রেখে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দুলেশ্বর গগৈ, সিএমওডিসি ডা. পবনকুমার গাঞ্জু, জেলা ম্যালেরিয়া পরামর্শদাতা দেবজিৎ শইকিয়া, এনএইচম-এর মিডিয়া এক্সপার্ট জন আও, এএনএম সহ আশা কর্মীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত হয় সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। জাতীয় ভিক্টর বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ আরবান স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় ডেঙ্গু দিবসে ডা. পবনকুমার গাঞ্জু বলেন ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে ডিমা হাসাও জেলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি একান্ত জরুরি। এই রোগ মশার কামড়ে ছড়ায়। ডেঙ্গু হচ্ছে ভাইরাল রোগ। তিনি ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রেখে বলেন, বর্তমানে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে পাহাড়ি এই জেলার স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে। ডা. পবনকুমার গাঞ্জু এএনএম ও আশা কর্মীদের ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলার অনুরোধ জানান। স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দুলেশ্বর গগৈ জানান, গত বছর ডিমা হাসাও জেলায় মোট ৮৫২ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছর ডেঙ্গু রোগে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনা একমাত্র পন্থা, জানান তিনি।

প্রচারে বেড়িয়ে রেজ্জাক মোল্লার বাড়িতে গিয়ে আশীর্বাদ নিলেন বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারী

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ মেঃ আর কয়েক দিন পর ১ লা জুন জয়নগর লোকসভা আসনে ভোট অনুষ্ঠিত হবে। আর তাই জোরকদমে ভোটের প্রচারে সব রাজনৈতিক দল গুলি। আর বৃহস্পতিবার জয়নগর লোকসভার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় ভোটের প্রচারে বেড়িয়ে আচমকা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বর্ষিয়ান নেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লার বাড়িতে ঢুকে পড়েন জয়নগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী।আবদুর রেজ্জাক মোল্লা বাম আমলের বহু দিন মন্ত্রী ছিলেন। দাপুটে এই বাম নেতা বামেদের পালা বদলের বেশ কয়েক বছর পর তৃনমূল কংগ্রেসে চলে আসেন এবং রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরন দপ্তরের মন্ত্রীও হন। চাষার ব্যাটা নামে পরিচিত এই নেতা বর্তমানে বেশ অসুস্থ। তৃনমূল কংগ্রেসের তরফে তাঁর সাথে আর কোনো খবর রাখে না বলে এদিন আক্ষেপ করেন তিনি। তিনি বলেন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে তৃনমূল আর খোঁজ খবর রাখে না।তিনি এদিন এও বলেন এই বিধানসভার বিধায়ক সওকাত মোল্লাই এখন তৃনমূল কংগ্রেসের সব। তিনি তার ক্ষোভ উগড়ে বিজেপি প্রার্থী আশীর্বাদ করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উওরে তিনি বলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল তাঁর কাছে এসে আশীর্বাদ চাইলে তিনি দেবেন না। তিনি আশীর্বাদ একজনকে করে দিয়েছেন। তিনি চান এবার এখানে বিজেপি জয়ী হোক। এদিন বিজেপির প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারী প্রাক্তন মন্ত্রীর চিকিৎসা করেন এবং ওনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

শিবসাগর পুলিশের জালে কুখ্যাত গবাদি পশু চোর তুলতুল

শিবসাগর (অসম), ১৬ মে ঃ শিবসাগরে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী কুখ্যাত গবাদি পশু চোর তুলতুল দুঁওরিকে জালে তুলেছে পুলিশ। লক্ষ্মীনগরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসে শিবসাগর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে গবাদি পশু তথা মোষ চোর তুলতুল দুঁওরি। দীর্ঘদিন ধরে তুলতুল দুঁওরি আত্মগোপন করে ছিল। আত্মগোপন করেও সে গবাদি পশু চুরিকার্য চালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। এরই মধ্যে গত ১ এপ্রিল শিবসাগরের বানমুখ কাথপার এলাকায় বিভিন্ন গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে ৪০টি মোষ চুরি হয়েছিল। তবে মোষ পালকরা ৪০টির মধ্যে ৩২টি মহিষ উদ্ধার করলেও বাকি ৮টি মোষ পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর আসে, নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুরের জনৈক ব্যক্তির কাছে তুলতুল দুঁওরি ওই আটটি মোষ বিক্রি করেছে। ঘটনা সম্পর্কে তুলতুলের বিরুদ্ধে শিবসাগর সদর থানায় মোষ পালকরা এফআইআর দায়ে করেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে তুলতুল দুঁওরির বিরুদ্ধে শিবসাগর সদর থানায় ৫৬২৪ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এর আগেও বহু মহিষ এবং গরু চুরির পাশাপাশি রাজপথে ডাকাতি মামলায় কারাগারে ছিল কুখ্যাত চোর তুলতুল দুঁওরি।

হেলমেট না পরলে এবং সিট বেল্ট না বাঁধলে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

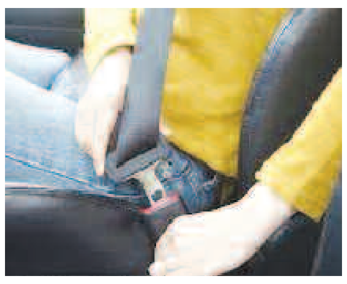

হাফলং (অসম), ১৬ মে ঃ হেলমেট না পরলে এবং গাড়ির আরোহীদের সিট বেল্ট না বাঁধলে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা জারি করেই ক্ষান্ত থাকেনি পুলিশ, জেলার সব প্রবেশদ্বারে মূল সড়কের পাশে 'নো হেলমেট নো সিট বেল্ট নো এন্ট্রি ইন-টু ডিমা হাসাও' সংবলিত সাইনবোর্ড পুঁতে মোটর বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের সতর্ক করেছে পুলিশ। ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ এই নির্দেশ জারি করেছে বলে জানা গেছে। ডিমা হাসাও জেলার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং স্টেট হাইওয়ে ও জেলার বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে ডিমা হাসাও পুলিশ। জেলায় ক্রমাগত পথ দুর্ঘটনার মতো ঘটনা বেড়েই চলছে। দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় নাকা পয়েন্ট বসিয়ে দ্বিচক্র যান, চার চাকার যানবাহনে সিট বেল্ট না বেঁধে গাড়ি চালালে জরিমানা আদায় করলেও অনেকেই আইন অমান্য করে গাড়ি চালাচ্ছেন। এমন-কি পথ সুরক্ষা নিয়ে ডিমা হাসাও পুলিশ সচেতনতা অভিযান চালানোর পরও দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। চলতে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় পুলিশ প্রশাসন উদ্বিগ্ন। তাই এবার হেলমেট ও সিট বেল্ট না বেঁধে ডিমা হাসাও জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

পাণীয় জলের সংকটে ভুগছে কুলতলির দেউল বাড়ির নদী লাগোয়া নাইয়া পাড়ার কয়েকশো মৎস্যজীবি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৬ মেঃ সুন্দরবন নদী মাতৃক। নোনা জলেই এখানকার মানুষের সব কাজ সারতে হয়। এই তীব্র গরমে গত ৩-৪ মাস ধরে পাণীয় জলের সংকটে সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন নং নাইয়া পাড়ার কয়েকশো গ্রামের মানুষ।এই এলাকার তিনটি পাণীয় জলের কল সহ গোটা পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৪২ টি পাণীয় জলের কল খারাপ। চরম জলের সংকটে সুন্দরবনের এই এলাকার মানুষ।সুন্দরবনে পাণীয় জলের সংকট সর্বত্র। আর ভোটের মুখে ভোট চাইতে বেরিয়ে একাধিক জায়গায় শাসকদলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে ও ভোটারদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে দেখা যাচ্ছে।দেউলবাড়ির তিন নং নাইয়া পাড়ার ২০১ নং বুথে মূলত বহু মৎস্যজীবিদের বাস। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মানুষের এখন ভরসা ২ কিমি দূর থেকে

পাণীয় জল সংগ্রহ করা।স্থানীয় পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়ার অভিযোগ উঠে এলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের এখানে প্রতি বছর পাণীয় জলের সংকট হয়।কল খারাপ হয়ে গেলে আর মেরামত করা হয় না। স্থানীয় সদস্য থেকে শুরু করে পঞ্চায়েতকে জানিয়ে ও কোনো কাজ হয় না। আমরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মৎস্যজীবি বলে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের কারুর নজর নেই। আমরা চাই এই এলাকায় দ্রত কল গুলোর সংস্কার ও নতুন পাণীয় জলের কল বসানোর ব্যবস্থা করা হোক।এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এর স্বামী রমেন নস্কর বলেন,এই কল গুলো আর সংস্কার করা যাবে না।আর এলাকার মানুষের বারংবার বলার পরেও কেন পাণীয় জলের কল মেরামত হবে না, বিকল্প কি ব্যবস্থা হবে সে প্রশ্নের উওর অবশ্য সদস্যর স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এমনকি গত মঙ্গলবার এই এলাকায় জঙ্গল পুজোতে শুধুমাত্র পাণীয় জলের সংকটে বহু মানুষ পুজোর ভোগ খেতে পারলো না।জলের অভাবে ভোগের রান্না করতে পারলো পুজো কমিটি।অথচ সেই এলাকার স্থানীয় সদস্য ও তাঁর স্বামীকে সেই সময় গ্রামের মানুষের পাশে পাওয়া গেল না বলে অভিযোগ। তবে সদস্য এর স্বামীর কথার সাথে পঞ্চায়েত প্রধানের কথার মিল পাওয়া গেল না।সদস্য এর স্বামী যেখানে পাণীয় জলের কল মেরামত হবে না বলছে সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান সাইফুল্লা সেখ বলেন, আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৪২ টি পাণীয় জলের কল বর্তমানে খারাপ।সে গুলো মেরামতের কাজ চলছে।দ্রুত ওই এলাকার কল গুলো সংস্কার করে দেওয়া হবে। আর সেই আশায় এই গরমে জলের তেষ্টা মেটার আশায় আশাবাদী এই গ্রামের মানুষেরা।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো চৌদ্দমাদল উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৬ মেঃ মহা ধুমধামে পালিত হলো শিবরামপুর গায়েনের বাজারের চৌদ্দমাদল উৎসব। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের গায়েনের বাজারে এই চৌদ্দমাদল উৎসবটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। করোনার পর থেকে দীর্ঘ চার বছর চৌদ্দমাদল উৎসব বন্ধ ছিল । গত বছর থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা চৌদ্দমাদল উৎসব কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দার উদ্যোগে শুরু হয়েছে। এবছর ১৮ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পাঁচ দিনের উৎসবটিকে ঘিরে দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত মন্ডলী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা উৎসব প্রাঙ্গণ। গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে কুটুম, বন্ধু থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনের সমাগম ঘটে। এই প্রসঙ্গে উৎসব কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা বলেন, মানুষের আবেগ এই হরিনাম, কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন। কলিযুগের শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। ৪ বছর

বন্ধ থাকার পর এই গায়েনের বাজার শিবরামপুর চৌদ্দমাদল উৎসবকে ঘিরে মানুষের যে আবেগ আজও অব্যাহত রয়েছে। সেটা অন্য ভোগ গ্রহণ ও দধি প্রসরার দিন সেটা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। প্রায় সাত হাজারের মতো ভক্ত মন্ডলী এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রসাদ ভক্ষণ করেছেন। এই ঐতিহ্যশালী চৌদ্দ মাদল উৎসব নামখানা ব্লকের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উৎসব। যে উৎসবের শুধু আমাদের নামখানা ব্লক নয়, আমাদের জেলা ছাড়িয়েও অন্যান্য জেলাতেও এর ব্যাপক নাম রয়েছে। তাই এই পুজোর কয়েকটা দিনে দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে এই মেলাতে ভীড় জমায়। তিনি আরো বলেন, এই গরমেও চৌদ্দমাদল উৎসবে আমরা পরিক্রমা করেছিলাম। উৎসব প্রাঙ্গন থেকে নামখানা তারপর আমরা দশ মাইল পর্যন্ত এই পরিক্রমা করি। সেখানে প্রচুর সংখ্যক ভক্তবৃন্দ এবং ভক্তিমতী মায়েরা এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা এই ভাবে হরিনাম, কৃষ্ণনাম মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চাই।

উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সম্পাদক গোপাল জানা, ছিলেন চৌদ্দ মাদল উৎসব কমিটির সম্পাদক রাজ কুমার দাস। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুজো উদ্যোক্তা বলেন, অনিবার্য কারণবশত চার বছর বন্ধ থাকার পর আমরা ভাবতে পারিনি এত মানুষের সমাগম হবে এই চৌদ্দমাদল উৎসবকে ঘিরে। সাত হাজারের ওপর মানুষজন অন্য ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেছেন। দধি প্রসরার দিন ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। যে মাঠটায় দধি প্রসরা হয়েছিল সেই মাঠ কানায় ভরে গিয়েছিল। এই চৌদ্দমাদল উৎসবে ১৪ টি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আগমন হয়। দূর দুরান্ত থেকে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৬৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

বাংলা ভাষাকে রক্ষা

'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা' এই ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আগে বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্ব বঙ্গ। তার পরে পাকিস্তান সৃষ্টি হতে পূর্ব বঙ্গের নাম হয়ে গিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। এবারে আবার পূর্ব পাকিস্তানের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমী পাকিস্তানী রাষ্ট্র নায়কদের দিকে তাক করে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমী পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হোক উর্দু। কিন্তু বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হোক পূর্ব পাকিস্তানে বা জাতীয় ভাষা হোক বাংলা তা চাননি পাকিস্তানের রাষ্ট্র নায়কেরা। তার ফলে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল পশ্চিমী পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছিল। বাদ ছিল না পশ্চিমবঙ্গ। তারাও পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তান সেনা নামিয়ে পূর্ব বাংলাকে তাদের কব্জায় নিয়ে আসতে পারেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির রাজনৈতিক কৌশলের দ্বন্দ্বে পরাস্ত হয়েছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র নায়করা। তারা ইন্দিরা গান্ধির শক্তিকে বুঝতে পারেননি। তারা মনে করেছিলেন একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের শক্তিকে নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধি আগে থেকে পাকিস্তান সীমান্তে সাদা পোশাকের সেনা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি আগে থেকে বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান বাধ্য হবে বাংলাদেশকে আক্রমণ করতে। কিন্তু ভারত আক্রমণ করার কথা চিন্তা করে পূর্ব পাকিস্তানকে ঠাণ্ডা করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি বাসিন্দারা তখন ভারতকে সমর্থন করতে শুরু করেছিল এবং ভারতের সাহায্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভারত যদি সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের সাহায্য না করতো তাহলে কিন্তু বাংলা ভাষা পরাস্ত হতো এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। বাংলাভাষাকে রক্ষা করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। এটা একেবারে ভুলে গেলে চলবে না। আজকে বাংলা আন্তর্জাতিক ভাষার তালিকা স্থান লাভ করেছে একমাত্র বাংলাদেশের জন্য। নাহলে বাংলা ভাষাকে কেউ চিনতে পারতো না বা জানতে পারতো না। বাংলা ভাষা এখন পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অচল পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আগামি কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাসিন্দারা বাংলা ভাষাকে ভুলে যেতে থাকবে। কিন্তু যতদিন বাংলাদেশ রয়েছে ততদিন বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জের ভাষা তালিকায় স্থান থাকবে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন। সেখানে কিন্তু ভারতের কোনও রাষ্ট্র নেতারা বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেননি। বাংলার ভাষাকে রক্ষা করে চলেছে বাংলাদেশে। রবীন্দ্রনাথের দেশ বলে বাংলাদেশের সবাই চিনতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও ভারতের জাতীয় সঙ্গীতও হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা রচিত।

বাঙালি চিন্তাবিদ ভূদেব

বাঙ্গালী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ বার্ষিকীতে (১৫ মে) ১৮৯৪ সালে তাঁর প্রয়াণ। শ্রদ্ধা জানিয়ে ড. বিজয় কুমার আঢ্য প্রণীত 'স্বদেশ ও সমাজ ভাবনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়' গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করলেন কল্যাণ চক্রবর্তী। ড. বিজয় কুমার আঢ্য প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'স্বস্তিকা'-র প্রাক্তন সম্পাদক। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর পিএইচডি গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় বস্তুর একটি বিশিষ্ট অধ্যায় অবলম্বনে রচিত। প্রথম প্রকাশ ২০০৩; প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০০৮ সালে। বিজয় বাবুর গবেষণাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৯৪ সালে স্বীকৃত হয় এবং তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। মূল শিরোনামটি ছিল 'স্বদেশ ও সমাজ চিন্তায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ড. হরিপদ চক্রবর্তী। এই ডিগ্রি লাভের একশো বছর পূর্বে ১৮৯৪ সালে ভূদেব প্রয়াত হন। ফলে প্রয়াণ শতবার্ষিকীতে এটি ছিল গবেষক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভূদেবের প্রতি সারস্বত-শ্রদ্ধা। ভূদেব-এর সংহত ব্যক্তিত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক অভিমতের পূর্ণাঙ্গ অবয়বের তন্বিষ্ট সমন্বয় ঘটানো হয়েছে প্রস্তুত গ্রন্থে। ভারতীয় হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য এবং সার্বিক মনোভাবের পরিচয়ও ফুটেছে দুই মলাটের মধ্যে। লেখক কিন্তু 'হিন্দু পুনরুত্থানবাদী' বলে ভূদেবকে অভিহিত করেন নি। কারণ 'পুনরুজ্জীবন' কথাটি তখনই প্রয়োগ করে চলে, যদি হিন্দু ধর্মের মৃত্যু ঘটে থাকে। তা হয় নি। এমন কিছু ঘটলে ভারতবর্ষের মানুষ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারত। তখন কারও সাধ্য ছিল না এই ধর্মটাতে আবার প্রাণসঞ্চার করে। কিন্তু ভূদেব একজন 'Balanced personality', নিজস্ব সাধনায় তিনি হিন্দু, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং প্রাচ্য-চিত্তবৃত্তির অনুশীলনকারী। পাশাপাশি তিনি পশ্চিমী সভ্যতার বিচার বিশ্লেষক। অতএব এক বৃহত্তর মানদণ্ডে তিনি হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন নিজের জীবন চর্যায় এবং মানসচর্চায়। এই বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্যের জন্যই কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে কাব্যিক সুষমা ব্যক্ত করে লিখেছেন, ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঙালি শিকড়ে/স্বতেজে উঠেছে উচ্চ শিখরের চূড়ে। দেশী-বিদেশী বহু মনীষীই তৎকালীন সময়ে তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

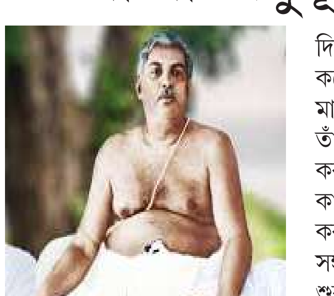

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের নামগান করলে শ্যামা মায়ের সাধনা করা সম্ভব। পুজা অর্চনা ত্যাগ করে দিনের পর দিন শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের নামগান শুরু করলে মায়ের ভজনা করা যেতে পারে। তাঁর বাড়িতে মায়ের মূর্তি স্থাপন করলেন। সেখানে বসে তিনি মা কালীর সঙ্গীত রচনা করে সাধনা করতে শুরু করে দিলেন। শ্যামা সঙ্গীতের পীঠস্থানে পরিণত হতে শুরু করলো। শ্যামা সঙ্গীত সারা বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত রচনা ও গান গেয়ে ভক্তদের মুগ্ধ করতে থাকলেন। মায়ের সাধনা সঙ্গীত দিয়ে করা যেতে পারে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই , মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে।

বিপ্লবী আন্দোলন গড়তে নিবেদিতার সঙ্গে বউবাজারের গুলেদানন্দজির একটি অলিখিত গুপ্ত বৈঠক হয়েছিল

রবীন্দ্র কুমার শীল

গুলেদানন্দজি কোথায় কখন থাকেন তা জানা খুবই মুশকিল। তিনি যে কখন কোন ধরনের ছদ্মবেশ নেন তাও সবার অজানা। আসলে আমরা গুলেজানন্দজিকে চিনেও চিনতে পারলাম না। তার মতো ট্যালেন্টেন্ডে বউবাজারে পাওয়া খুবই মুশকিল বলে আমাদের ধারনা হল। সেই কারণে গুলেদানন্দজির সঙ্গে দেখা হলে বলি, দাদা বসুন। এক কাপ চা খান। যে তোরা যখন বলছিস, এক কাপ চা না হয় খেয়েই গেলাম। বসেই তার পিঠের ব্যাগটাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আমদের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে থাকার পর বলতে শুরু করলেন, তোরা বোধ হয় জানিস না যে আমার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডে দেখা হয়েছিল মার্গারেট নোবেলের। তিনি তখন আয়ারল্যাণ্ড বিপ্লবী দলের সদস্যা হয়ে কাজ করছিলেন খুবই গোপনে। সেই সময়ে যখন মার্গারেট নোবেল আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী দলের হয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন সেখানে দেখা হয়েছিল বিপ্লবী অরবিন্দের সঙ্গে। অরবিন্দ তখন বিপ্লবী দলে নাম লেখান নি। তিনি তখন কেম্ব্রিজের ছাত্র। আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিলাতে অরবিন্দের নাম ছিল অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড ঘোষ। অরবিন্দের বাবা সব সময়ে চাইচেন তাঁর ছেলেমেয়েরা ইংলিশম্যান হোক। তারা যেন বাঙালির না হয়। সেই কারণে ছোট বেলায় অকবিন্দকে বিলাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পিতা। পিতা মাতা সেখানেই বসবাস করতেন। পরে তাঁরা ভারতে ফিরে আসেন এবং ছেলেরা সেখানে থেকে পড়াশুনা করতে শুরু করে। অ্যাক্রয়েড পরিবারের তত্ত্বাবধানে অরবিন্দ পড়াশুনা করতেন বলে বিলাতের অভিভাবক হয়েছিল অ্যাক্রয়েড পরিবার। তাঁরাই অরবিন্দের দেখভাল করতেন। অরবিন্দ লেখাপড়া খুবই ভালো ছিলেন। তবে তিনি ঘোড়া চাপা পচ্ছন্দ করতেন না। তার ফলে তিনি আইসিএস হতে পারেন নি। ঘোড়া চড়তে না পারলে কাউকে আইসিএস বলে গ্রহণ করতো না ইংরেজরা। কারণ কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে ঘোড়ায় চেপে দ্রুত এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে হবে। এবং ঘোড়ায় চেপে লড়াই করতে হবে। তখনকার যুগে ঘোড়ায় চাপাটা একটি অভিজাত সম্প্রদায়ের অঙ্গভূত হয়ে গিয়েছিল। কেউ যদি ঘোড়ায় চাপাতে না পারতো তাহলে তাকে অভিজাত সম্প্রদায়ে ভুক্ত করা হতো না। সেই কারণে অরবিন্দ প্রায় সময়ে তিনি চুপ করে থাকতেন। কারোর সঙ্গে বেশি কথা বলতেন না। তিনি আবার কবিতা লিখতে পারবেন। বহু ইংলিশ ম্যান তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে গুলেদানন্দজি বেশ চোখ বড় বড় করে চারদিকে দেখতে লাগলেন। অরবিন্দ সম্পর্কে গুলেদানন্দজি যেসব কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে তো আমরা অবাক হয়ে গেলাম। এত কথা আমাদের জানা ছিল না। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে শুরু করে দিলেন যে অরবিন্দকে বেশ কয়েকজন মেম সাহেব বিবাহ করবে বলে পচ্ছন্দ করতে শুরু করে। তারা অরবিন্দের কবিতা পড়ে মুগ্ধ। এই রকম ধরনের ইংরেজি কবিতা লিখতে পারে একজন ভারতীয় সে সম্পর্কে মেমদের কোনও ধারনা ছিল না . । তখনও রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করেন নি। তবে তিনি বাংলায় কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। বিলাতেও সেই সময়ে অরবিন্দের সঙ্গে রবীন্দ্র নাথের দেখা হয়েছিল। তখন বিলাতে কোনও ভারতীয় গেলেই খবর হ হয়ে যেত। ভারত থেকে আসা ব্যক্তির সঙ্গে সবাই আগ্রহ ভরে দেশের কথা শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করতো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও তখন বিলাতে। সেই সময়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ড বিপ্লবী দলের সভা সমিতিতে যোগ দিতেন এবং গোপনে তাদের বক্তব্য শুনতেন। কী করে দেশকে স্বাধীন করতে হলে কি পরিকলল্পনাগুলিনিতে হবে তা বোঝার চেষ্টা করতেন। সেখানে অরবিন্দও মাঝে মধ্যে সময় থাকলে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সেইখান থেকে মার্গারেট নোবেলের সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয়। তবে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে মার্গারেট নোবেলের কোনও কথা তখন হয়নি। শুধু পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু সেই মার্গারেট নোবেল ভারতে এসে ভগিনী নিবেদিতায় পরিণত হলেন স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে। স্বামী বিবেকানন্দ সব কিছুই জানতেন। তিনি জানতেন যে মার্গারেট নোবেল একজন বিপ্লবী। তিনি তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যাণ্ডকে স্বাধীন করতে গোপনে গুপ্ত সমিতির কাজ করছেন। এদিকে ব্রিটিশ পুলিশ মার্গারেট নোবেলকে গ্রেফতার করার জন্য তল্লাসি করতে শুরু করেছে। গ্রেফতার হলেই তিনি সারা জীবন কারাদণ্ড ভোগ করবেন। কারাগারের অন্তরালে থাকলে তো চলবে না। বিপ্লবী আন্দোলন তাহলে একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়বে। সেই কারণে মার্গারেট নোবেল গা ঢাকা দিলেন। দেখা হল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। মুখোমুখী হলেন বিবেকানন্দ এবং মাগারেট। বহু আলোচনা হল। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝতে পারলেন একবার মার্গারেট নোবেল ব্রিটিশ পুলিশ ধরতে পারলে আর রেহাই নেই। তাকে জীবন কারাগারে থাকতে হবে। কারণ তখন ব্রিটিশ পুলিশ বা সেনারা আয়ার্যাণ্ডকে শান্ত করতে পারছিল না। এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী। সেই কারণে ব্রিটিশ পুলিশরা স্বামী বিবেকানন্দকে বেশি বিরক্ত করতো না। সন্ন্যাসীদের দিকে ব্রিটিশ পুলিশ তাকাতো না। এমনকী সেই সময়ে কোনও ব্রিটিশ পুলিশ ভারতীয় সন্ন্যাসীদের গ্রেফতার করতো না। ব্রিটিশ রাজ শক্তি থেকে বলে দেওয়াই হয়েছিল যে ধর্মের ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপ করবে না। ভারতীয় ধর্ম অত্যন্ত সংবেদন শীল। একটু আঘাত লাগলেই একেবারে বারুদের মতো বিস্ফোরণ হতে থাকবে। তখন ব্রিটিশ শাসন ভারতে চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণে মঠ, মন্দির থেকে ব্রিটিশ পুলিশ দূরে থাকতো। কিন্তু তা বলে ব্রিটিশ পুলিশ একেবারে চোখ বন্ধ করে থাকতো না। তারা দূর থেকে সব খবর সংগ্রহ করতো। মার্গারেট নোবেল গা বাঁচানোর জন্য ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তিনি সন্ন্যাসী হয়ে দেশ সেবার কাজে মগ্ন হয়েছেন সেই খবর ব্রিটিশ পুলিশের কাছে ছিল। তবে তাঁকে আর বিরক্ত করেনি ভারতের ব্রিটিশ পুলিশ। কারণ তিনি তখন আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করেছেন এবং জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁর ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল। তবুও ভগিনী নিবেদিতার ওপরে কিন্তু পুলিশ নজর রাখতে শুরু করে। ভারতে এসে তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা মনে করতে শুরু করে ছিলেন যদি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতে পরাজিত করা সম্ভব হয় তাহলে একটি বড় শক্তি হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ভারত হচ্ছে তখন ব্রিটিশ ব্যবসার অন্যতম সেরা শক্তি। ভারতকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ বিশ্ব ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারবে না। কলকাতা সহ বাংলার গঙ্গা ধারে তখন ব্রিটিশদের ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপিত। সেখান থেকে পণ্য ইউরোপে বাজারে যেতে শুরু করে দিয়েছে ব্রিটিশ জাহাজে। কলকাতা বন্দরে এসে উপস্থিত হচ্ছে বিশ্বের তাবড় তাবড় পণ্যবাহী জাহাজ। কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে রোজয়ছে। সেটাকে হাত ছাড়া করতে নারাজ ব্রিটিশ শিল্পপতিরা। তারা ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা করতে শুরু করেছে। ভারত ব্রিটিশ ব্যবসা তখন তুঙ্গে বলা যেতে পারে। ঠিক সেই সময়ে এসে উপস্থিত হলেন মার্গারেট নোবেল ওরফে ভগিনী নিবেদিতা। স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং নারী শিক্ষার উন্নতি কাজে নিয়োগ করলেন। বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন নিবেদিতা। সেই বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে টাকা দিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক। রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় স্কুল তৈরি করার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি বহু ধনীরা জাতীয় স্কুল গড়তে টাকা দান করেন। এই কথা বলেই বেশ খানিকক্ষণ থামলেন। একটু খানি থেমেই বলতে শুরু করে দিলেন যে শুনলে তোরা অবাক হয়ে যাবি যে ১৯০৫ সলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল ব্রিটিশ প্রশাসন। কোনও ছাত্র ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। করলেই সেই ছাত্রদের নাম স্কুল থেকে টাকা পড়বে। ফলে বহু ছাত্ররা তখন ভয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে পারতো না। তখন রাজা সুবোধ মল্লিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে জাতীয় স্কুল তৈরি করা হলে সেখানে ভারতীয় ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে। তাদেরকে পড়ানোর দায়িত্ব গ্রহণ করবে ভারতীয় শিক্ষকেরা। তার ফল জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল। এই জাতীয় স্কুল প্রথম অধ্যক্ষ হয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি তখন সত্তর টাকা মাইনে পেতেন। বরোদা থেকে এসেই তিনি সরাসরি বিপ্লবী সমিতিতে যুক্ত হননি। তখন অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ বাংলার গ্রামগঞ্জে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। মেদিনীপুর, চন্দননগর, হুগলীতে বিপ্লবী সমিতি তৈরি হতে শুরু করলো। হাওড়া যেহেতু শিল্প অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল । তাই সেখানে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করাটা খুবই কঠিন ছিল। বলে গুলেদানন্দজির জন্য আরও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে হল। জলে গিয়েছে গলেদানন্দজির কথা। তারকের চায়ের দোকান থেকে আরাও এক চাপ চায়ের অর্ডার দেওয়া হল। এবারে আয়েশ করে চা খেতে শুরু করে দিয়ে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে দিলেন গুলেদানন্দজি,'' মার্গারেট নোবেল তো ভগিনী নিবেদিতা হলেন। এবারে তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন নিবেদিতা কোনও বিপ্লবী দলের দিকে ফিরে তাকাননি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যখন পরলোকগমন করলেন তখন ভগিনী নিবেদিতা একেবারে হাত পা ছাড়া হলেন। এবারে তিনি স্বাধীন। তাতে ক্ষোভ বৃদ্ধি পেল বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী দের। তারা ভগিনী নিবদিতাকে বেলুড় মঠে রাখতে রাজি হল না। ভগিনী নিবেদিতাও বেলুড় মঠের সঙ্গে আর যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন না। তিনি বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। এবারে তিনি বিপ্লবী দল তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ১৯০৩ সালে প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত হলেন গাইকোয়াড়ে। সেখানে অরবিন্দ উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন বিপ্লবী সমিতি গঠন করা নিয়ে। গাইকোয়াড়ের মহারাজাও এ ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিলেন। তিনি কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অরবিন্দ কলকাতায় উপস্থিত হলে রাজা সুবোধ মল্লিকে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেল। ফলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে বিপ্লবী দলের সদর দফতর হিসাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িটি। ভগিনী নিবেদিতা বারীন ঘোষের তৈরি করা বিপ্লবী দলে সদস্যদের ক্লাস নিতে শুরু করে দিয়েছেন। গ্যারিবল্ডি থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস এবং আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবী ছাত্রদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে দিয়েছেন নিবেদিতা। তখন এই সব বিপ্লবী দলগুলি সমাজ সেবা সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ পুলিশদের নজর থেকে দূরে থাকার জন্য গোপনে গাছ গাছালির আড়ালে লাঠি খেলা এবং শরীর চর্চার পাশাপাশি পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো। উল্লাস কর দত্ত আবার বোমা তৈরি করতে পারতেন। ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবী দল ত্যাগ করলেন যখন বিপ্লবীরা ডাকাতি করতে শুরু করে দিল। নিবেদিতা ডাকাতি করাটা একেবারে পচ্ছন্দ করতেন না। বিপ্লবী দল যদি জাকাতি করতে শুরু করে তাহলে সাধারণ মানুষের সনাভূতি হারাবে। বিপ্লবী আন্দোলন ব্যাহত হতে থাকবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সক্রিয়তায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলো 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,/ এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ১৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের নিরিখে ১৫ মে, বাংলা দিনপঞ্জির হিসেবে ২ রা জ্যৈষ্ঠ। তরুণ আইনজীবী আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে ১৮৭৮ সালে (বাং. ১২৮৫) টাউন হলে জন্ম নেয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এই সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটানো। সাধারণতন্ত্র প্রণালী মোতাবেক সকল কাজ হবে, এই মহদুদ্দেশ্য নিয়েই নবগঠিত ব্রাহ্ম সমাজের নামের সঙ্গে 'সাধারণ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতি বলছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এই নব গঠিত ব্রাহ্ম সমাজের নাম 'সাধারণ' রাখবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি এই ভাবের প্রেরণায় নিজের নবজাতকের নাম তিনি 'সাধারণচন্দ্র' রাখতেও পিছপা হননি। যা নিয়ে হাসি -তামাসা নেহাত কম হয়নি। গোবিন্দ চন্দ্রের পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান থেকে ফেরবার পথে আনন্দ মোহন বসু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বলেছিলেন, 'আমার পুত্রের নামকরণ আমি তবে 'অনুষ্ঠান পদ্ধতি চন্দ্র' রাখবো!' তবে হাসি-কৌতুক যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সাধারণ তন্ত্র-প্রণালী কায়েম করবার বাসনা নিয়েই 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামটিই চূড়ান্ত হল। একথা বলল অত্যুক্তি হবে না যে, রাজর্ষি রামমোহন রায় আজীবন যে স্বপ্ন তাঁর বুকে সযত্নে আগলে রেখে ছিলেন, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বেই একদিন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, মহাজ্ঞানী মহাজনের সেই পথই অনুসরণ করতে চেয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এর পেছনে অবশ্যই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ কার্যকরী ছিল। মহর্ষি নব গঠিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রস্তাবিত নাম 'সাধারণ' শুনে মন্তব্য করেছিলেন 'আমাদের সমাজের নাম আদি ব্রাহ্ম সমাজ, আমরা কালে আছি। কেশব বাবুর সমাজের নাম ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ, তাঁরা দেশে আছেন। তোমরা দেশ কালের অতীত হইয়া যাও।' ১৯২১-১৯২৪ খ্রি. কালপর্বে মাসিক 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারা বাহিকভাবে প্রকাশিত 'নবযুগের কথা' (পরে 'নবযুগের বাংলা' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত) প্রবন্ধ মালায় বিপিনচন্দ্র পাল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিয়েছেন 'আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের একটা সর্বাঙ্গ সুন্দর নমুনা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া ছিলাম।... আমরা কেবল একটা সংকীর্ণ ধর্ম সমাজই গড়িয়া তুলিতে চাহি নাই।... স্বাধীনতার ও মানবতার সাধক রূপে ব্রাহ্ম সমাজ যেমন একটা আদর্শ পরিবার ও একটা আদর্শ সমাজের প্রতিচ্ছবি গড়িয়া তুলিবার উচ্চ আকাঙ্খা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল, সেই স্বাধীনতার ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া একটা আদর্শ রাষ্ট্র যন্ত্র বা রাষ্ট্র তন্ত্রও গড়িয়া তুলিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। সেই ভাবের প্রেরণাতেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কনষ্টিটিউশনের মধ্যে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতন্ত্রের কনষ্টি টিউশনের একটা ছোটখাট নমুনা দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমরা ভাবিয়া ছিলাম যে এই ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্মেরা গণতন্ত্রতা মক্স করিবেন। দেশের লোকও ব্রাহ্ম সমাজের কার্যপ্রণালীর ভিতর গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। এইভাবে ব্রাহ্ম সমাজ গণতন্ত্র ও নীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে অতি উচ্চ অঙ্গের রাষ্ট্রীয় শিক্ষাও বিস্তার করিতে পরিবেন।' বিপিন চন্দ্র পালের এই কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয় সমকালীন পাক্ষিক 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার পাতায় চোখ বোলালে। সেখানে দেখা যাবে, অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের মতামত চেয়ে কত যত্ন সহকারে সকলের মতামত সাপেক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংবিধান রচিত হচ্ছে। রামমোহন রায়ের মূলত সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ব্রাহ্ম সমাজ, দেবেন্দ্র নাথ যাকে ব্রাহ্ম ধর্মের রূপ দিলেন, ধর্মীয় সংস্কারের কাজ করলেন কেশবচন্দ্র সেন; তার পূর্ণতা লক্ষ্য করা গেল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম প্রণালী শুধুমাত্র নিছক সমাজ-সংস্কার বা ধর্মান্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিমন্ডলেও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়ে ব্রাহ্ম জীবনচর্যার প্রসারকে মূল ধারার অঙ্গীভূত করে তা আজও সমান কিংবা, অধিকতর প্রাসঙ্গিক, কালোত্তীর্ণও বলা চলে। আধুনিক কালের গবেষকরাও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এই গণতান্ত্রিক আদর্শের চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন বিশ্ব ভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অভ্র বসু তাঁর সাম্প্রতিকতম মহার্ঘ্য কাজ 'উনিশ শতকে বাঙালির বুদ্ধিচর্চায় ব্রাহ্ম সমাজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন ঃ 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যে অনেকদিন অনেকভাবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ থেকেছে, তার একটি বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ধর্মীয় বিতর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল সাংস্কৃতিক বিষয়ে।' সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একাধিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মূলত বিশ শতকে বঙ্গীয় সমাজ জীবনে কী অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল তা গবেষক অভ্র বসুর কথায় উঠে এসেছেঃ 'আধুনিক বাঙালির রুচি নির্ধারণে ব্রাহ্ম সমাজের একটি বড়ো ভূমিকা রয়েছে। সুক্ষ সুচারু জীবনচর্যার একটি আদর্শ ব্রাহ্ম সমাজ তৈরি করতে পেরেছিল। তার সঙ্গে নৈতিকতার একটা চেতনা।' বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের আরেক অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় গত বছরের ২৩ শে জানুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে এক আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এসে 'সাধারণ' শব্দটি নিয়ে রীতিমতো কাঁটাছেঁড়া করে দেখিয়েছিলেন, এই শব্দের সঙ্গে গণতন্ত্রের কী সুনিবিড় যোগাযোগ। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তদানীন্তন তরুণ নেতৃবর্গের কথা উল্লেখ করতেই হয়। যেমন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নগেন্দ্র নাথ চট্টো পাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, সুন্দরীমোহন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গগনচন্দ্র হোম, গুরুচরণ মহলানবীশ, রজনী নাথ রায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং অবশ্যই প্রবীণ শিবচন্দ্র দেব নাম উল্লেখ করতে হয়।

সম্পাদক সমীপেষু,

কমেডি অভিনেতা অসিত সেন

স্লো ডায়লগ বলে হাসানো কমেডিয়ান অসিত সেনের গল্প ঃ চাকরীর স্টাইল নকল করে তারকা হয়েছি চলচ্চিত্রে, পরিবারের কাছ থেকে মিথ্যে কথা শিখেছিলাম অভিনয়... আজ আমরা কথা বলব সাদা কালো ছবিতে অভিনয় ও কমেডির জন্য বিখ্যাত অসিত সেনকে নিয়ে। অসিত সেনের নিজস্ব একটা আলাদা পরিচয় ছিল। অত্যন্ত ধীর এবং ধীর শব্দ দিয়ে সংলাপ বিতরণ তাদের বিশেষত্ব ছিল। 'বিংশ বছর পরে' ভূমিকায় এই স্টাইলের জন্যই তারা সুপারহিট হয়েছিলেন। অসিত সেন প্রায় ২৫০ টি বাংলা ও হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। অসিত সেনের চলচ্চিত্রে আসার কাহিনীও বেশ মজার। বম্বেতে পৌঁছলে বিখ্যাত চিত্রনায়ক বিমল রায়ের সঙ্গে ক্যামেরা ম্যান হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল তাদের। আসলে অসিত সেনের ছবি তোলার খুব শখ ছিল। উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে তার একটি ফটো স্টুডিওও ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ফটোগ্রাফির সিরিজে তিনি কলকাতায় চলে যান। সেখানে তারা নতুন থিয়েটারে যোগ দান করেছে। নাটক করতে গিয়ে বিমল রায়ের সাথে দেখা হয়েছিল। তার কমিক টাইমিং এবং কথা বলার শৈলী বিবেচনা করে বিমল রায় তাকে 'সুজাতা' ছবিতে অধ্যাপক ভূমিকা দিয়েছেন। এরপরই সেরা কমেডিয়ান হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন অসিত। পরিবারের সাথে মিথ্যা কথা বলে কলকাতায় গেলেন সিনেমাতে অসিত সেন ১৯১৭ সালের ১৩ মে গোর্খপুরে বাঙালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চাকরীর সিরিজে পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলা থেকে এসে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরে বসতি স্থাপন করেন তার পরিবার। অসিত সেনের বাবা রেডিও আর গ্রামোফোনের দোকান করতেন, আবার কখনো বৈদ্যুতিক জিনিসের দোকান করতেন। অসিত সেন দোকানে বসে থাকতে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ফটো গ্রাফির খুব শখ ছিল, তাই তিনি নানা অনুষ্ঠানে গিয়ে ছবি তুলতেন। অসিত যখন দশম পাস করল তখন তার মা চেয়েছিল তার বিয়ে হোক, কিন্তু অসিত চেয়েছিল অন্য কিছু। ওরা কলকাতায় নতুন থিয়েটারে গিয়ে পরিচালক নিতীন বোসের কাছ থেকে ফিল্ম মেকিং শিখতে চেয়েছিল। কলকাতা কীভাবে যাবে বুঝতে পারছিলাম না অসিত। এ কারণেই তারা সেখানে একটি বিয়ের সিরিজে গিয়েছিল। কলকাতায় এসে অসিত পরিবারের সামনে অজুহাত দেখিয়ে বললেন কলকাতায় থেকেই বিকম পড়তে হবে। গোরখপুরে আবার তোলা ফটোগ্রাফি কলকাতায় এসে অসিত থিয়েটারে হাত চেষ্টা করেন এবং কিছু নাটকতেও কাজ করেন।-

ছন্দা সেনগুপ্ত, কলকাতা-১২

পরকীয়া অশান্তি থামাতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ মে ঃ পরকীয়ার অশান্তি থামাতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ। উভয়পক্ষের সংঘর্ষে জখম হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। তাদের মধ্যে তিনজন পুলিশ আধিকারিক সহ আটজন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। এক পুলিশ আধিকারিকের আঘাত গুরুতর বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। যদিও গ্রামবাসীদের দাবি নিরীহ যুবককে মারধর করায় পুলিশের উপর চড়াও হয় গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর থানার পাথাই গ্রামে। জানা গেছে, পাথাই গ্রামের মালপাড়ার বাসিন্দা প্রদ্যুত মালের বিয়ে হয় ৮ দিন আগে। তার পরেও তিনি পাশের পাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ মায়া মালকে বিয়ে করতে চান। সোমবার টোটোতে করে বাড়ি ফেরার পথে তিনি মায়াকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ। স্যোশাল মিডিয়ায় তার সঙ্গে মায়ার ছবি পোস্ট করেন বলে অভিযোগ। সেই ঘটনা নিয়ে কয়েকদিন থেকেই অশান্তি বাঁধে। বুধবার মায়া তার স্বামীকে নিয়ে বিষয়টির মীমাংসা করতে প্রদ্যুতের বাড়ি যান। তখনই প্রদ্যুত জানান মায়ার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি দাবি করেন, তিনি মায়াকে বিয়ে করতে চান। কথা শুনে তাঁর বাড়িতে দাঁড়িয়েই সবার সামনে প্রদ্যুতকে সপাটে চড় কষান মায়া। দুপক্ষই মল্লারপুর থানায় অভিযোগ করে। এই নিয়ে পুলিশ তৎপর ছিল। এদিকে থাপ্পরের বদলা নিতে বৃহস্পতিবার সকালে মায়ার বাড়িতে হাজির হয় প্রদ্যুতের লোকজন। হাজির হয় পুলিশও। দু'পক্ষকে থামাতে গেলে গ্রামবাসীরা পুলিশের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা দাবি করেন, মল্লারপুর থানার এক পুলিশ আধিকারিক গ্রামের এক নিরপরাধ যুবককে ইঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। পাল্টা পুলিশের উপর চড়াও হয় গ্রামবাসীরা। ইঁটের আঘাতে জখম হন তিন পুলিশ আধিকারিক সহ, ৫ জন কনস্টেবল। একজনের মাথা ফাটে। দুজনের হাতে কোমরে গুরুতর চোট লাগে। তিন গ্রামবাসীও জখম হন। আহতদের প্রথমে মল্লারপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীর গুরুতর হওয়ায় তাদের দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এএসআই জনার্দন ঘোষের আঘাত গুরুতর বলে জানা গেছে। জখম মায়া মালও। তাঁকে মল্লারপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রদ্যুত ঘটনার পর থেকে ঘরছাড়া। ঘটনার পর গ্রামে প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শুরু হয় ধরপাকড়। বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তল্লাশির নামে বাড়িতে ঢুকে গৃহস্থালির জিনিসপত্র ভাংচুর করছে পুলিশ। ঘটনায় ৮ জন গ্রামবাসীকে আটক করা হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা জ্ঞানেন্দ্র রায় বলেন, বুধবার সন্ধ্যা থেকে ঝামেলা চলছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঝামেলা বাড়ে। আমি দুই পক্ষকে বলতে গিয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে বসে মীমাংসা করে নাও। এই বলাতে আমাকে মাটিতে ফেলে মারধর শুরু করল। আমার কোমরে আঘাত লেগেছে। গ্রামের বাসিন্দা ছায়া মাল বলেন, বুধবার মায়া মাল টোটোতে চড়ে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল টাকা তুলতে। ফেরার সময় প্রদ্যুত তার ছবি তুলে নিয়ে বলে বিয়ে করব। দুজনই বিবাহিত। কোন বাড়িই বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এই নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গ্রামে আসে। এরপর বুধু দাস নামে এক নিরীহ যুবককে মারতে শুরু করে। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামবাসীরা পুলিশের উপর চড়াও হয়। আহত পুলিশ অফিসার জনার্দন ঘোষ বলেন, গ্রামবাসীরা দাবি করছিল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে। আমরা অভিযুক্তকে ধরেও ফেলেছিলাম। তারপরেই আমাদের উপর চড়াও হয় গ্রামবাসীরা। আমার মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। হাতে মেরেছে।

আনরিজার্ভ টিকিট বুকিং সিস্টেমে বড় পরিবর্তন

কলকাতা, ১৬ মে ঃ অসংরক্ষিত যাত্রীদের সুবিধায় পূর্ব রেল আনরিজার্ভ টিকিট বুকিং সিস্টেমের মাধ্যমে টিকিট কাটার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। এখন থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে যে কোন জায়গায় বসেই যে কোন স্টেশনের টিকিট কাটা যাবে বলে পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে। তবে টিকিট কাটার এক ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে হবে। উল্লেখ্য এতদিন এই অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটার ক্ষেত্রে কুড়ি কিলোমিটার পরিধির মধ্যে যে কোন স্টেশনকে বেছে নেওয়া যেত।

তিন আধিকারিককে অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নিত করা হল

কলকাতা, ১৬ মে ঃ রাজ্য সচিবালয়ের কর্মীদের নতুন পদোন্নতি নীতি চালু হওয়ার পর এই প্রথম ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস থেকে তিনজন আধিকারিককে অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নিত করা হল। আগে সচিবালয়ের নিম্নবর্গীয় করণিকরা যুগ্মসচিব পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ পেতেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার সচিবালয়ের কর্মীদের পদোন্নতির মাধ্যমে আরও একধাপ উপরে অতিরিক্ত সচিব হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেইমতো সাধারণ কর্মী থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার জন্য সচিবালয়ে দশটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়। সেই সব পদে প্রথম দফায় বিভিন্ন দফতরে কর্মরত তিনজন যুগ্মসচিব প্রোমোশন পেয়ে অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকারের নতুন পদোন্নতি নীতিতে যুগ্মসচিব, উপসচিব, সহসচিব, রেজিস্ট্রার, স্পেশাল অফিসার ও সেকশন অফিসার পদে শতাধিক অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে ডব্লুবিএসএস'দের সচিবালয়ে পদোন্নতির সুযোগ সাম্প্রতিককালে অনেক বেড়ে গেছে। এই দফাতেই বিভিন্ন পদে এমন শতাধিক পদোন্নতি হয়েছে।

পথ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মে ঃ ৩১ মার্চ টর্নেডো জলপাইগুড়ি বিধ্বস্ত সুকান্ত নগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ঘর তৈরির ক্ষতিপূরণ তালিকায় বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের নাম দিয়ে তালিকা তৈরী করেছে বিজেপি পঞ্চায়েত। তারা ঘর তৈরির ক্ষতিপূরণ পেয়ে গেছে। বঞ্চিত রয়ে গেছে তৃণমূল কর্মীরা। এবার টর্নেডোতে ক্ষতিপূরণ নিয়ে রাজনীতির অভিযোগ তুলে সুকান্ত নগর এলাকায় রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে পথ অবরোধ করলো তৃণমূল কর্মীরা। বিজেপি পঞ্চায়েতের সাফ বক্তব্য আদর্শ আচরন বিধি চালু রয়েছে। তাই তিনি তালিকা তৈরী করেননি। করেছে প্রশাসন। টর্নেডোতে বাড়ি বানানোর ক্ষতিপূরণ এর বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার জানিয়েছেন ক্ষতিপূরণ পায়নি এমন কোনও লিখিত অভিযোগ তার কাছে জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে। আর পথ অবরোধ করে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি লিখিত অভিযোগ পেলে নিশ্চয়ই ব্যাবস্থা নেবেন বলে জানান।

কাজের দায়িত্ব নিয়ে দুই স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধ, চরম উত্তেজনা বাঙ্গীটোলা গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মে ঃ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভ্যাকসিন কে দিবে ? অনলাইনে কে ওঠাবে সমস্ত তথ্য, আসাদের সঙ্গে মিটিং করার দায়িত্ব কার ? স্বাস্থ্যপরিসেবার এই দাযিত্ব ভাগাভাগি নিয়ে দুই স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধে চরম উত্তেজনা ছড়ালো বাঙ্গীটোলা গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ফোনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ায় উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। বিক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যকর্মীর পরিবার বিষয়টি নিয়ে বি এম ও এইচ কে ঘেরাও করে বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। ব্লক মেডিকেল অফিসার গোটা বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষকে নিয়ে বসে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতে জোত ডোমন সাব সেন্টারের দুই এ এনএম স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধ দীর্ঘদিনের। এই সাব সেন্টারের ফাস্ট এএনএম স্বাস্থ্যকর্মী হলেন নাজ সুলতানা। ও সেকেন্ড এএমএম স্বাস্থ্যকর্মী হলেন হাজিলা বেগম। কাজের দায়িত্ব নিয়ে এই দুই স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধ লেগেই থাকে। গত চার মাস আগে এই ধরনের সংঘাত লেগে যায় দুই স্বাস্থ্যকর্মীর। সেই সময় বিএমওএইচ দুই স্বাস্থ্যকর্মীকে ডেকে নিজেদের মধ্যে আপোষে সমস্যা সমাধান করেন। মঙ্গলবার এই দুই স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধ আবার চরমে ওঠে। সাব সেন্টারে ভ্যাকসিন দেওয়া নিয়ে দুই স্বাস্থ্যকর্মীর বিরোধ বাধে। সেই সময় ফাস্ট এমএম সেকেন্ড এন এম কে গালিগালাজ দেয় বলে অভিযোগ। এরপরে স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ি ফিরে গেলে। সেকেন্ড এ এন এম এর ছেলে ফোনে ফাস্ট এ এম কে অশ্লীল ভাষায় কটুক্তি করে। এমন হুমকি দেয়। এরপর গোটা বিষয়টি ফার্স্ট এ এন এম তার বাবাকে জানালে ফার্স্ট এ এন এমের পরিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিএম ও এইচ এর কাছে সেকেন্ড এ এন এম ও তার ছেলের শাস্তির দাবি তুলে। ফাস্ট এ এন এম এর পরিবারের লোকজন বিচার জন্য প্রিয় মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কয়েকশো যুবকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দল বেঁধে উত্তেজনা ছড়ায় , স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয়। সেকেন্ড এন এম এর পরিবারের অভিযোগ ফাস্ট এন এম কারণে অকারণে সেকেন্ড এ এন এম কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং অশ্লীল গালাগালাজ করে। নিজের কাজ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ফার্স্ট এনএম এল এর বাবা সাদেক আলী জানিয়েছেন, আমরা সেকেন্ড এই নিয়মের ছেলে লাকি শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও যেভাবে ফোনে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ হুমকি দিয়েছে তা বরদাস্ত করা যায় না । আমরা বি এম ও এইচ কে জানিয়েছি, বিচার না দিলে থানায় এফ আই আর করব। বি এম ও এইচ ডাক্তার কৌশিক মিস্ত্রি জানিয়েছেন , জোতডোমোন সাব সেন্টারে কাজ নিয়ে দুই স্বাস্থ্যকর্মী বিরোধ লেগেই থাকে। আমাদের ব্লকে ৩৫ টি সাব সেন্টার রয়েছে। কাজ নিয়ে কোন সেন্টারেই নিজেদের মধ্যে লড়াই নেই। একমাত্র জোতডমনেই এই অবস্থা। মাঝেমধ্যেই এই ঝামেলা লেগে থাকে। আমি দুপক্ষকে নিয়ে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব। ফাস্ট এ এন এমের পরিবার বিচার চাওয়ার নামে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।

দেশের প্রথম মেট্রো দেশের প্রাচীনতম সরকারি মালিকানাধীন বিজ্ঞান জাদুঘরে তার পদচিহ্ন রেখে গেছে

কলকাতা, ১৬ মে ঃ জলের নীচে মেট্রো একটি যাদুঘরে চুগ করার জন্য প্রস্তুত! মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার লাইফলাইন, ভারতের প্রাচীনতম মেট্রো ব্যবস্থা। বছরের পর বছর ধরে, এটি তার ডানা ছড়িয়েছে এবং বর্তমানে দেশে প্রথমবারের মতো একটি শক্তিশালী নদীর (হুগলি) তলদেশে চলছে। যেহেতু এটি শহরের সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং সস্তার পরিবহনের মাধ্যম যা এখন হাওড়া ময়দান পর্যন্ত চলছে, তাই কলকাতা, হাওড়া এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষ এই মেট্রোকে ভালোবাসে এবং এটি সকলের চোখের মণি হয়ে উঠেছে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কলকাতা মেট্রোর অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (বিআইটিএম), দেশের প্রাচীনতম সরকারি মালিকানাধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত যাদুঘর, তার পরিবহনে কলকাতা মেট্রোর ধীরে ধীরে বিবর্তন প্রদর্শন করতে চলেছে। বিশ্বের পরিবহন ব্যবস্থার ধীরে ধীরে বিবর্তন দেখানোর জন্য নিবেদিত গ্যালারি। এই গ্যালারিটি ১৮ মে আন্তর্জাতিক জাদুঘর এক্সপোর অংশ হিসাবে খোলা হতে চলেছে। এই গ্যালারিতে, ডায়োরামার সাহায্যে, চাকা আবিষ্কার থেকে আজকের বৈদ্যুতিক যান থেকে মানব সভ্যতার অগ্রগতি আকর্ষণীয় গল্প বলার বিন্যাসে চিত্রিত করা হয়েছে। একসময় বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের সম্পত্তি যাদুঘর ভবনের নিচতলায় অবস্থিত এই গ্যালারিতে দর্শনার্থীরা কলকাতার নদী মেট্রো সিস্টেমের মিনিয়েচার মডেল দেখতে পারবেন। এই ৩-ডি মডেলটি দেখাবে কিভাবে নদীর নিচে মেট্রো চলে। আরেকটি ৩-ডি মডেল ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন এবং পৃষ্ঠ স্তরের বিভিন্ন স্তর দেখাবে। বিভিন্ন দুর্লভ এবং ঐতিহ্যবাহী ফটোগ্রাফগুলিও এই গ্যালারিতে তাদের স্থান খুঁজে পেয়েছে যা দর্শকদের বিশ্বের বিভিন্ন মেট্রো রেলওয়ে ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত করে। এই গ্যালারিতে পরিদর্শন শেষ করার ঠিক আগে, দর্শকরা কলকাতা মেট্রোর পুরানো টিকিট, টোকেন এবং স্মার্ট কার্ডগুলি দেখতে সক্ষম হবেন যা এখানে প্রস্থান গেটের পাশে প্রদর্শন করা হবে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জাদুঘরের একটি বাড়তি আকর্ষণ হবে মেমরি লেনে যাওয়ার এই সফর। BITM - এর ডিরেক্টর শ্রী এস. চৌধুরী, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই গ্যালারিটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সমস্ত ধরনের সহায়তা, ঐতিহ্যের ছবি, আঁকার পাশাপাশি অন্যান্য প্রদর্শনী দেওয়ার জন্য। আগামী দিনগুলিতে, ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞান উৎসাহী, বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সেইসাথে মেট্রোর যাত্রীরা এই সুনিপুণ এবং যত্ন সহকারে ডিজাইন করা গ্যালারিটি পরিদর্শন করে অত্যন্ত উপকৃত হবেন। এই ভবিষ্যত গ্যালারিতে কলকাতার ভিড় টানার সমস্ত উপাদান রয়েছে।

বৃষ্টি নেই! ব্যাপক ক্ষতির মুখে আমের ফলন, মাথায় হাত চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মে ঃ খামখেয়ালি আবহাওয়া। তীব্র দাবদহ। বৃষ্টি নেই। তাই মালদার অর্থকরী ফসল 'আমের' ফলনে ব্যাপক ক্ষতির মুখে। মাথায় হাত মালদার আম চাষিদের। আমের মরশুমের শুরুতেই ফলনে ব্যাপক মার খাওয়ার সম্ভাবনা। এই বছর লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি পাবে আমের দাম। মালদার আম আর কম দামে মিলবে না এই বছর। প্রচন্ড দাবদাহেট্র জন্য আমের বোটা শুকিয়ে ঝরে পড়ছে।

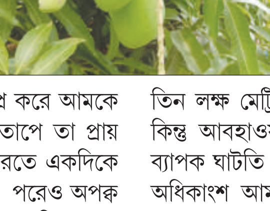

কৃষকেরা চেষ্টা করছেন বাগানে জল স্প্রে করে আমকে টিকিয়ে রাখার। কিন্তু প্রচন্ড রোদের তাপে তা প্রায় ব্যর্থ। প্রায় নিয়মিত বাগানে জল স্প্রে করতে একদিকে যেমন খরচ হচ্ছে অপরদিকে স্প্রে করার পরেও অপক্ক অবস্থায় আম পড়ে যাচ্ছে। মালদা জেলায় বৃষ্টিপাত না হলে বাগানের আম প্রায় সমস্ত ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কি করবেন জেলার আম চাষিরা তা ভেবে উঠতে পারছেন না। সমস্তটাই নির্ভর করছে বৃষ্টির ওপর। বৃষ্টি না হওয়ায় সঠিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না আম। এই বছর এমনিতেই মালদায় একটু দেরীতে আমের মুকুল এসেছে। তার ওপর গত কিছুদিন ধরে তীব্র গরমের জন্য আমের সঠিক বৃদ্ধি হচ্ছে না। বৃষ্টিপাত না হওয়ায় আমে কীট পতঙ্গের উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতেও অনেক আম নষ্ট হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে মাথায় হাত পড়েছে জেলার আম চাষিদের। চলতি মরশুমে জেলায় তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা আমের উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি হতে পারে। কারণ বৃষ্টির জলের অভাবে অধিকাংশ আম ঝরে পড়ছে। সম্ভাব্য ফলনের চেয়ে অনেক কম ফলন হওয়ার সম্ভাবনা। তাই এবার আমের দামও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও আমচাষিরা চেষ্টা করছেন নিজেদের লোকসান ঠেকাতে নিয়মিত বাগানে স্প্রে করে আম টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন।

কেশপুরের বিজেপি প্রার্থীর প্রচারে হামলা, অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৬ মে ঃ কেশপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে এবার হামলার মুখে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লকের ৬ নং অঞ্চল জগন্নাথপুর বাজারে হিরন প্রবেশ করলে তার গাড়ির সামনে এসে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী বাঁশ লাঠি দিয়ে আক্রমণ চালায়। হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায় বলেন, আনন্দপুর থানার পুলিশের সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে পুলিশ! তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা অভিনেতা দেব বলেছিলেন ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বিজেপি কর্মী খুন হতে পারে। তাই কালকে মন্ডল সভাপতির উপর আক্রমণ হয়েছে, আর আজকে প্রার্থীর উপর। তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন পুলিশকে। পরে পাল্টা বিজেপি কর্মীরা তাড়া করলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা কিছু ঘটতে বাধ্য হয়। তবে কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের দেখা মিলল না কেশপুরে।

পাথর বোঝাই ট্রাক সহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ গতকাল রাতে পাথর বোঝাই ১২ চাকা ট্রাক আটক করে পুলিশ। এর পরেই চালকের কাছে বৈধ কাগজ দেখতে

চাওয়া হলে তিনি কোন চালান বা কাগজ দেখাতে পারেননি। তবে এই ট্রাকে পাথর বোঝাই করে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে বিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়। ধৃত চালকের নাম বাবুলাল মুখিয়া (৩৩) বিহারের বাসিন্দা। ধৃত কে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

গবাদি প্রাণীর টীকাকরণ কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মে ঃ গবাদি প্রাণীর টীকাকরণ কর্মসূচি শুরু করল জলদাপাড়া বনবিভাগ। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান পশ্চিমবঙ্গের এক শৃঙ্গ গণ্ডারের অন্যতম বাসস্থান ও বিচরণ ক্ষেত্র এছাড়াও এখানে রয়েছে অনান্য বহু বন্যপ্রাণীর বসবাস। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন ২০ টি গ্রামে সুহাসিনী, মধ্য সাতালী, কোদালবস্তী, পশ্চিম সাতালী, জলদাপাড়া, মালঙ্গী, নতুন পাড়া ইত্যাদি এলাকায় গবাদি প্রাণীর টীকাকরণ কর্মসূচি পালন করছে জলদাপাড়া বনবিভাগ। এই গবাদি পশুর বিভিন্ন সঙ্গমণ রোগ হয় যেমন - গলাফোলা (হ্যামোর্যাজিক সেপ্টিসেমিয়া), বাদলা রোগ বা বজবজ (ব্ল্যাক কোয়ার্টার) এবং খুাই বা খুর ও মুখের রোগ (ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ) এই সমস্ত সংক্রমণ রোগ রোধ করবার জন্য এই টীকাকরণ করানো হচ্ছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল, গবাদি প্রাণীদের উল্লিখিত রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং তাদের থেকে যাতে নিকটবর্তী জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের শরীরে কোনোরকম সংক্রামক ব্যাধি না ছা।য়ে যায়, তা নিশ্চিত করা। জলদাপাড়া বনবিভাগ বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই জলদাপাড়া সংলগ্ন গ্রামে ১০,৮০০ টি গবাদি প্রাণীর টীকাকরণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

পরপর বাড়িতে চুরি, তীব্র চঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মে ঃ শিলিগুড়ির বাড়িভাষা এলাকায় পরপর বেশ কয়েকটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় তীব্র চঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। শুধু তাই নয় দুস্কৃতিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি রাস্তায় থাকা সরকারি স্ট্রীট লাইটও। ঘটনা বুধবার গভীর রাতে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বিশ্বাস। পাশাপাশি ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে একদল দুস্কৃতী ওই এলাকায় এসে ওই এলাকার পর পর বেশ কয়েকটি বাড়িতে হামলা চালায়। ওই এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে তারা মোবাইল, নগদ টাকা সহ বিভিন্ন জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই স্থানীয়রা এই ঘটনা নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ এই ঘটনা প্রথম নয় এর আগেও একাধিকবার ওই এলাকায় এইভাবে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় কিছু যুবক তারা প্রতিনিয়ত নেশাসক্ত থাকে তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছে সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এলএমজি/ইএনজিজি/৭৬ অফ ২০২৪, তারিখ: ১৪-০৫-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ ডিইএন/V/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে আগরতলা স্টেশনে লিফট সহ ১২.০মিটার চওড়া এফওবি -এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য:** ১২,৪৯,১৭,৫৪৩.৩৯ টাকা; **বায়না মূল্য:** ৭,৭৪,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ১০-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ১১-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আমি প্রায় ১ কাঠা ৬ চিত্তক ৩৩ বর্গফুট জমি পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল কিনতে চাই। একত্রে সেখানে কাঠামো সহ, প্রিমিসেস নং জে ২, রামনাগার লেন, পিএস গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪, জেলায় অবস্থিত। ২৪ পরগনা (সাউথ), কে.এম.সি. ১৩৩ ও ১৩৪ নং ওয়ার্ড থেকে আমান আলী মোল্লা, মোঃ এরশাদ আলী মোল্লা, মোঃ জামান আলী মোল্লা এবং মোঃ আফরেজ আলী মোল্লা সকলেই মৃত আমিন মোল্লার ছেলে, এই লেনদেনের বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি বা আপত্তি থাকলে অনুগ্রহ করে তার বা এই প্রকাশনার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে তাদের দাবি এবং শীঘ্রই বিক্রয় দলিল নিবন্ধন করার পরে কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না এবং এটি বেআইনি হবে এবং উল্লিখিত সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার এবং স্বার্থকে প্রভাবিত করবে না বা ক্ষতি করবে না যাই হোক না কেন।

মোঃ আরশাদ হোসেন ও
মোঃ মোজাফফর হোসেন
৯১৬২৮৯০১৫৬১৯

LNSEL
লি এণ্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
CIN: L70102WB1988PLC045587
রেজি. অফিস ঃ
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেইল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ এবং ৩৩ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা শুক্রবার, ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ৩১ মে, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড করার জন্য। বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lnsel.com -এও পাওয়া যাবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ।

লি এণ্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /- প্রীতিকা গুপ্তা
(কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৭.৫.২০২৪

কাটিহারে বিভিন্ন কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/২০ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০৯-০৫-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** দার্জিলিঙে- ব্যালাষ্ট বিহীন ট্র্যাকের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৪,৪৩,০৫৯.০৯ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৪৮,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এনজি ট্র্যাকের (কুর্শিয়াং-দার্জিলিং) মানসম্পকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪৯,৪৭,২২৪.৩০ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৯৮,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহারে-এসএসই/ডব্লিউ/ইষ্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ট্রানজিত বাংলো নং. ১০১০ (৪) ইউনিটের মেরামতী এবং পেইন্টিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩১,৮৭,৮৪৩.৪৯ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৬৩,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েষ্ট/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-মণিহারি খণ্ডের মধ্যে কেটি-৩, কেটি-৪, কেটি-৫, কেটি-৬, কেটি-৭, কেটি-৭/এ এবং কেটি ৮এ আরইউবি থেকে জমা হওয়া জলের নিষ্কাষন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮,৫০,৪৯০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১৭,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার সংখ্যা. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/পূর্ণিয়া জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার-যোগবানী খণ্ডের মধ্যে সেতু নং. ৫৭ এর জন্যে সেতু সুরক্ষা কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫৪,৭০,৭৮৬.১৩ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,৭৭,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১০-০৬-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ১০-০৬-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING e-TENDER No. 01 OF 2024-2025 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_ 01/2024_2025
Refilling and Installation of Portable Fire Extinguisher at different places of Building at Serampore Court premises under Serampore Sub Division of Hooghly Division, PWD during the year 2024-2025.
Tender ID No: 2024_PWD_ 688948_1.

This is highlighted that the work is involved related to **fire safety measure.** Bid submission start date (online): 17.05.2024 at 10.00 a.m. Bid Submission Closing Date (online): 27.05.2024 upto 10.30 a.m. Details may be downloaded from : **http://etender.wb.nic.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in** Corrigendum, if any will be published in website only

Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED
(CIN: U70101WB1983PLC036161)
Registered Office:7, P.K.TAGORE STREET, KOLKATA-700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE OF THE 41st ANNUAL GENERAL MEETING AND VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of **Hallmark Properties & Traders Limited** ("**the Company**") is scheduled to be held on **Saturday, 15th June, 2024 at 11.00 A.M. IST** by physical presence of members at the registered office of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, to transact the business as set out in the Notice of 41st Annual General Meeting.

In compliance with the respective Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 has been sent through electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company.

The Notice of the AGM and the Annual Report 2023-24 are also available on the Company's website at **www.hallmarkpropertiesandtraders.com** , websites of the Stock Exchange i.e. CSE Limited at **www.CSE-india.com**.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including any amendment Secretarial Standard on General meeting (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice by physical presence.

The details pursuant to provisions of companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

a. Members, whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company as on the cut-off date, shall only be entitled to vote as the case may be at the Annual General Meeting.
b. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 8th June,2024 may obtain the copy of the information as to the AGM by sending e-mail intimating Folio No. at the registered email id - **shranchi@yahoo.com** & website **investors@hallmarkpropertiesandtraders.com**.
c. Members will attend the 41st AGM by physical presence.
d. The instructions for participating in AGM the members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through physical presence.
e. In case of any queries, the members may email & send a request to **shranchi@yahoo. in** case of any grievances connected with AGM, Akshay Harlalka, be conatcted its registered address of the Company at **7, P. K. TAGORE STREET, KOLKATA - 700006.**

For **HALLMARK PROPERTIES & TRADERS LIMITED**
Sd/-
Vinita Harlalka
(Director)
Place : Kolkata
Date : 17.05.2024

HIND
STRENGTH UPON STRENGTH

হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN: L24117WB1998PLC087800
রেজি অফিস ঃ ৬২বি, ব্রাউনফিল্ড রো, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০২৭
ই-মেলঃ contactush@indcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.in

নিরীক্ষিত একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস
৩১ মার্চ, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১,৫০০.৮৭	১,৩৭৩.৩২	১,৯৫২.০০	৬,৬১৯.৩৯	৮,৬৭৭.৯৪
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতি-সাধারণ আইটেম #)	২২৯.৫৮	১৩৮.৮৫	১৮৪.৬৮	৮৩৫.০৯	৬০২.২৮
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারন আইটেম # পরে)	২২৯.৫৮	১৩৮.৮৫	১৮৪.৬৮	৮৩৫.০৯	৬০২.২৮
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারন আইটেম # পরে)	১৮০.১৫	১০০.৬৩	১৩৬.৪১	৬২৩.২০	৪৩৫.৫৯
৫.	মোট ব্যাপক (ক্ষতি) / সময়ের জন্য লাভ {(ক্ষতি/ করের পরে আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক (ক্ষতি / করের পরে আয় }	১৯৭.৯০	১৫৬.৯৬	৮৪.০০	৮১০.০৫	৩৭৭.৭৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭.	সংরক্ষিত (পুনঃমূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	৪,২২৮.২৩	-	৩,৪৬৭.৬১	৪,২২৮.২৩	৩,৪৬৭.৬১
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ২- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) **					
	মূল	০.৪৭	০.২৬	০.৩৬	১.৬২	১.১৪
	মিশ্র	০.৪৭	০.২৬	০.৩৬	১.৬২	১.১৪

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারন আইটেম নেই।
* শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০ /- প্রত্যেকটি থেকে ৫টি শেয়ারে ২ /- প্রতিটি.
** উপরে উপস্থাপিত হিসাবে EPS গণনা / পুনঃগণনা করা হয়েছে সমস্ত ত্রৈমাসিক / বছরের অভিহিত মূল্যে বিভক্ত করার জন্য শেয়ার প্রতি শেয়ার ১০ /- থেকে বছরে ২ প্রতি শেয়ার।
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস ৩১ মার্চ, ২০২৩ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ সালের শেষ হওয়া বছর ছাড়া বার্ষিক হয় না।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (টাকা লক্ষ)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১,৪৯৭.৯৭	১,৩৮৯.৭২	১,৯৪৮.৩৫	৬,৩৪২.৪১	৮,২৭২.৩৫
২.	লাভ / (ক্ষতি) অব্যাহত অপারেশন থেকে করের আগে	২২৮.২২	১৬১.৬৩	১৮২.৯০	৮৪৭.৭৪	৫৮৮.৯৮
৩.	লাভ / (ক্ষতি) অব্যাহত অপারেশন থেকে করের পরে	১৭৯.৮০	১১৮.৭২	১৩৪.৯৬	৬৩৮.৪০	৪৩০.৯৬

মন্তব্য ঃ
১. উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস এখানে উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট - (https://www.hindcon.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট - (www.nseindia.com)।
২. কোম্পানিটি বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে কোম্পানির সাবসিডারি যেমন Hindcon Solutions Pvt Ltd.
৩. সংবিধিবদ্ধ অডিটররা ত্রৈমাসিক এবং ত্রৈমাসিকের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্বতন্ত্র ও একত্রিত) উপর অ-পরিবর্তিত রিপোর্ট প্রদান করেছে ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে শেষ হয়েছে বছর।
৪. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৫. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই
৬. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ @ ৫ শতাংশ (টাকা) ছাড়াও অভিহিত মূল্য ২ প্রতিটি (সম্পূর্ণ পরিশোধিত) উপর @ ৫ শতাংশ (প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে ০.১০ টাকা) একটি চূড়ান্ত লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে ০.৫০ প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার) অভিহিত মূল্যে ১০ প্রতিটি (সম্পূর্ণ পরিশোধ করা) ২৬ আগস্ট, ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুসারে বছরে পরিশোধ করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষ থেকে,
এফও হিন্দকন কেমিক্যালস লিমিটেড
স্বা /-(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
DIN - 00848190
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৬ মে, ২০২৪

পুরুষদের থেকে বেশি বাঁচলেও অসুস্থ থাকে নারী ঃ গবেষণা

ওয়াশিংটন,১৬ মেঃ নারীরা পুরুষদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় বাঁচে, তবে তাদের পুরুষদের তুলনায় বেশি বছর অসুস্থ থাকতে হয়। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িকী ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। স্বাস্থ্যগত অবস্থার দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা নারীর স্বাস্থ্যের উন্নয়নে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বে রোগবালাইয়ের ২০টি শীর্ষস্থানীয় কারণ পরীক্ষার ভিত্তিতে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ হয়েছে। এতে বলা হয়, বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান দেখা যায়। গত তিন দশকে নারী ও পুরুষের স্বাস্থ্যগত অবস্থার ব্যবধানগুলো পূরণে সীমিত অগ্রগতি হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পেশির সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং মাথাব্যথার মতো রোগগুলো বিশেষ করে নারীর শরীরের ওপর প্রভাব ফেলে। এগুলো প্রাণঘাতী না হলেও তা অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতা তৈরি করে। অন্যদিকে পুরুষেরা অনানুপাতিক হারে এমন সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, যা তাদের অকাল মৃত্যু ঘটায়। যেমন- হৃদ্‌রোগ, শ্বাসযন্ত্র, যকৃতের রোগ, কোভিড-১৯এর মতো রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পথ দুর্ঘটনা। নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাস্থ্যগত অবস্থার যে ভিন্নতা আছে, তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। এতে নারীরা জীবনভর অপেক্ষাকৃত উচ্চ মাত্রার অসুস্থতা ও শারীরিক অক্ষমতায় ভোগেন। আর এ অবস্থা নিয়েই তারা পুরুষদের চেয়ে বেশি বছর বাঁচেন। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভালুয়েশন (আইএইচএমই)-এর গবেষক ড. লুইসা সোরিও ফ্লর এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'এই প্রতিবেদনটি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে যে গত ৩০ বছরে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ইস্যুতে বৈশ্বিকভাবে যে অগ্রগতি হয়েছে, তা অসম। নারীরা দীর্ঘ আয়ু পেলেও তারা অপেক্ষাকৃত বেশি বছর অসুস্থ থাকে। যেসব পরিস্থিতির কারণে তাদের অসুস্থতা ও অক্ষমতা তৈরি হয়, তা সামাল দিতে সীমিত অগ্রগতি হয়েছে। যেসব পরিস্থিতির (প্রাণঘাতী নয়) কারণে নারীদের বিশেষ করে বয়স্ক অবস্থায় তাদের যে শারীরিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে, তার দিকে নজর দেওয়াটা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। একইভাবে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এবং প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হন।'গবেষণার অংশ হিসেবে পুরুষ ও নারীদের অসুস্থতা ও মৃত্যুর ২০টি কারণ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বয়স ও অঞ্চল ভেদে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যগুলো যাচাই করা হয়েছে। এ গবেষণার জন্য ২০২১ সালে হওয়া গ্লোবাল বারডেন অব ডিজিজ স্টাডির তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগ ও প্রোস্টেট ক্যানসারের মতো লিঙ্গভিত্তিক স্বাস্থ্য অবস্থার তথ্যগুলো নেওয়া হয়নি। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২১ সালে অসুস্থতা ও মৃত্যুর শীর্ষ ২০টি কারণের মধ্যে ১৩টি কারণই পুরুষের মধ্যে বেশি দেখা গেছে। যেমন- কোভিড-১৯, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, হৃদ্‌রোগ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, যকৃতের রোগের মতো সমস্যাগুলো নারীর চেয়ে পুরুষের মধ্যে বেশি দেখা গেছে।নারীরা যেসব সমস্যায় বেশি ভোগেন, তা হলো মেরুদণ্ডের নিচের দিকে ব্যথা, বিষণ্নতা, মাথাব্যথা, উদ্বেগ, হাড় ও পেশির সমস্যা, স্মৃতিভ্রম, এইচআইভি। তবে গবেষণা বলছে, এসব কারণে নারীরা অসুস্থতা ও অক্ষমতায় ভুগলেও এতে তাদের অকাল মৃত্যু হয় না।

চীন সফরে পুতিনকে কী দিতে প্রস্তুত সি চিন পিং

বেইজিং, ১৬ মেঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানিয়েছে বেইজিং। চীনে রাষ্ট্রীয় এই সফর শুরুর আগে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্কের মাত্রাকে 'নজিরবিহীন' বলে প্রশংসা করেছেন তিনি। ইউক্রেনে রাশিয়ার চলা যুদ্ধ দুই বছরের বেশি সময় পার হয়েছে। এ সময়ে দেশটির গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হয়ে উঠেছে চীন। ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান চালানোর নিন্দা জানাতে বেইজিং শুধু অস্বীকৃতিই জানায়নি বরং পশ্চিমাদের ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন মস্কোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কও বজায় রেখেছে। রাশিয়ার প্রতি চীনের এমন আগ্রহ যুক্তরাষ্ট্র ও এর ইউরোপীয় মিত্রদের জন্য যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ। যাহোক, পুতিন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের কাছে দৃশ্যত আরও কিছু চান। প্রশ্ন উঠেছে, চীন কি এ মূল্য চোকাতে প্রস্তুত?

ভারসাম্যপূর্ণ কাজ

পঞ্চম দফায় গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাশিয়ার নেতা পুতিন। নতুন দফায় শপথ নিয়ে প্রথম সফরেই চীনকে তাঁর বেছে নেওয়ার মধ্যে সম্ভবত বিস্ময়ের কিছু নেই। তাঁর দুই দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফর এমন এক সময় হচ্ছে, যখন উভয় দেশের সম্পর্ক 'এযাবৎকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে' পৌঁছেছে। যেমনটা চীনের সরকারি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন তিনি। চীনের মার্শাল আর্ট ও দর্শনের প্রতি পুতিন তাঁর আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর পরিবারের কেউ কেউ চীনের ভাষা মান্দারিন শিখছেন। পুতিন বলেছেন, 'এক জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সম্পর্ক এখনো দৃঢ় হচ্ছে।'চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়ে পুতিন যত আস্ফালনই করুন না কেন, প্রেসিডেন্ট সির চিন্তিত হওয়ার কারণ রয়েছে।রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা ভাঙতে সহায়তা করার অভিযোগে মস্কোর সঙ্গে কাজ করা বেইজিং ও হংকংভিত্তিক ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সবে নতুন দফা নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।কেননা রাশিয়ার কাছে চীন অস্ত্র বিক্রি না করলেও ওয়াশিংটন ও ব্রাসেলসের ধারণা, ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য অপরিহার্য প্রযুক্তি ও উপকরণ মস্কোয় রপ্তানি করছে দেশটি। বেইজিংয়ে সাম্প্রতিক সফরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বিবিসিকে বলেন, স্নায়ুযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের নিরাপত্তায় দেখা দেওয়া সবচেয়ে বড় হুমকিতে উসকানিমূলক সহায়তা দিচ্ছে চীন।চীনের এমন অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্রদের কাছে একটি রেডলাইন (চূড়ান্ত সীমা) হয়ে উঠেছে। তবে চীন বলেছে, ইউক্রেন বিষয়ে তার অবস্থান নিরপেক্ষ এবং যুদ্ধের বাইরে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রযুক্তি ও উপকরণের ওই রপ্তানি নিয়মকানুন ভাঙছে না।বেইজিংয়ের এ বক্তব্য সত্ত্বেও গত সপ্তাহে ফ্রান্স সফরে প্রেসিডেন্ট সিকে নানা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়।চীন নিয়ে সংশয়বাদী ও দেশটির ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণকারীরাও প্রেসিডেন্ট সির প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন, তিনি যেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের ওপর আরও চাপ তৈরি করেন। আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের ব্যাপারে নিজস্ব শুল্ক আরোপের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করছে।বাস্তবতা হলো, চীনের মন্থরগতির অর্থনীতি বাণিজ্যিক অংশীদারদের কাছ থেকে আসা এ চাপ মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। এদিকে মন্থর অর্থনীতিতে নিজ দেশে চাহিদা কম থাকার অর্থ হলো, চীনকে বাইরের বাজার ধরতে হবে। আর এসব অবস্থা প্রেসিডেন্ট সিকে এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে।

সম্পর্কের সীমা খুঁজে বের করা

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর কয় দিন আগে পুতিন ও সি নিজেদের মধ্যকার সহযোগিতা আরও গভীর করতে 'সীমাহীন' অংশীদারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের আদর্শিক লড়াইয়ের একধরনের বার্তাই তুলে ধরেছিল এটি।যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার মোড় ঘোরাতে বেইজিং এখনো মস্কোকে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে। আবার রাশিয়ার সস্তা জ্বালানি চীনের জন্য সুবিধা এনে দিচ্ছে।অবশ্য ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ চলতে থাকার প্রেক্ষাপটে মস্কো-বেইজিং সম্পর্ক আর 'সীমাহীন' পর্যায়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে না। বিবিসির এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ শব্দের ব্যবহার এখন এক রকম আর নেই। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্নেগি এনডাউমেন্টের জ্যেষ্ঠ ফেলো ঝাও টং বলেন, মস্কোর সঙ্গে নিজের কৌশলগত অংশীদারের 'সীমাহীন প্রকৃতি'কে খাটো করে দেখাচ্ছে বেইজিং।

সমুদ্রতলে চলছে সশস্ত্র ড্রোন

ক্যানবেরা, ১৬ মেঃ প্রযুক্তি যত উন্নত হচ্ছে, ততই জোরালো হচ্ছে প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধের নতুন অস্ত্র হয়ে উঠেছে ড্রোন। তবে সেই ড্রোনও এখন আর শুধু উড়ছেই না রণতরি, যুদ্ধজাহাজ ও ডুবোজাহাজের পাশাপাশি সমুদ্রতলেও মোতায়েন করা যাচ্ছে। গোস্ট শার্ক ও মান্টা রে নামের এমন দুটি ড্রোন সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়া। এসব ড্রোনকে বলা হচ্ছে আনক্রুড আন্ডারওয়াটার ভেহিকেল বা ইউইউভি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবিষ্যতে সমুদ্রে যুদ্ধ কীভাবে হবে, এসব ড্রোন সেই বার্তাই দিচ্ছে। এসব ড্রোনের মাধ্যমে একই সঙ্গে যেমন প্রতিরক্ষাসক্ষমতা বাড়বে, তেমনি হামলা চালালে মানুষ হতাহত হবে কম। আকাশযানের মতো করে ড্রোনের ব্যবহার এখন স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে ইরাক ও আফগানিস্তানে আকাশপথে ড্রোনের ব্যবহার শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র।

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধেও এসব ড্রোন হয়ে উঠেছে দুই পক্ষেরই তুরুপের তাস। এমনকি মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোও ব্যাপকহারে ড্রোন ব্যবহার করছে। কিন্তু পানির নিচে ড্রোনের ব্যবহার এখনো নতুন। আকাশযানের মতো সামুদ্রিক ড্রোনও কৃত্রিম উপগ্রহ ও বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে গেলে আকাশযান হিসেবে ব্যবহৃত ড্রোনের সঙ্গে সামুদ্রিক ড্রোনের পার্থক্য আছে।গত মাসে অস্ট্রেলিয়া যখন গোস্ট শার্ক প্রকাশ্যে আনে, তখন দাবি করা হয়, এটি বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক সামুদ্রিক ড্রোন। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলে, সবার অগোচরে এবং অনেক দূরে সমুদ্রে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীকে বড় ধরনের সাহায্য করবে এই সামুদ্রিক ড্রোন। এই ড্রোন নজরদারি ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি হামলা চালাতেও সক্ষম।মান্টা রে মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ড্রোনটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোডাক্টস এজেন্সি। সংস্থাটি জানিয়েছে, মান্টা রের বিশেষত্ব হলো এটি প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের অস্ত্র বহনে সক্ষম। এ ছাড়া এর বিভিন্ন অংশ আলাদা করে নেওয়া যায়। এতে করে যেকোনো স্থানে এটি মোতায়েন করা সম্ভব। তবে যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও প্রশান্ত মহাসাগরে ইউইউভি মোতায়েন করেছে।

রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো)র দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কিছু চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন

মালিগাঁও, ১৬ মেঃ ভারত সরকারের 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি' এবং ভারতীয় রেলের 'ক্যাপিটাল কানেক্টিভিটি' প্রকল্পের অধীনে একাধিক চলমান রেলওয়ে প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সংযোগ ব্যবস্থা রূপান্তরের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। রেলওয়ে বোর্ডের পরিকাঠামো সদস্য শ্রী অনিল কুমার খান্ডেলওয়াল সম্প্রতি ১৩ থেকে ১৫ মে, ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চলমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন প্রকল্প, জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্প এবং আগরতলা-আখাউরা আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩ মে, ২০২৪ তারিখে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) শ্রী অনিল কুমার খান্ডেলওয়াল ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করেন, এই প্রকল্পটির দ্বারা উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামের সাথে স্থিতিশীল রেলওয়ে সংযোগের মাধ্যমে দেশের অবশিষ্ট অংশের সংযোগ সাধন হবে এবং এই প্রকল্পটি প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রকল্পটির প্রায় ৯৩ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্পের দ্বারা মিজোরামে ৫১.৩৮ কিমি রেলওয়ে ট্র্যাক সংযোজনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এবং প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ৫৫টি মেজর ব্রিজ ও ৮৭টি মাইনোর ব্রিজ। প্রকল্পটির মোট টানেলের দৈর্ঘ্য হলো ১২৮৫৩ মিটার। এই প্রকল্পে ৪টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে লম্বা স্তম্ভটি রয়েছে ১৯৬নং. ব্রিজে, যার উচ্চতা হলো ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের চেয়ে ৪২ মিটার বেশি উঁচু। বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) ১৪ মে, ২০২৪ তারিখে জিরিবাম-ইম্ফল নতুন লাইন প্রকল্পের নির্মাণ কার্য ও পরিদর্শন করেন। এই প্রকল্পটিরও লক্ষ্য হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে স্থিতিশীল সংযোগ স্থাপন এবং এই প্রকল্পটিও প্রায় শেষের পথে। ১১১ কিমি লম্বা এই প্রকল্পে রয়েছে ৫২টি টানেল, ১১টি মেজর ব্রিজ, ১২৯টি মাইনোর ব্রিজ। বিশ্বের মধ্যে রেলওয়ে ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভ এই প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হচ্ছে, যার উচ্চতা ১৪১ মিটার। প্রকল্পটির প্রায় ৭৭ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি পার্বত্য রাজ্য মিজোরাম ও মণিপুরের মানুষের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করবে। এই প্রকল্পগুলি একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির ক্ষুদ্র মাপের শিল্পোদ্যোগ বিকাশের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিকাশেও সহায়ক হয়ে উঠবে। এই রাজ্যগুলির জনগণ দেশজুড়ে দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে যাত্রা করার সুযোগ লাভ করবেন এবং পাশাপাশি খুব কম ব্যয়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহও লাভ করবেন। বোর্ডের সদস্য (পরিকাঠামো) ১৫ মে, ২০২৪ তারিখে আগরতলা-আখাউরা আন্তর্জাতিক রেল সংযোগী প্রকল্পও পরিদর্শন করেন, যা নিশ্চিন্তিপুর (ত্রিপুরা) ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেশন স্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আখাউরা স্টেশনকে সংযুক্ত করবে। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী উভয় ট্রেনের জন্য ডুয়াল গজ স্টেশন হবে। এই রেল সংযোগ পর্যটন খণ্ডে বিশাল উৎসাহ দান করবে, ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে এবং দুটি দেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত করবে।

গাজানীতির প্রতিবাদে বাইডেন প্রশাসনের আরেক আধিকারিকের পদত্যাগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গাজা যুদ্ধের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সমর্থনের প্রতিবাদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের আরেক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন। বার্তা সংস্থা এপি গতকাল বুধবার এ তথ্য দিয়েছে। প্রকাশ্যে পদত্যাগের ঘোষণা দেওয়া কর্মকর্তার নাম লিলি গ্রিনবার্গ কল। তিনি মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের চিফ অব স্টাফের বিশেষ সহকারী ছিলেন। লিলি তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, তিনি তাঁর বিবেকবোধের জায়গা থেকে বাইডেন প্রশাসনের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি চালিয়ে যেতে পারেন না।লিলি একজন ইহুদি। গত অক্টোবরে গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বাইডেন এ বিষয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন, তারও নিন্দা জানিয়েছেন লিলি। যেমন একটি মন্তব্যে বাইডেন সতর্ক করে বলেছিলেন, ইসরায়েলের অস্তিত্ব না থাকলে বিশ্বে কোনো ইহুদি নিরাপদ থাকবেন না। বাইডেনের এমন মন্তব্যের নিন্দা জানিয়েছেন লিলি। তিনি বলেছেন, বাইডেন যুদ্ধের জন্য ইহুদিদের নাম ব্যবহার করছেন। এটি খুবই ভুল কাজ।গত ৭ অক্টোবর গাজা সংঘাত শুরু হয়। গাজায় এখনো নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের গাজানীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বাইডেন প্রশাসনের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা প্রকাশ্যে পদত্যাগ করেছেন। এই তালিকায় সবশেষ যুক্ত হলো লিলির নাম।গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৩৫ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত প্রায় ৮০ হাজার মানুষ। অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। গাজায় চরম মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে।

নরেশ গোয়েলের স্ত্রী জেট এয়ারওয়েজের মালকিন প্রয়াত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রয়াত হলেন জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ গয়ালের স্ত্রী অনিতা। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার ভোরে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান হয়।বয়স হয়েছিল ৭০। মুম্বইয়ে একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দীর্ঘদিন ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা অনিতা। স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে নরেশ গোয়ল কয়েকদিন আগে আদালত থেকে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছিলেন। অর্থ তছরুপের অভিযোগে ২০২৩ সাল থেকে তিনি জেল হেফাজতে আছেন।নরেশ ও অনিতার নম্রতা এবং নিবাণ নামে ছেলেমেয়ে রয়েছে। ভোররাত ৩টে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয় বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন নরেশ গোয়ল। জেট এয়ারওয়েজের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনিতা সুস্থ থাকাকালীন কোম্পানির কাজ দেখাশোনা করতেন। নরেশ গোয়লকে গতবছর ১ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়। তিনি বম্বে হাইকোর্টে নিজের এবং ক্যানসারে মরণাপন্ন স্ত্রীর কাছে থাকার জন্য জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মানবিকতার খাতিরে আদালতে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেয়। নরেশ আর্থার রোড সেন্ট্রাল জেলে হেফাজতে ছিলেন। নরেশ গোয়ল নিজেও ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর মানবিক জামিনের আবেদনে নরেশের কৌঁসুলি বলেছিলেন, জেট এয়ারওয়েজের মালিক বেঁচে থাকার অর্থ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক।গতবছর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট নরেশ গোয়লকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, কানাড়া ব্যাঙ্কের দেওয়া জেট এয়ারওয়েজকে ৫৩৮.৬২ কোটি টাকা শোধ দেননি। সেই টাকার হিসাবও মেলেনি তাঁর কোম্পানির কাছে। দুমাস পরেই অর্থাৎ গত নভেম্বরে অনিতা গোয়লকেও গ্রেফতার করে ইডি। সেই সময় এই মামলার চার্জশিট জমা দেওয়া হয় আদালতে। অনিতাকে সেই দিনই বিশেষ আদালত তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা এবং বয়সের কথা চিন্তা করে জামিন দেয়।

নাম পরিবর্ত

আমি, RAJAT KUMAR GUPTA (পুরাতন নাম) পিতা SATYA PRAKASH GUPTA, ঠিকানা- TRIVENI MANSION, 5TH FLOOR, 249/H, G.T. ROAD, LILUAH, BALLY, HOWRAH- 711204, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.05.2024 এর Affidavit নম্বর 32 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RAJAT GUPTA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। RAJAT GUPTA (নতুন নাম) এবং RAJAT KUMAR GUPTA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্ত

আমি, Madhvi Kothari (পুরাতন নাম) স্বামী MITESH KOTHARI, ঠিকানা- 10/1,CHAKRABERIA ROAD, SOUTH BHOWANIPORE,PS-BHOWANIPORE,KOLKATA-700025, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 16.05.2024 এর Affidavit নম্বর 33 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MADHVI MITESH KOTHARI (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MADHVI MITESH KOTHARI (নতুন নাম) এবং Madhvi Kothari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I AYAN CHATTERJEE,SON OF SUBRATA CHATTERJEE, RESIDING AT 78 ARABINDA SARANI,PO-HATKHOLA,PS-SHYAMPUKUR, KOLKATA -700005, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITHWIRAJ SEN CHATTOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT AYAN CHATTERJEE AND PRITHWIRAJ SEN CHATTOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PAVAN KUMAR, S/O. WAKIL BIND, R/O 2/6, NEW LINE, SUBHASH NAGAR 20 COAL, BERTH, PS SOUTH PORT POLICE STATION, KOLKATA - 700043, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAWAN KUMAR BIND, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT PAVAN KUMAR AND PAWAN KUMAR BIND ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASOKE GUPTA, SON OF RAM LAL GUPTA, RESIDING AT 23C, JESSORE ROAD, LAKE TOWN, BIDHANNAGAR-700048, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT ASOKE GUPTA AND ASHOKE GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SWAYAMBER KUMAR SINGH,SON OF JAI NATH SINGH, RESIDING AT 22 BALLYGUNGE PARK ROAD,PS-KARAYA, KOLKATA -700019,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAYAMBER SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/05/2024.THAT SWAYAMBER KUMAR SINGH AND SWAYAMBER SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I VAKIL BIND , S/O RAM CHARAN BIND, R/O B/2R/6, SAHAPUR STORES, NEW LINE, WEST PORT, KOLKATA -700043, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS WAKIL BIND, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT VAKIL BIND AND WAKIL BIND ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED IMTIAZ, SON OF MOHAMMED SHAHBAZ ALAM, RESIDING AT 2 NAWAB BADRUDDIN STREET, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA-700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED IMTIAZ ALAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT MOHAMMED IMTIAZ AND MOHAMMED IMTIAZ ALAM

Name Change

I MOHAMMED IMTIAZ ALAM, RESIDING AT 2 NAWAB BADRUDDIN STREET,PO CHITTARANJAN AVENUE,KOLKATA-700073, WEST BENGAL.DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON MOHAMMED SADIM OWAIS SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED OWAIS IMTIAZ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT MOHAMMED SADIM OWAIS AND MOHAMMED OWAIS IMTIAZ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, KRISHNAPADA MONDAL (old name) S/O BASUDEV MONDAL, residing at Vill. & P.O.- Amudia, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) KRISHNAPADA MANDAL (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat on 16/05/2024. KRISHNAPADA MANDAL (new name) and KRISHNAPADA MONDAL (old name) both are same identical person.

Name Change

I MD SARWAR HOSSAIN, S/O SYED MOHAMMED JAVED HOSSAIN, R/O 6D DILKHUSA STREET, PO CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED MOHAMMED SARWAR HOSSAIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT MD SARWAR HOSSAIN AND SYED MOHAMMED SARWAR HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I REHANA PARVEEN, WIFE OF MOHAMMED IMTIAZ ALAM, RESIDING AT 2 NAWAB BADRUDDIN STREET, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA-700073, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REHANA IMTIAZ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT REHANA PARVEEN AND REHANA IMTIAZ BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANTOSH KUMARI AGARWAL,W/O RAVINDRA KUMAR CHAUDHARY, R/O N.S.B ROAD, PS RANIGANJ, PASCHIM BURDWAN, PIN-713347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONAL CHAUDHARY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT SONAL CHAUDHARY AND SANTOSH KUMARI AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ISLAM MOHAMMAD SAHIDUL & MD SAHIDUL ISLAM, S/O LATE TALEBAR ALI, R/O VILL MADANPUR ,PO MADANPUR KRISHNAPUR, PS MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS,PIN-700128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIDUL ISLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT ISLAM MOHAMMAD SAHIDUL & MD SAHIDUL ISLAM AND SAHIDUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RAFIKA BIBI, W/O LATE MAHAMUD MONDAL, R/O SCHOOL PARA,GILAPOL, PO SRIKRISHNAPUR, PS ASHOK NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743711, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIKA KHATUN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT RAFIKA KHATUN AND RAFIKA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD TAJAFFAR RAHAMAN & MD TAJAFFAR RAHMAN, S/O SAHIDUL ISLAM, R/O NOO49, MADANPUR ROAD, MADANPUR, PS MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJAFFAR RAHMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT MOHAMMAD TAJAFFAR RAHAMAN & MD TAJAFFAR RAHMAN AND TAJAFFAR RAHMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RANJIT KUMAR KARMAKAR, S/O RAMESH CHANDRA KARMAKAR, R/O VILL CHAKANANTA, PO& PS HARIPAL, HOOGHLY RURAL, PIN-712403, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT KARMAKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT RANJIT KARMAKAR AND RANJIT KUMAR KARMAKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK RUHULLA SON OF JALALUDDIN SHAIKH, RESIDING AT Address.. VILL-RANISAI, PO-RANISAI, PS-RAMNAGAR, DIST-EAST MEDINIPUR,PIN-721446,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHULLA SHAIKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT SK RUHULLA AND RAHULLA SHAIKH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I UDAY KUMAR, S/O MISHRI LAL SINGH, R/O 1707, MADURDAHA ROAD, KISHORE SANGHA CLUB, PS ANANDAPUR, KOLKATA -700107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADITYA UDAY KUMAR , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 19/12/2018, THAT UDAY KUMAR AND ADITYA UDAY KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUNNY KUMAR SHAW, SON OF UDAY SHAW, RESIDING AT 48B KARL MARX SARANI, KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNNY SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT SUNNY KUMAR SHAW AND SUNNY SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANANDA SAHA, S/O FANI BHUSHAN SAHA, R/O 41/3, RAMANATH BHATTACHARJEE STREET, BELUR, HOWRAH - 711202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANDA CHANDRA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024, THAT ANANDA SAHA AND ANANDA CHANDRA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MODINA MONDAL, WIFE OF MINTU MONDAL, RESIDING AT BHASHANPOTA,GHATBAOR, NORTH 24 PARGANAS -743235, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADINA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/05/2024.THAT MODINA MONDAL AND MADINA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, (Old Name) HAFZE MD ABDUL AWAL S/o-HAJI NOWAB ALI, Residing at, Vill- Subarnamrigi, Post- kalikhali, Ps- Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin- 742135, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HAFZE MD ABDUL AWAL To HAFEJ MOHAMMAD ABDUL AOWAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HAFEJ MOHAMMAD ABDUL AOWAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, HAFEJ MOHAMMAD ABDUL AOWAL and HAFZE MD ABDUL AWAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) PANTA KHAN S/o- KASHEM, Residing at, Vill- Madhuniya, Post-Amarkundu, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PANTA KHAN To GOLAM MUSTAFA KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOLAM MUSTAFA KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, GOLAM MUSTAFA KHAN and PANTA KHAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SADDAR HOSSAIN S/o- IJAHAR ALI, Residing at, Vill- Angarpur paschimpara, Post- Aluram, Ps- Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SADDAR HOSSAIN To SADDAM HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SADDAM HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, SADDAM HOSSAIN and SADDAR HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SEKH AMANAT ALI S/o-MEHERULLA SK, Residing at, Vill- Srikanthapur, Post- Natungram, Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, Pin- 742140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SEKH AMANAT ALI To AMANAT ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AMANAT ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, AMANAT ALI and SEKH AMANAT ALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) BISWAJIT GHOSH S/o- BROJEN CHANDRA GHOSH, Residing at, Vill-Suthir math dakshin, Post- Berhampore, Ps-Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742101, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from BISWAJIT GHOSH To BISHWAJIT GHOSH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BISHWAJIT GHOSH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 April 2024, BISHWAJIT GHOSH and BISWAJIT GHOSH both are Same and one identical person

Name Change

I, Previously Called PRAKASH CHAND CHOUDHARY (Old Name) S/o,Murarilal Choudhary R/o,7, Rabindra Sarani, P.O&P.S.Liluah Howrah-711204.Have Changed My Name as PRAKASH CHAND CHOWDHARY(New Name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-16/05/2024.Therefore PRAKASH CHAND CHOUDHARY and PRAKASH CHAND CHOWDHARY are same identical persons.

Name Change

I, Previously Called HASINA BEGAM (old name) W/o, MD. JAMSHED R/o,16, Imdad Ali Lane Kolkata -700016.P.S.Taltala,W.B.I have changed my name as HASINA KHATOON (new name) so that HASINA BEGAM and HASINA KHATOON both are same and one identical person not a different persons,by the notary public affidavit at Kolkata on-15/05/2024

Name Change

I, JAGANNATH DEY SARKAR (old name) S/O SIDESWAR CHANDRA SARKAR Resident of Purba Magurmari, Dhupguri, PS-Dhupguri, Dist-Jalpaiguri, Pin-735210 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JAGATLLAD SARKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/05/2024. JAGANNATH DEY SARKAR and JAGATLLAD SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, RABIYA AHMED Resident of 157B, Lenin Sarani, Kolkata-700013 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name FAROOQUE AHMED instead of FARROQUE AHMED which is wrongly recorded in my passport (No. T3567082), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Sealdah on 16/05/2024. FAROOQUE AHMED and FARROQUE AHMED both are same and one identical person.

রেস্তোরাঁর মধ্যে বিয়ারের বোতল দিয়ে মারধর ব্যবসায়ীকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মে ঃ ব্যবসায়ীকে রেস্তোরাঁর মধ্যে বিয়ারের বোতল দিয়ে মাথায় বার বার আঘাত। অকথ্য ভাষায় গালাগালি, শূন্যে গুলি ফায়ার করে খুনের হুমকি। কয়েক রাউন্ড গুলি চালানোর অভিযোগ। তৃণমূল নেতা কর্মীর দাদাগিরিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেই ব্যবসায়ী চিকিৎসাধীন। মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকার প্রদীপ সরকারের ধাবাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। আহতের পরিবারের লোক মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে বলে জানা যায়। ব্যবসায়ী সুনিল চৌরাশিয়া নারায়ণ পুর প্রদীপ সরকারের রেস্তোরাঁয় তার এক বন্ধুর সাথে বসে রাতের আহার করছিলেন, সেই সময় মহম্মদ ইয়াসিনের ভাই নাসিম এবং তার অনুগামী তৃণমূল কর্মীরা মদ্যপান করছিল। তাঁদের সাথে প্রথমে বচসা হয় তার পর হামলা চালায় দলবল নিয়ে নাসিম শেখ। রক্তাক্ত অবস্থায় বাথরুমে লুকালেও বাথরুম থেকেও তাকে বের এনে মারা হয়। কয়েক রাউন্ড গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। পরে বাইরের লোকজন ছুটে আসতে শুরু হলে এলাকা ছাড়ে তাঁরা। রক্তাক্ত অচৈতন্য সুনিল চৌরাশিয়াকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এই রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বেআইনি ভাবি গভীর রাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয় প্রদীপ সরকারের নারায়ণপুরের এই রেস্তোরাঁ। মেয়েদের নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপান করে আমত - প্রমোদ করা হয় বলেও এমন অভিযোগ। এই রেস্তোরাঁর কারণে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এই বিষয়ে বহুবার অভিযোগও করা হয়েছে। প্রশাসন থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেয় গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে তৃণমূল জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর জানান, এই ধরনের ঘটনা কখনোই মেনে নেওয়া যাবে না পুলিশকে বলবো ব্যবস্থা নিতে। এই নিয়ে ওল্ড মালদা পুরসভা সহ অন্যান্য নেতৃত্বের সাথে কথা বলবো। এই বিষয়ে দক্ষিণ মালদার বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী জানান, বর্তমানে হোটেল রেস্তোরাঁয় মধুচক্রের মতো ঘটনা বেড়েই চলেছে। টাকার বিনিময়ে পুলিশ এই ধরনের কাজের অনুমতি দিচ্ছে। গভীর রাত পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা চলে। এই ধরনের ঘটনায় যে কোনদিন খুন জখম হতে পারে। পুলিশের উচিত অবিলম্বে এই বিষয়ে নজর দেওয়া। না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো।

প্রখর দাবদাহ উপেক্ষা করে দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল, সিপিএম ও বিজেপি প্রার্থীদের পদযাত্রা জনজোয়ার

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ১৬ মে ঃ ভোট যত এগিয়ে আসছে বাড়ছে প্রচার জনসংযোগ ও পদযাত্রা পথসভা। বৃহস্পতিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ডে পদযাত্রায় প্রচার জনসংযোগ করলেন দমদম কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়। হুটার জিপে চড়ে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা, তৃণমূল সভাপতি সুখেন মজুমদার কে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডের রাস্তায় অলিগলিতে দু হাত করজোড়ে ভোট প্রার্থনা করেন সৌগত রায়। প্রবল গরমে ডাব ও খেতে দেখা যায় সৌগত রায়কে। রাস্তার মোড়ে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে সৌগত রায়কে আশীর্বাদ করেন আবার মহিলারা শঙ্খ ও উলু ধ্বনি দিয়ে সৌগত রায় কেউ মালা পড়িয়ে বা ফুলের তোড়া দিয়ে ফুল ছিটিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের নেতাজী সুভাষ রোডে শারদা শতদল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। রাস্তার দু ধারে অগনিত মানুষ সৌগত রায়কে গলায় মালা ও দেন। হাত করজোড়ে কিংবা হাত নেড়ে ও ভোট প্রার্থনা করেন প্রার্থী। পদযাত্রা শেষ হয় জোড়াপুকুর মহাজাতি পরিষদ প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন ওয়ার্ডের মা - বোনেরা মাসিমারা ও পদযাত্রায় সামিল হয় এদিন। শ্লোগান ওঠে দমদমে আরেকবার সৌগত রায়। ঢাক বাদ্যি সহকারে ট্যাবলো নিয়ে প্রভাতী প্রচারে আলোড়ন ফেলে দেয় নববারাকপুরে। এদিন বিকেলে পুরসভার ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডে ও পদযাত্রায় এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশরপাড়া স্টেশন সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ডের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। শেষ হয় ১৯ নং ওয়ার্ডের অঙ্গনা অনুষ্ঠান ভবনে। ছিলেন চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা, ভাইস চেয়ারম্যান স্বপ্না বিশ্বাস, পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার, আরতি দাস মল্লিক সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন ও তৃণমূল

নেতৃত্বরা । বিদায়ী সাংসদ তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় বলেন, পদযাত্রায় মানুষের ঢল নেমেছে। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে সাংসদ তহবিলের অর্থে এলাকায় বহু উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়নের নিরিখে মানুষ চতুর্থবারের জন্য পুনরায় নির্বাচিত করবে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। নিউ বারাকপুর থেকে জয়ের মার্জিন বাড়বে বলে ধারণা বিদাযী সাংসদের। পদযাত্রায় পুরসভার পুরপ্রধান, উপপুরপ্রধান সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গন ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে সামিল হয় এদিন। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী বিধাননগর পুরনিগমের ১১,১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডে পথ পরিক্রমা করে প্রচার পদযাত্রা জনসংযোগ করলেন। পদযাত্রা শুরু হয় বাগুইআটি বাগুইপাড়া বড় পুকুরের সামনে থেকে। শেষ হয় রঘুনাথপুর ভিআইপি রোডের সামনে। বহু মানুষ সামিল হন পদযাত্রায়। বিজেপি প্রার্থী শীল ভদ্র দত্ত ও পানিহাটি, বরাহনগর ও খড়দহ বিধানসভা এলাকায় তিনটি পদযাত্রা সেরে রাতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন। প্রচার জনসংযোগ করলেন বিভিন্ন এলাকায়।

অরূপের নামে ১০০ কোটির মানহানির মামলা সুভাষ সরকারের, বাঁকুড়ায় ভোট পঁচিশে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৬ মে ঃ তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও মানহানির মামলা করলেন বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকার। আগামী ২৫ মে বাঁকুড়ার ভোট লড়াইয়ে দুজনেই মুখোমুখি হতে চলেছেন। তাই প্রচার নিয়ে বেশ উত্তেজিত দুই প্রার্থীই। মানুষের নজরে থাকার জন্য পরস্পরের দিকে বাক্যবাণ ছুঁড়ছেন ক্রমাগত। মঙ্গলবার প্রচারে গিয়ে অরূপ চক্রবর্তী বলেছিলেন, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও অধিকার নেই সুভাষ সরকারের। চাইলে স্ক্রুটিনির দিনই তাঁকে ফেলে দিতে পারতাম। প্রশ্ন তোলেন সাংসদ তহবিলের টাকা নিয়েও। এরপরেই তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা করলেন সুভাষ সরকার। তাঁর অভিযোগ, কোনও প্রমাণ ছাড়াই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জনসমক্ষে সাংসদ এলাকার উন্নয়ন তহবিল সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। একই সঙ্গে সুভাষ সরকার জানান, সংসদ তহবিলের সমস্ত তথ্য জেলাশাসকের কাছে থাকে। তৃণমূল প্রার্থী ওই বিষয়ে যেসব কথা বলেছেন তাতে তাঁর মানহানি হয়েছে। তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাঁকুড়া জেলা আদালতে তাঁর আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা যায় বিদায়ী সংসদ সুভাষ সরকারকে। বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের আইনজীবী কৃষ্ণেন্দু গুপ্ত এবিষয়ে বলেন, ভোটের সময় উনি যে সব কথা বলছেন তাতে কোন সত্যতা নেই। ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের যা খরচ হয় তার সমস্ত অডিট হয়। উনি মিথ্যাচার করছেন। এসব বন্ধ হওয়া দরকার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ জি, ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১২৩, ১২৪ ধারায় মামলা করা হয়েছে, এবার ১০০ কোটি টাকার মানহানির মামলা রুজু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী বলেন, এমপি তহবিলের হিসাব উনি ঠিকমতো দিতে পারছেন না, গঠনমূলক কোন কাজই করেননি। এরপরেই তাঁর যুক্তি সুভাষ সরকারের নার্সিংহোমে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়েছিল। ওনার ছেলে ডাক্তার হলেও 'অপারেশন করার কোনও সার্টিফিকেট নেই, আদালতে মামলা হয়েছে। এমনকী বিদ্যুৎ চুরির মামলায় উনি ও ওনার ভাইয়ের যুক্ত থাকার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এনেছি। তাই গাত্রদাহ থেকে এই মানহানির মামলা করেছেন। উকিল কী জিনিস উনি জানেন না, ওর বিরুদ্ধে ২৫টা মামলা করব।

ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন মমতা, আশঙ্কা অধীরের

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৬ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস নেই। ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন। তৃণমূল নেত্রীকে বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই ঠেস দেন বিদায়ী লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীরের দাবি, লোকসভা ভোটের ফলে যদি বিজেপি অনেক আসন পায়, তাহলে মমতা পালটি খেয়ে ওদেরও সমর্থন করতে পারেন। বুধবারই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হুগলিতে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, আইএনডিআই জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে তৃণমূল। নিজেকে ওই জোটের রূপকার বলেও দাবি করেছেন মমতা। অধীরবাবু বলেন, তিনি মমতাকে বিশ্বাস করেন না। উনি বাংলায় জোট ভেঙে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এনডিএ-কে সমর্থনের লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। সোমবার, ২০ মে লোকসভার পঞ্চম দফার ভোটের ঠিক মুখে আইএনডিআই জোটের ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ওঠায় ফাটল যেন দীর্ঘতর হচ্ছে। তবে অধীরবাবু বলেন যে, মমতার এই কথাতেই মনে হয় যে, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটই ক্ষমতায় আসছে। অধীরবাবু বলেন, বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসকে ধ্বংস করা। ওরা বলে বেড়াচ্ছে কংগ্রেস ৪০টির বেশি আসনে জিততে পারবে না। কিন্তু, মমতার কথায় একটা বিষয় পরিষ্কার যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন আইএনডিআই জোটই ক্ষমতায় আসছে।

পাট বোঝাই ভুটভুটি ভ্যানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মে ঃ পাট বোঝাই ভুটভুটি ভ্যানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বিক্রির জন্য গোডাউনে নিয়ে যাওয়ার পথেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। তড়িঘড়ি করে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেন।

বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার গাজোল ব্লকের ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ধারে। জানা গেছে সংশ্লিষ্ট ব্লকের হরিদাস গ্রামের এক কৃষক বিক্রির জন্য গাজোলের পাঁচপাড়া এলাকায় পাটের গোডাউনে ভুটভুটি ভ্যানে পাট বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার পথেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে গাজোল পুলিশ। যদিও আগুন লাগার মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পান ভুটভুটি চালক। আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালে যদিও পাটের অধিকাংশই পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক তারের সংস্পর্শে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে খবর। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন মুজাফফর আহমেদ ভবনে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ মে ঃ চার ধাপে নির্বাচন হয়ে গেছে ইতিমধ্যে অধিকাংশ ভোট পড়ে গেছে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে কোনরকম জানানো হয়নি আমাদের কত পার্সেন্ট ভোট এই মুহূর্তে পড়েছে। এটা খুবই নিন্দনীয় বিষয় চার দফা ভোটের পর একটা জিনিস কষ্ট হয়েছে বিজেপির মধ্যে কৌতুহল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন অব কি বার ৪০০ পার কিন্তু সেটা আদৌ পূরণ হবে কিনা একটা জিনিস পরিষ্কার আছে ইন্ডিয়া জোর অধিকাংশ ভোট পেয়েছে তার ফলে বিজেপির প্রচারে অনেকটা ফের বদল হয়েছে এবং তাদের হাতে শুধু জাতি ভোট ছাড়া আর কিছুই নেই বিজেপির হাতে ধর্মীয় বিভাজনের ছড়া আর কিছুই নেই শুধু হিন্দু এবং মুসলমান করেই তারা রাজনীতি করে যাচ্ছে বিভাজন করে শুধু হিন্দু ভোটারদের প্রভাবিত করে রেখেছেন বিজেপি সরকার আপকি বার চারশো পার মোদী বলেছিলেন কিন্তু চার দফার ভোটের পর বোঝা যাচ্ছে ২৫০ আসনের বেশি পাবে না বিজেপি সরকার এবং ইন্ডিয়া জো ট ৩০০র বেশি আসন পেয়ে জয়ী হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে শুনতে পেলাম ইন্ডিয়া জোটকে উনি তৈরি করেছেন এই ধরনের ভুলভাল মন্তব্য করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের প্রথম দুবার বৈঠকে ওনাকে দেখা গেছে কিন্তু তারপর থেকে ওনার কোন দেখা নেই। একটা জিনিস কষ্ট আছে উনি ইন্ডিয়া জোটেনে উনি বলেছেন ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে দিয়ে সাপোর্ট করবে। এই মন্তব্য করে উনি কাকে কনফিউজ করতে চাইছেন আমরা দেখেছি বিজেপি সরকার ইডি আরসিবিআই কে নিজের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন অপজিশনের পার্টিকে ভাঙার জন্য ভয় দেখিয়ে এবং বিজেপি যোগ করেই তাদের যত ধরনের দুর্নীতি কলঙ্ক সবকিছুকে মুছে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে ১০৬ টি ক্যান্ডিডেট কে তারা অন্য পার্টি দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিযে এসে নিজের পার্টিতে যোগদান করিয়েছেন এবং তারা নিজেরা আত্মসমর্পণ করেছে বিজেপি পার্টির কাছে দুর্নীতি দিয়ে বাঁচার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সিএএ ঠিক আছে কিন্তু এনআরসি ঠিক নয়। এ ছাড়া এন আর সি হয়নি। নন্দীগ্রাম নিয়ে কে কি করেছে সেটা জনতা জানে, তাই নতুন করে এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতি বদলার উপরেই আছে। আর আমি মানি না রাজনীতির মধ্যে কোন রকমের বদলা নিয়ে রাজনীতি করা যায় হিংসা এবং পদ্মার আঁধারে রাজনীতি কোনদিনই হতে পারে না।

পুলিশের জালে আন্তর্জাতিক অসাধু চক্রের পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ লোক দেখানোর জন্য ছিল শুধু সাধারন মোবাইল ও জেরক্স এর দোকান। সকালে বোকা বোকা চোখ মুখ নিয়ে সরল ভাবে দোকানে এসে দোকানদারী করতো।সবার কাছে গুড বুকেই ছিল ওই ব্যক্তি। তবে বৃহস্পতিবার সেই ব্যক্তি পুলিশের জালে ধরা পরতেই রহস্যর উদ্ঘাটন হল সাধারন মানুষের কাছে। এমনই পুলিশকে বোকা বানাতে গত একবছর আগে জটিয়াকালী বাজারে মোবাইল, জেরক্স এর দোকান দিয়েছিল জটিয়াকালী সংলগ্ন সন্যাসীকাটা নিবাসী সাব্বির আলী। নম্র স্বভাবের ওই ব্যক্তির পেছনের আসল চেহারাটা যে অন্যরকম তা ভাবতেই পারেনি অনেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎই শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও এনজেপি থানা যৌথ ভাবে হানা দেয় সাব্বির আলীর দোকানে। দোকানে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক সিম কার্ড, ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও কিছু মেসিন উদ্ধার করে। নকল আধার, ভুয়ো সিম ও আন্তর্জাতিক ফোন কল ব্যাবহারের জন্য সাব্বির আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশের অনুমান দুবাই, জাপান, পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। কোন আন্তর্জাতিক অসাধু চক্রের সঙ্গে সাব্বিরের যোগাযোগ রয়েছে বলেও পুলিশের অনুমান। ধৃতকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

পৌরসভার পৌর পরিষেবা উন্নত করতে ৯ টি গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৬ মে ঃ কোচবিহার পৌরসভার পৌর পরিষেবা উন্নত করতে নয়টি গাড়ি, চারটি জেসিবি এবং একটি অ্যাম্বুলেন্স কিনেছে কোচবিহার পৌরসভা। কোচবিহার পৌরসভার অন্তর্গত ২০ টি ওয়ার্ডের সাফাই অভিযানের জন্য নতুন নটি গাড়ি চারটি জেসিবি ব্যবহার করা হবে ব্যবহার করা হবে। আজ নতুন গাড়ি গুলি কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে সেসব গাড়ির পূজো দিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার সকল আধিকারিক এবং কাউন্সিলররা।

গ্রেফতার সোনাপাচার চক্রের কিংপিন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৬ মে ঃ দীর্ঘদিন ধরে সোনা পাচারের রমরমা চলছিল। অভিযুক্তকে কোনও ভাবেই নাগালের মধ্যে পাচ্ছিল না গোয়েন্দারা। তবে ছাড়ার পাত্র নন তারাও। কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের জালে আন্তর্জাতিক সোনা পাচার চক্রের এক পান্ডা। ধৃতের নাম সুমন কর্মকার। বাড়ি কোচবিহারে দিনহাটায়। সম্প্রতি একটি সোনা পাচারের ঘটনায় এই ব্যক্তি নাম প্রকাশ্যে আসে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিলিগুড়ির DRI দফতরে ডেকেছিল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। জেরায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় তাকে গ্রেফতার করেন তাঁরা। জানা গেছে, গত ১১ এপ্রিল সেন্ট্রাল ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স (ডিআরআই) এর দল শিলিগুড়িতে বিহারের একটি বড় সোনা চোরাচালান চক্রকে আটক করে। পাচারকারীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ডিআরআই দল দুই রিসিভারকে গ্রেফতার করে। সেই ঘটনায় বিধুভূষণ রায়, বাড়ি কোচবিহারের পুন্ডিবাড়ি, বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা দিনেশ পারেখ ও মনোজ কুমার সিনহা নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই মূল পাণ্ডার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকেরা সুমন কর্মকারকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেন। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

মুখোমুখি সংঘর্ষ, ভয়াবহ দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ১৬ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি দইসাই এর কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার সকালেই কাঁথিতে দইসাই বাসস্ট্যান্ডের কাছে ভয়াবহ বাস ও প্রাইভেট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ। প্রাইভেট গাড়িতে থাকা কতজন ছিল সঠিকভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যাচ্ছে চারজন কি পাঁচ জন থাকতে পারে, গাড়িটি এমন ভাবে দুমড়ে মুছড়ে গেছে ভিতরে সঠিক কতজন আছে বোঝাই যাচ্ছে না। ঘটনাস্থলে ছোট গাড়ির ভেতরে থাকা সবাই মারা যায়। ঘটনা স্থল থেকে জানা যায় শিবশক্তি নামে বাসটি দীঘা থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। অপরদিকে দীঘার দিকে আসা ছোট প্রাইভেট গাড়িটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাসটির। ছোট গাড়ি তে থাকা ব্যক্তিদের সঠিক ঠিকানা জানা না গেলেও অনুমান করা হচ্ছে গাড়িটি নদীয়ার, মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা সবাই ঘটনা স্থলে মারা যান, এমন ভাবে গুরুতর সংঘর্ষে হয়েছে যার ফলে গাড়ি থেকে মৃতদেহগুলিকে বের করানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে। গাড়িতে মৃতদেহ আটকে থাকা অবস্থায় গাড়িটিকে মারিশদা থানায় নিয়ে আসা হয়।

ভিন রাজ্য থেকে অপরাধীকে ধরা হলে স্থানীয় থানার লকআপেই রাখতে হবে

কলকাতা, ১৬ মে ঃ ভিন রাজ্য থেকে কোনও অপরাধীকে ধরা হলে তাকে স্থানীয় থানার লকআপেই রাখতে হবে। দিল্লিতে রাজ্য সরকারি অতিথিশালা বঙ্গভবন থেকে সম্প্রতি এক অভিযুক্তর ফেরার হওয়ার ঘটনার জেরে রাজ্যের এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা এই মর্মে সমস্ত জেলা ও কমিশনারেটকে এই মর্মে কঠোর নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। রাজ্যে পুলিশের যেসব আধিকারিক ভিন রাজ্যে অপরাধী ধরতে যাচ্ছেন, তাঁদের যেন বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় সেই ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে রাজ্য পুলিশ এক দিল্লি থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে বঙ্গভবনে রাখে। উপযুক্ত নিরাপত্তা না থাকায় সেই অভিযুক্ত দরজা খুলে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জারি করা নির্দেশিকায় ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে রাজধানী থেকে কোনও অভিযুক্তকে ধরে আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবেন না রাজ্য পুলিসের কোনও অফিসার। ধৃতকে স্থানীয় থানার লকআপেই রাখতে হবে।

পানীয় জলের অভাব, বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ মে ঃ ট্রেনের বগির মতো লম্বা লাইন। সকলের হাতে খালি বালতি অথবা কলসি। পানীয় জলের জন্য কেউ সকাল থেকে আবার কেউ ভোর থেকে কলসি বালতি রেখে লাইনে দাঁড়িয়েছেন কলের সামনে। কিন্তু জলের দেখা নেই। এই সমস্যা এক দু দিনের নয় প্রায় এক বছর হতে চলল। গরম পড়তেই সেই সমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনা মালদার ইংলিশবাজার ব্লকের কোতুযালি অঞ্চলের গণিপুর এলাকার। সমস্যার কথা কার্যত স্বীকার করে নিযেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তিনি জানান কোতুয়ালি অঞ্চলের একাধিক জায়গায় গরম পড়তেই জল সংকট দেখা দিয়েছে। পিএইচই দপ্তরের পক্ষ থেকে জল সরবরাহ করা হলেও এখন তা অনিয়মিত। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেক ঘরে ঘরে জল পৌঁছে যাবে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। গ্রামবাসীরা জানান প্রায় এক বছর ধরে এই সমস্যা। নিয়মিত জল আসে না। সময় সীমা নেই। জলের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। তাও বিগত কয়েকদিন ধরে জল আসছে না। জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই তাদের। বিষয়টি তারা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি।

বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৬ মে ঃ জলপাইগুড়ি চা বাগানের মন্দির লাইনের বাসিন্দা বিষ্ণু নায়েক। প্রখর রোদের মাঝেই বজ্রপাত, মৃত্যু হলো এক মেষ পালকের। বজ্রপাতে মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির, শোকস্তব্ধ গুরজং ঝোড়া চা বাগান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার চড়া রোদের পর দুপুরের দিকে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হয় এই চা বাগান সংলগ্ন এলাকায়। সেই সময়ে মাঠে ছাগল চরাতে গিয়েছিলেন রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরজং ঝোড়া চা বাগানের মন্দির লাইনের বাসিন্ধা বিষ্ণু নায়েক। চলছিলো বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি । কিছু বুঝতে পারার আগেই বজ্রপাত হয়। ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাঠে লুটিয়ে পরে বিষ্ণু। গ্রামবাসীরা তড়িঘড়ি বিষ্ণুকে উদ্ধার করে মাল সুপার স্পেশালিটি নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বিষ্ণু নায়ককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে ডুয়ার্সের গুরজং ঝোড়া চা বাগানে। পুলিশ মৃত দেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে শ্রীমতী নমিতা মালিক, স্বামী- দীপঙ্কর মালিক, ঠিকানা- ধুলুক গ্রাম, থানা- জামালপুর, জেলা পূর্ব বর্ধমান, গত ১০।০৪।২০২৪ তারিখ থেকে নিখোঁজ। গত ১৪।০৪।২০২৪ তারিখে এই মর্মে নাদনঘাট থানায় একটি ডায়েরিও দাখিল করা হয়েছে (FIR No. 246/24, Dt. 14.04.2024)। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি খোঁজ পেলে নাদনঘাট থানায় এবং (ফোন-৮৩৪৮৯৪৫৬০৩) - এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নিখোঁজের সময় তার পড়নে ছিলো হলুদ চুরিদার এবং লাল পাজামা, গায়ের রং-শ্যামলা, উচ্চতা-আনুমানিক ৫ ফুট ৩ ইঞ্চির কাছাকাছি, চেহারা-সাধারণ, ভাষা-বাংলা।

নোটিশ

আমার মক্কেল স্বপন সর্দার, প্রয়াত মোহন চন্দ্র সর্দারের ছেলে, বিই ১২ / ৩, দেশবন্ধু নগর, বাগুইআটি, রাজারহাট গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৯, ২০১৯ সালের জন্য দলিল নং ১৫০৪০১৪৫২ হারিয়েছেন, নং ৯৩০১৯। ২০০১ সালের জন্য, ২০০১ সালের জন্য নং ০৫৯৮৬ এবং এছাড়াও ১৪-০৫-২০২৪ তারিখে জিডি এন্ট্রি নং ১১২২ এর মাধ্যমে বাগুইআটি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছেন। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাইহোক না কেন, এই তারিখের ০৭ দিনের মধ্যে সহকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই তা অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি থাকে তা বলে গণ্য করা হবে। মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

নোটিশ

আমার মক্কেল সঞ্জু মন্ডল, সি /ও আফাজ উদ্দিন মন্ডল গ্রাম বারঘরিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা, পিএস স্বরূপনগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩২৪৭ ২০১৫ সালের জন্য দলিল নং ১১৮৮ হারিয়েছেন এবং স্বরূপনগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। ১৮-০১-২০২৪ তারিখের জি .ডি এন্ট্রি নং ২৮০ এর মাধ্যমে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ০৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই সমর্থক ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি বলে গণ্য করা হবে মওকুফ করা হয়েছে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

সঙ্গীতা পলি
উকিল
ফোন নং. ৮৫৮৫৮৫৫০৮৭

পূর্ব রেলওয়ে

বাতিলকরণের বিজ্ঞপ্তি

ডেপুটি সিপিএম/ইএলইসি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রকাশিত **টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-জিএসইউ -ওটি-১৩-২০২৩-২৪** -এর বাতিলকরণ। **প্রশাসনিক কারণে উক্ত টেন্ডার নোটিশ নং বাতিল করা হচ্ছে।**

SDAH-58/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ও-এসি-টি-৪১ থেকে ৬৬-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখ ১৫.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল পিন- ৭১৩৩০১ কর্তৃক আসানসোল ডিভিসনের ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত শুরু হওয়া সময়ে জোনাল কাজের (সাধারণ, রাস্তা, কাঠ ও পাইপ বসানো এবং স্যানিটারি ইনস্টলেশন এবং সেতু) কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং.; টেন্ডার নং.; এইএন; জোন নং. ২৪-২৫; কাজের নাম; টেন্ডার মূল্য ও দরপ্রস্তাব জামিন** নিম্নরূপ ঃ **(১) ও-এসি-টি-৪১-২৪-২৫;** এইএন/দুর্গাপুর; ১; এসএসই (ওয়ার্কস)/পানাগড়-এর অধীনে সকল ক্ষুদ্র রাস্তা, লেভেল ক্রশিং, কাঠ, পাইপ বসানো ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত খানা -অন্ডাল শাখায় কিমি ১২০.৭০ থেকে ১৮০.০০, এসএল শাখায় কিমি ০.০০ থেকে ৩৮.০০ এবং মিলিটারি বেস, সকল পরিষেবা ও স্টেশন বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স ও কলোনিসমূহে জোনাল কাজ; ৭৫ লাখ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **(২) ও-এসি-টি-৪২-২৪-২৫;** এইএন/দুর্গাপুর; ২; এইএন/দুর্গাপুরের অধীনে জোনাল ব্রিজের কাজ; ৫১ লাখ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **(৩) ও-এসি-টি-৪৩-২৪ -২৫;** এইএন/১/আসানসোল; ৩; এসএসই/ওয়ার্কস/।/অন্ডালের অধীনে সকল ক্ষুদ্র রাস্তা, লেভেল ক্রশিং, কাঠ, পাইপ বসানো ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত অন্ডাল-আসানসোল শাখায় কিমি ১৮০.০ থেকে কিমি ২১৫.৫ পর্যন্ত ওয়ারিয়া (ব্যতীত) থেকে আসানসোল (ব্যতীত) পর্যন্ত সকল পরিষেবা ও স্টেশন বিল্ডিং-এর জোনাল কাজ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(৪) ও-এসি-টি-৪৪-২৪ -২৫;** এইএন/১/আসানসোল; ৪; এসএসই/ওয়ার্কস/।/অন্ডালের অধীনে সকল ক্ষুদ্র রাস্তা, লেভেল ক্রশিং, কাঠ, পাইপ বসানো ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত ডিজেল শেড, বিওএক্সএন, আপ ইয়ার্ড ইত্যাদি এবং অন্যান্য সকল অ্যাসেটস -এর জোনাল কাজ; ৫১ লাখ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **(৫) ও-এসি-টি-৪৫-২৪-২৫;** এইএন/১/আসানসোল; ৫; এইএন/১/আসানসোল-এর অধীনে জোনাল ব্রিজের কাজ; ৫১ লাখ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **(৬) ও-এসি-টি-৪৬-২৪ -২৫;** এইএন/২/আসানসোল; ৬; সীতারামপুর (ব্যতীত) থেকে প্রধানখুন্তা (ব্যতীত) শাখায় সীতারামপুর থেকে প্রধানখুন্তা পর্যন্ত সকল জোনাল কাজ। এর মধ্যে সকল পরিষেবা ভবন ও কলোনি ইত্যাদি এবং লেভেল ক্রশিং, ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠের কাজ, পাইপ বসানো ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এসএসই/ওয়ার্কস/সীতারামপুর-এর অধীনস্থ; ৭৫ লাখ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **(৭) ও-এসি-টি-৪৭-২৪-২৫;** এইএন/২/আসানসোল; ৭; বরাচক থেকে সালানপুর শাখায় কিমি ২১৫.০০ থেকে ২২৭.০০ পর্যন্ত হীরাপুর ইয়ার্ড এবং সীতারামপুর স্টেশন ও কলোনিতে সকল জোনাল কাজ। এর মধ্যে সকল পরিষেবা ভবন ও কলোনি ইত্যাদি এবং লেভেল ক্রশিং, ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠের কাজ, পাইপ বসানো ও স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এসএসই/ওয়ার্কস/সীতারামপুর-এর অধীনস্থ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(৮) ও-এসি-টি-৪৮-২৪-২৫;** এইএন/২/আসানসোল; ৮; এইএন/২/আসানসোল-এর অধীনে জোনাল ব্রিজের কাজ; ৩০ লাখ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। **(৯) ও-এসি-টি-৪৯-২৪-২৫;** এইএন/২/আসানসোল; ৯; সিনি. ডিইএন/।/আসানসোল-এর অধীনে জেডটিসি/ভুলি, ধানবাদ-এর রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(১০) ও-এসি-টি-৫০-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ১০; এসএসই/ওয়ার্কস/ইস্ট/আসানসোল-এর অধীনে ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠ, পাইপ বসানো, স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত আসানসোল ট্রাফিক কলোনি, দোমোহানি কলোনি, রেলপার কলোনিতে সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর জন্য জোনাল কাজ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(১১) ও-এসি-টি-৫১-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ১১; এসএসই/ওয়ার্কস/ইস্ট/আসানসোল-এর অধীনে ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠ, পাইপ বসানো, স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত আসানসোল অফিসার্স কলোনি এবং আড়াডাঙ্গা/ওল্ড স্টেশন কলোনিতে সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর জন্য জোনাল কাজ; ৭০ লাখ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা। **(১২) ও-এসি-টি-৫২-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ১২; এসএসই/ওয়ার্কস/ওয়েস্ট/আসানসোল-এর অধীনে ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠ, পাইপ বসানো, স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত লোকো, বুধা, হসপিটাল এবং বার্লিংটন, মহুয়াডাঙ্গা, চাঁদমারি এবং চেলিডাঙ্গাতে সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর জন্য জোনাল কাজ; ৮০ লাখ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **(১৩) ও-এসি-টি-৫৩-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ১৩; এইএন(এইচকিউ)/আসানসোল-এর অধীনে এসএসই/ওয়ার্কস/ইস্ট/আসানসোল-এর আওতাধীনে ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠ, পাইপ বসানো, স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত বরাকর, সীতারামপুর পাম্প হাউস ইত্যাদি সহ সকল পরিষেবা ভবন, স্টেশন বিল্ডিং যথা প্ল্যাটফর্ম, চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, আরআরআই, আরপিএফ বিল্ডিংসমূহ, ট্রাফিক এবং দোমোহানি হেলথ ইউনিটের জোনাল কাজ; ৮০ লাখ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **(১৪) ও-এসি-টি-৫৪-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ১৪; এসএসই/ওয়ার্কস/ ওয়েস্ট /আসানসোল-এর আওতাধীনে ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠ, পাইপ বসানো, স্যানিটারি ইনস্টলেশন কাজ সমেত সকল সার্ভিস বিল্ডিং, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, লোকো স্টেডিয়াম, ডিআরএম-এর অফিস, ইলেকট্রিক লোকো শেড, এমইএমইউ শেড, আরপিএফ ব্যারাক ইত্যাদির জোনাল কাজ; ৮০ লাখ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **(১৫) ও-এসি-টি-৫৫-২৪-২৫;** এইএন/২/অন্ডাল; ১৫; এসএসই/ওয়ার্কস/ পান্ডবেশ্বর-এর অধীনে সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স ও পরিষেবা ভবনে, লেভেল ক্রশিং, রাস্তা, কাঠ এবং পাইপ/ স্যানিটারি কাজ সমেত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য অন্ডাল (ব্যতীত) থেকে সাঁইথিয়া (ব্যতীত) পর্যন্ত এএস কর্ড লাইনে জোনাল কাজ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(১৬) ও-এসি-টি-৫৬-২৪-২৫;** এইএন/২/অন্ডাল; ১৬; এসএসই/ওয়ার্কস/ পান্ডবেশ্বর-এর অধীনে সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স ও পরিষেবা ভবনে, লেভেল ক্রশিং, রাস্তা, কাঠ এবং পাইপ/ স্যানিটারি কাজ সমেত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য তাপসী হয়ে অন্ডাল-সীতারামপুর লুপ লাইনে অন্ডাল (ব্যতীত) থেকে সীতারামপুর (ব্যতীত) পর্যন্ত লাইনে জোনাল কাজ; ৪০ লাখ টাকা ও ৮০,০০০ টাকা। **(১৭) ও-এসি-টি-৫৭-২৪-২৫;** এইএন/২/অন্ডাল; ১৭; এসএসই(ওয়ার্কস)/ পান্ডবেশ্বর-এর অধীনে ব্রিজসমূহের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ৪০ লাখ টাকা ও ৮০,০০০ টাকা। **(১৮) ও-এসি-টি-৫৮-২৪-২৫;** এইএন/১/অন্ডাল; ১৮; এসএসই (ওয়ার্কস)/II/অন্ডাল-এর অধীনে পরিষেবা ভবন সমেত সাউথ কলোনি, ওয়ার্কশপ কলোনি এবং দামোদর কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার্স-এ রাস্তা, কাঠ এবং পাইপ/স্যানিটারি কাজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ৯০ লাখ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **(১৯) ও-এসি-টি-৫৯-২৪-২৫;** এইএন/১/অন্ডাল; ১৯; এসএসই (ওয়ার্কস)/II/অন্ডাল-এর অধীনে পরিষেবা ভবন সমেত ট্রাফিক কলোনি, ৯ নং কলোনি, ১২ নং কলোনি, ১১ নং. কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার্স-এ রাস্তা, কাঠ এবং পাইপ/স্যানিটারি কাজ সমেত মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ৯০ লাখ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **(২০) ও-এসি-টি-৬০ -২৪-২৫;** এইএন/১/অন্ডাল; ২০; এসএসই (ওয়ার্কস)/II/অন্ডাল-এর অধীনে পরিষেবা ভবন সহ ডিএসইওয়াই কলোনি সমেত ব্রিজের কাজ, বিদ্যালয় এবং পাম্প হাউস সমেত রাস্তা, কাঠ এবং পাইপ/স্যানিটারি কাজ সহ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ৬০ লাখ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **(২১) ও-এসি-টি-৬১ -২৪-২৫;** এইএন/মধুপুর; ২১; এসএসই (ওয়ার্কস)/মধুপুর-এর অধীনে লেভেল ক্রশিং, ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠের কাজ, পাইপ বসানো এবং স্যানিটারি কাজ সমেত সকল পরিষেবা ভবন এবং কলোনি ইত্যাদিতে সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায় রূপনারায়ণপুর (সহ) কিমি ২২৭.২০০ থেকে জসিডি (ব্যতীত) পর্যন্ত সকল জোনাল কাজ; ৭০ লাখ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা। **(২২) ও-এসি-টি-৬২-২৪-২৫;** এইএন/মধুপুর; ২২; এসএসই/ওয়ার্কস/মধুপুর-এর অধীনে সকল পরিষেবা ভবন এবং কলোনিসমূহ ইত্যাদি এবং লেভেল ক্রশিং, ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠের কাজ, পাইপ বসানো এবং স্যানিটারি কাজসমূহ সমেত মধুপুর থেকে গিরিডি (সমেত) পর্যন্ত সকল জোনাল কাজ; ৫১ লাখ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **(২৩) ও-এসি-টি-৬৩-২৪-২৫;** এইএন/মধুপুর; ২৩; এইএন/মধুপুর-এর অধীনে জোনাল ব্রিজের কাজ; ৩০ লক্ষ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। **(২৪) ও-এসি-টি-৬৪-২৪-২৫;** এইএন/জসিডি; ২৪; এসএসই/ওয়ার্কস/জসিডি-র অধীনে লেভেল ক্রশিং, ক্ষুদ্র রাস্তা, কাঠের কাজ, পাইপ বসানো এবং স্যানিটারি কাজসমূহ সমেত সকল সার্ভিস বিল্ডিং ও কলোনি সমেত জসিডি (সহ) থেকে ঝাঝা (ব্যতীত) যা সীতারামপুর-ঝাঝা শাখায়, জসিডি থেকে বৈদ্যনাথধাম (সহ), জসিডি থেকে দুমকা (সহ) এবং দেওঘর (সহ) থেকে বাঁকা (ব্যতীত) পর্যন্ত সকল জোনাল কাজ; ৭৫ লাখ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **(২৫) ও-এসি-টি-৬৫-২৪-২৫;** এইএন/জসিডি; ২৫; এইএন/জসিডি-র অধীনে ব্রিজের জোনাল কাজ; ৩০ লাখ টাকা ও ৬০,০০০ টাকা। **(২৬) ও-এসি-টি-৬৬-২৪-২৫;** এইএন/এইচকিউ/আসানসোল; ২৬; এইএন/এইচকিউ/আসানসোল-এর অধীনে আসানসোলে আরপিএফ মহিলা ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পাসের রক্ষণাবেক্ষণের জোনাল কাজ; ১০ লাখ টাকা ও ২০,০০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে দেখতে পাওয়া যাবে।

ASN-48/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘দেশের ফুটবলে আমার জায়গাটা কে নেবে, দেখার অপেক্ষায় থাকব’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কথা বলতে বলতে থেমে যাচ্ছেন। আবেগ আঁকড়ে ধরছে। মনে বয়ে চলেছে ঝড়। শুরুর দিনগুলোয় কেউ কি ভাবেন, কবে শেষ করবেন? তিনিও ভাবেননি। ভাবনা তখন আসে, যখন শরীর জবাব দেয়। ফিসফিস করে বলতে শুরু করে, আর পারছি না, এ বার থামো। ক্লান্তি? চোট? নাকি স্রেফ বয়স থাবা বসিয়েছে জেদে? কখনও চোখ ভিজে যাচ্ছে তাঁর। হঠাৎ ঘিরে ধরছে খণ্ড নীরবতা। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কিছু শব্দ উগড়ে দিচ্ছেন। বিড়বিড় করে বলছেন, ‘১৯টা বছর!’ ১৯টা বছর? ২০০৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পা রেখেছেন জাতীয় টিমে। চোখের পলকে সুনীল ছেত্রী পার করে দিলেন ১৯টা বছর! তিনি বিস্মিত যত না, ভারতীয় ফুটবল প্রেমীরা তার থেকেও অনেক বেশি। ফুটবলারের কেরিয়ার, সাফল্যের সপ্তমস্বর্গে থেকেও এতটা লম্বা হতে পারে? অবসর ঘোষণার পর কী বললেন সুনীল? যদি বিরাট কোহলি কোনও টুইট করেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল হয়ে যায়। ক্রিকেটারদের অনেকেই তারকার আসনে বসে পড়েছেন। ফুটবলে সেই জায়গা একমাত্র সুনীলের। অবসর ঘোষণা করে যে ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন, চোখের পলকে ভাইরাল। ঠিক যেমন, তাঁর গোলের ভিডিয়ো-ছবি হয়। তাতে সুনীল বলে দিলেন, ‘‘ভারতের হয়ে খেলা প্রথম ম্যাচ এখনও ভুলতে পারিনি। ম্যাচের দিন সকালে কোচ আমাকে ঘরে ডেকে বলেছিলেন, তুমি খেলছ। সেই পুরোটা দিন, ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ, মাঠে নামা, খেলা, এবং অভিষেক ম্যাচে ৮০ মিনিটে গোল পাওয়া, আমি কখনও ভুলতে পারিনি। জীবনের সেরা মুহূর্ত। আজ বারবার ঘুরে আসছে দিনটা। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে সব কিছু।’’ ১৯ বছর ধরে খেলবেন দেশের হয়ে, ভাবেননি কখনও। সুনীল বলছেন, ‘‘১৯ বছর ধরে দায়িত্ব, চাপ আর সাফল্যের অবিশ্বাস্য মিশেলের মধ্যে কেটেছে। আমি কখনও ভাবিনি, দেশের হয়ে এতটা লম্বা খেলব। এতগুলো ম্যাচ খেলব। এত গোল করব। গত দেড় দু’মাস ধরেই ভাবছি। শেষ পর্যন্ত অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি, এটাই দেশের হয়ে আমার শেষ ম্যাচ। আমার মা, বাবা, স্ত্রীকে বললাম, এটাই শেষবার খেলব। এমন নয় যে, আমি ক্লান্ত, কিংবা অন্য কিছু। কিন্তু একদিন থামতেই হত। এই সিদ্ধান্তটা নিতে গিয়ে কষ্ট পেয়েছি। আর খেলব না দেশের হয়ে, এর থেকে আক্ষেপের আর কী থাকতে পারে। এখন থেকে যতবার জাতীয় টিমের ট্রেনিংয়ে নামব, উপভোগ করব।’’ যাঁদের সঙ্গে খেলেছেন দেশের হয়ে, যাঁদের কোচিংয়ে খেলেছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুনীল। ‘‘আমি যখন দেশের হয়ে প্রথম খেলি, বেঙ্কটেশ ছিল ক্যাপ্টেন। বাইচুং ভুটিয়া থেকে সুব্রত পাল, এনপি প্রদীপ, স্টিফেন ডায়াস-অনেক তারকার সঙ্গে খেলেছি। এরা সব সময় পাশে থেকেছে। এরা না থাকলে আমি এই জায়গায় পৌঁছতাম না। কোচ বব হাউটন, আর্মান্দো কোলাসো, স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন, ইগর স্টিমাচরাও পাশে থেকেছেন সব সময়। ২০ বছর বয়সে অভিষেক হয়েছিল। এখন ৩৯ বছর। যারা ভেবেছিল, আমার অবসর নেওয়া উচিত, তারা খুশি হবে হয়তো। যারা ভেবেছিল, আমি পারব, তাদের জন্যও খুশি। যারা আস্থা রেখেছিল, তাদের জন্য গর্বিত।’’ সুনীল কী চান? দুটো জিনিস দেখতে চান খুব তাড়াতাড়ি। এক, তাঁর অবসর ম্যাচে যেন গ্যালারিতে হাজির থাকে পরিবার এবং তাঁর ছেলে আর? সুনীলের কথায়, ‘‘দেশের ফুটবলে আমার জায়গাটা কে নেবে, সেটাই দেখার অপেক্ষা থাকবে। নাম্বার নাইন হিসেবে কে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, দেখতে চাই।’’

২১ বছরের কেরিয়ারে ইতি

যুবভারতীতেই অবসর ম্যাচ খেলবেন সুনীল

বেঙ্গালুরু, ১৬ মেঃ ২১ বছর আগে এই শহরেই শুরু করেছিলেন ফুটবল জীবন। তখন ১৮’র তরুণ তিনি। বাবার হাত ধরে মোহনবাগানে রেখেছিলেন পা। সবুজ-মেরুনের কোচ তখন সুব্রত ভট্টাচার্য। ১৮’র সেই তরুণকে দেখে বাবলুদা বলেছিলেন, এ ছেলে অনেক দূর যাবে। সুব্রতর কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গিয়েছে। ২১ বছরের বর্ণময় ফুটবল জীবনের শেষ হতে চলেছে এই কলকাতাতেই। ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রী। এই শহর তাঁর বড়ই প্রিয়। ফুলবলার হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তেমনই এ শহরের জামাইও তিনি। তাই, যুবভারতীকেই বেছে নিলেন অবসরের ম্যাচ হিসেবে। প্রাক বিশ্বকাপের কঠিনতম ম্যাচে ভারত খেলতে নামবে কুয়েতের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচ জিতলে স্বপ্ন টিকে থাকবে। অবসর ম্যাচে দেশকে সেই স্বপ্নটুকুই মুঠোয় দিয়ে চলে যাবেন। এমন সকাল আসবে তা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে এত দ্রুত আসবে, তা অনেকেই ঠাওর করতে পারেনি। বৃহস্পতিবারের সকাল ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের মন খারাপ করে দিল। সকাল ৯টা ২২ মিনিটে নিজের এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। ৯ মিনিট ৫১ সেকেন্ডের সেই আবেগঘন ভিডিয়োবার্তা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে। বুট জোড়া তুলে রাখছেন ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন। ৬ জুন কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দেশের জার্সিতে শেষ বারের মতো নামছেন সুনীল ছেত্রী। ১০০ গোলের মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভারত অধিনায়ক এক্ষেত্রে ‘স্বার্থপর’ হতেই পারতেন। ফিটনেসের চূড়ায় দাঁড়িয়েও ৯৪ গোলের মালিক নিজের কেরিয়ারে দাড়ি টেনে দিলেন। ৬ তারিখ যুবভারতীতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ। সেই ম্যাচে কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত। আর ওটাই বিদায়ী ম্যাচ হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল আইকনের। ২০০৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হয় সুনীল ছেত্রীর। অভিষেক ম্যাচেই নামের পাশে লেখা ছিল গোল। অনেক উত্থান পতন থাকলেও, নিজের লক্ষ্য থেকে সরে দাঁড়াননি। জাতীয় দলের এক এবং অদ্বিতীয় ফুটবলার হয়ে ওঠেন তিনি। নিজেকে ধারালো করতে ফিটনেসের চূড়ায় পৌঁছে যান। একের পর এক রেকর্ড গড়তে থাকেন সুনীল ছেত্রী। ফেডারেশনের বিচারে সাতবার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের সর্বকালের সেরা গোলস্কোরার। দেশের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ডও সুনীলের দখলে। ভারতের জার্সিতে ৯৪ গোল রয়েছে সুনীলের নামের পাশে। বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিওনেল মেসির পর নাম রয়েছে সুনীল ছেত্রীর। রোনাল্ডো এবং মেসি দুজনেই একশো গোলের মাইলস্টোন পেরিয়ে গিয়েছেন। সুনীলের কাছেও সেই সুযোগ ছিল। কিন্তু যে কলকাতা থেকে সুনীলের ফুটবল কেরিয়ারের উত্থান, সেই কলকাতাকেই বেছে নিলেন বিদায়ী ম্যাচ হিসেবে। ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ এখনও ঠিক করেননি তিনি। ৬ তারিখ ‘সুনীল সাগরে ডুব ভারতের’ এই হেডলাইন শেষ বারের মতো দেখতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলমহল।

মেসি নেই, মায়ামির জয়ও নেই

ফ্লোরিডা, ১৬ মেঃ জয়কে অনেকটা অভ্যাস বানিয়ে ফেলেছিল ইন্টার মায়ামি। লিগে জিতেছিল টানা ৫ ম্যাচ। কিন্তু আজ অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে দলটি। এই ম্যাচে হাঁটুর চোটের কারণে খেলতে পারেননি লিওনেল মেসি। সর্বশেষ মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে চোটে পড়েন আর্জেন্টাইন তারকা। মায়ামির জেতা ৫ ম্যাচেই খেলেছিলেন মেসি। জয়েও রেখেছিলেন বড় ভূমিকা। মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচে পুরোটা সময়ই খেলেছেন মেসি। তবে হালকা চোট পান প্রথমার্ধের ৪৩তম মিনিটে, মন্ট্রিয়লের ফুটবলার জর্জ ক্যাম্পবেল মেসিকে ফাউল করেন। তখন প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হয় মেসিকে। মায়ামির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মেসির চোট ততটা গুরুতর নয়। দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন। তবে তাঁকে নিয়ে আপাতত কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ক্লাবটি। আজ জিততে না পারলেও লিগে টানা ৮ ম্যাচ অপরাজিত মায়ামি। লিগে চলতি মরসুমে ১১টি গোল করেছেন লুইস সুয়ারেজ, যা যৌথভাবে সর্বোচ্চ। মেসি না থাকলেও সুয়ারেজ আজ শুরু থেকেই খেলেছেন। ম্যাচের শুরুতে গোলের সুযোগও পেয়েছিলেন। তবে কাজে লাগাতে পারেননি। ম্যাচের ১০ মিনিটের মধ্যে আরও একটি বড় সুযোগ নষ্ট করে মায়ামি। এবার গোল করতে ব্যর্থ হন রবার্ট টেলর। সুয়ারেজ-টেলরদের নিশ্চুপ থাকার দিনে প্রতিপক্ষের মাঠে মায়ামির হার এড়িয়েছেন মায়ামির গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার। ৩২তম মিনিটে অরল্যান্ডো সিটির আর্জেন্টাইন উইঙ্গার মার্টিন ওজেডার কাছ থেকে নেওয়া বা পায়ের জোরালো শট রুখে দেন ক্যালেন্ডার। এক মিনিট পরে ফরোয়ার্ড লুইস মুরিয়েলের আরেকটি শট ঠেকান ক্যালেন্ডার। দ্বিতীয়ার্ধেও গোল করার কাছাকাছি ছিল অরল্যান্ডো সিটি। তবে পার্থক্য হয়ে থাকেন সেই ক্যালেন্ডারই। তবে ৫২তম মিনিটে ডেভিড ব্রিকালোর হেড ঠেকিয়ে দেন তিনি। ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে আছে মায়ামি। দুই নম্বরে আছে সিনসিনাটি। ১৩ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২৭। ম্যাচের ফল ছাপিয়ে মায়ামির দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে মেসির এমন ঘনঘন চোট পাওয়া। চলতি মরসুমেই এর আগে বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই খেলতে হয়েছে মায়ামিকে। সব মিলিয়ে লিগে মায়ামি তাঁকে ছাড়া খেলেছে ৫ ম্যাচে। সামনেই কোপা আমেরিকা থাকায় মেসির চোট নিয়ে আর্জেন্টাইন সমর্থকেরাও উদ্বিগ্ন হতে পারেন।

‘আমার ভাই, গর্বিত’, সুনীলের অবসর শুনে কোহলির আবেগরুদ্ধ বার্তা

মুম্বই, ১৬ মেঃ বিরাট কোহলির সঙ্গে সুনীল ছেত্রীর স্পেশাল সম্পর্ক। তাঁরা সবসময় একে অপরের পাশে থেকেছেন। কোহলি যখন আইপিএলে বেঙ্গালুরু দলের অধিনায়ক, সেইসময় মাঠে ও ড্রেসিংরুমে হাজির থেকেছেন সুনীল। এমনকী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলের বৈঠকেও হাজির থেকেছেন ভারতের ফুটবল অধিনায়ক। বৃহস্পতি সকালে সুনীলের অবসরের খবর চাউর হয়ে যেতেই বিরাট কোহলিও আবেগরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমার ভাই, গর্বিত।’ তারপরেই লাল রংয়ের ভালবাসার ইমোজি দিয়েছেন। খুব ছোট্ট বার্তা, কিন্তু কোহলি বুঝিয়ে দিয়েছেন সুনীল তাঁর হৃদয়ের কতটা কাছের। তাঁদের মধ্যে নিত্য যোগাযোগ রয়েছে, তাঁরা ভাল বন্ধুও। শুধু তাই নয়, কোহলির বেঙ্গালুরুর বাড়িতে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত ছিলেন সস্ত্রীক সুনীল। অবসরের ঘোষণার পরে ভারতীয় ফুটবলেও আবেগের ঝড় বইছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তাদের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছে, সুনীল মানে আবেগ, দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি এক দক্ষ নেতৃত্বের যোগ্য মানুষ। তিনি সমানভাবে ভারতীয় ফুটবলে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি দেশের হয়ে যা কীর্তি গড়েছেন, তা এককথায় অতুলনীয়। এমনকী যাঁকে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এত বিতর্ক, সেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও নিজের বার্তায় লিখেছেন, ‘‘সুনীল তুমি সত্যিকারের কিংবদন্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেরণা। তুমি দায়বদ্ধতা ও আবেগের এক ব্যতিক্রমী নাম।’’

দু’ভাগে বিভক্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

মুম্বই, ১৬ মেঃ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের মধ্যে ক্রিকেটারেরা ভাগ হয়ে গিয়েছেন বলে শোনা যায়। কেউ কেউ নাকি রোহিত শর্মার পক্ষে, কেউ আবার হার্দিক পান্ডিয়ার পক্ষে। এ বার শোনা গেল ভারতীয় ক্রিকেটারেরা নাকি রোহিতের পক্ষে, বিদেশিরা হার্দিকের। এ বারের আইপিএল শুরুর আগেই মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হয় হার্দিককে। পাঁচ বারের ট্রফিজয়ী অধিনায়ক রোহিতকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা অনেকেই মানতে পারেননি। এ বারের আইপিএলে প্লে-অফেও উঠতে পারেনি মুম্বই। সেই কারণে হার্দিককে নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। সূত্রের খবর, সাজঘর ভাগ হয়ে গিয়েছে এই দুই অধিনায়কের জন্য। এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বিদেশি ক্রিকেটারেরা হার্দিকের পক্ষে। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদের পছন্দ রোহিতকে। ভারতীয় ক্রিকেটারেরা চাইছেন রোহিত আবার অধিনায়ক হিসাবে ফিরে আসুক। সংবাদপত্র ‘দৈনিক জাগরণ’ একটি প্রতিবেদনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের অশান্তির খবর প্রকাশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুম্বই আইপিএলের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে আগেই। তার পর প্রকাশ্যে এসেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে হার্দিককে নাকি চাননি রোহিত। তাতেই মুম্বই শিবিরের বিভাজন আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত!

মুম্বই, ১৬ মেঃ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে একটিই মাত্র ওয়ার্ম ম্যাচ খেলবে ভারত। আইসিসির তরফে ওয়ার্ম ম্যাচের সূচি ঘোষণা হবে দ্রুতই। বেশির ভাগ দলই দুটি করে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলবে। যদিও ভারতীয় টিম খেলবে একটিই প্রস্তুতি ম্যাচ। ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচটি ফ্লোরিডায় করার পরিকল্পনা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা এবং বিশ্বকাপের আর এক আয়োজক দেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের। যদিও ভারতীয় বোর্ডের তরফে অনুরোধ করা হয়, একটিই প্রস্তুতি ম্যাচ রাখার। শুধু তাই নয়, ম্যাচটি নিউ ইয়র্কেই হোক এই অনুরোধও করা হয়। তার কারণ ক্লান্তি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল ২৬ মে। তার আগের দিন ভারতীয় দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার প্রথম ধাপে পাড়ি দেবেন নিউ ইয়র্কে। আইপিএল ফাইনাল খেলা বিশ্বকাপ স্কোয়াডের প্লেয়াররা ফাইনাল ম্যাচের পর ২৬ তারিখ রওনা দেবেন। এখনও অবধি এমনটাই পরিকল্পনা রয়েছে। কোনও কারণে আইপিএল ফাইনাল রিজার্ভ ডে-তে গড়ালে পরিকল্পনা বদলাতে হতে পারে। প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, পঞ্জাব কিংস, গুজরাট টাইটান্সের মতো দল। ফলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা, সহ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরা, জসপ্রীত বুমরা, সূর্যকুমার যাদব, অর্শদীপ সিংরা প্রথম ব্যাচেই নিউ ইয়র্ক যাবেন। ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার আগে ১ জুন নিউ ইয়র্কের নতুন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ভারতের। মাত্র পাঁচ মাসেই গড়ে তোলা হয়েছে নিউ ইয়র্ক মূল শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে আইসেনর পার্ক স্টেডিয়াম। ৩৪ হাজার দর্শকাসন রয়েছে এই স্টেডিয়ামে। থাকছে ড্রপ ইন পিচ। যা বানানো হয়েছিল ফ্লোরিডায়। কিছুদিন আগেই পিচ বসানো হয়েছে আইসেনর পার্কে। স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করেছেন বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কিংবদন্তি অ্যাথলিট উসেইন বোল্ট।

মেসি-রোনাল্ডো নেই, লা লিগায় গোলও নেই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

গোল করাকে ডালভাতে বানিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। লা লিগায় নিজেদের সময়ে ম্যাচের পর ম্যাচ গোল করেছিলেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। লিগে সবচেয়ে বেশি গোল করার তালিকাতেও জ্বলজ্বল করছে দুজনের নাম। ৫২০ ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে মেসির গোল ৪৭৪ আর ২৯২ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে রোনাল্ডোর গোল ৩১১। সামগ্রিকভাবে মেসি এগিয়ে থাকলেও ম্যাচ প্রতি গোলে দাপট ‘সিআর সেভেন’এর। মেসির ম্যাচপ্রতি ০.৯১ গোলের বিপরীতে রোনাল্ডোর গোল ১.০৭। এ তো গেল সামগ্রিক গোলের প্রসঙ্গ। মরসুম হিসেবেও গোল করায়ও রাজত্ব দুজনের। ২০০৯-১০ থেকে ২০২০-২১-এই ১২ মরসুমে লা লিগায় গোল করায় একচ্ছত্র দাপট দেখিয়েছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। এই ১২ মরসুমে কেবল একবার দুজনের বাইরে কেউ লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। সেটা ২০১৫-১৬ মরসুমে ৪০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন লুইস সুয়ারেজ। তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে এই ১২ মরসুমে মেসির সঙ্গে রোনাল্ডোর লড়াই হয়েছে ৮ মরসুম (২০১৭-১৮ মরসুম পর্যন্ত। ২০১৮ সালে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্তাসের যোগ দেন রোনাল্ডো)। যেখানে মেসি ৫ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে পিচিচি জিতেছেন এবং রোনাল্ডো জিতেছেন ৩ বার। পর্তুগিজ মহাতারকার বিদায়ের পর টানা তিন মরসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন মেসি। সব মিলিয়ে নিজের লা লিগা ক্যারিয়ারে মেসি সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন ৮ বার। এ সময়ে এক মরসুমে সর্বোচ্চ গোলও করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। ২০১১-১২ মরসুমে মেসি একাই করেছিলেন ৫০ গোল, যা এখন পর্যন্ত এক মরসুমে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোল। এমনকি এই ১২ মরসুমের মধ্যে কেবল একবার গোলসংখ্যা ৩০-এর নিচে নেমেছিল। ২০১৯-২০ মরসুমে ২৫ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন মেসি। রোনাল্ডো অবশ্য তখন আর স্পেনে ছিলেন না। ২০২১ সালের গ্রীষ্মে নাটকীয় এক দলবদলে মেসি বার্সা ছেড়ে চলে যান পিএসজিতে। ফলে ২০২১-২২ মরসুম থেকে মেসি-রোনাল্ডোর দুজনকে ছাড়াই শুরু হয় লা লিগার পথচলা। দুজনকে ছাড়া প্রথম মরসুমে লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হন করিম বেনজেমা। ব্যালন ডি’অর জেতার পথে ২০২১-২২ মরসুমে বেনজেমা লিগে গোল করেছিলেন ২৭টি। পরের মরসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বার্সেলোনায় আসা রবার্ট লেভানডফস্কি। ২৩ গোল। লেভার চেয়ে কম গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার দৃষ্টান্ত সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ২০০১-০২ মরসুমে। সেবার দেপোর্তিভো লা করুনার হয়ে ২০ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন দিয়েগো ত্রিস্তান। চলতি মরসুম (২০২৩-২৪) মনে করিয়ে দিচ্ছে ২০০১-০২ মরসুমকে। সে মরসুমের পর এবারও এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ২০ গোল হয়েছে। চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ গোল করেছেন জিরোনার আর্তেম দোভবি (২০)। ইউক্রেনিয়ান এই স্ট্রাইকারের হাতে এখনো দুই ম্যাচ বাকি। এই দুই ম্যাচে গোল করে অন্তত ২০০১-০২ মরসুমের চেয়ে ওপরে থেকে শেষ করার সুযোগ আছে দোভবিকের। দোভবিক যদি সবার ওপরে থেকে শেষ করেন তবে ১৪ বছর পর রিয়াল-বার্সার বাইরে অন্য কোনো ক্লাবের খেলোয়াড় সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন। এই দুই ক্লাবের বাইরে সর্বশেষ ২০০৮-০৯ মরসুমে আতলেতিকো মাদ্রিদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩২ গোল করেছিলেন দিয়েগো ফোরলান। দোভবিকের ২০ গোলের পর গোল করায় এবার যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ভিলারিয়ালের আলেক্সান্দার সোরলোথ (১৯) ও রিয়ালের জুড বেলিংহাম (১৮)। তিনে আছেন বার্সার লেভানডফস্কি (১৭)। এখন রিয়াল-বার্সার কোনো খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে হলে পরের তিন ম্যাচে দারুণ কিছুই করে দেখাতে হবে বেলিংহাম ও লেভাকে। সে সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে দোভবিক যেন তাঁর নিজের তিন ম্যাচে আর কোনো গোল না করেন, নয়তো কাজটা তাঁদের জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে। ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগের মধ্যেও গোল করায় আশ্চর্য পতন দেখেছে লা লিগা। এই পাঁচ লিগের মধ্যে শীর্ষ গোলদাতা বিবেচনা করলে সবার নিচে লা লিগার অবস্থান। এই তালিকায় ৩৬ গোল করে সবার ওপরে হ্যারি কেইন। জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে এ গোলগুলো করেছেন কেইন। এরপর ২৭ গোল করে দ্বিতীয় স্থানে আছেন পিএসজিকে বিদায় বলা কিলিয়ান এমবাপে ও ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড। আর সিরি ‘আ’র ক্লাব ইন্টার মিলানের হয়ে ২৪ গোল করা লাওতারো মার্তিনেজ আছেন তালিকার চতুর্থ স্থানে। লিগ মরসুম অবশ্য এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। সব লিগেই কিছু ম্যাচ বাকি আছে। লা লিগার দলগুলোরও ৩টি করে ম্যাচ বাকি। এই ম্যাচগুলো দিয়ে দোভবিক-বেলিংহাম-লেভারা দারুণ কিছু করে অন্য কোনো লিগকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন কি না, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

কোন লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে

খেলোয়াড়	লিগ	ক্লাব	গোল
হ্যারি কেইন	বুন্দেসলিগা	বায়ার্ন	৩৬
এমবাপ্পে	লিগ আঁ	পিএসজি	২৭
হলান্ড	প্রিমিয়ার লিগ	ম্যান সিটি	২৭
মার্তিনেজ	সিরি আ	ইন্টার	২৪
দোভবিক	লা লিগা	জিরোনা	২০

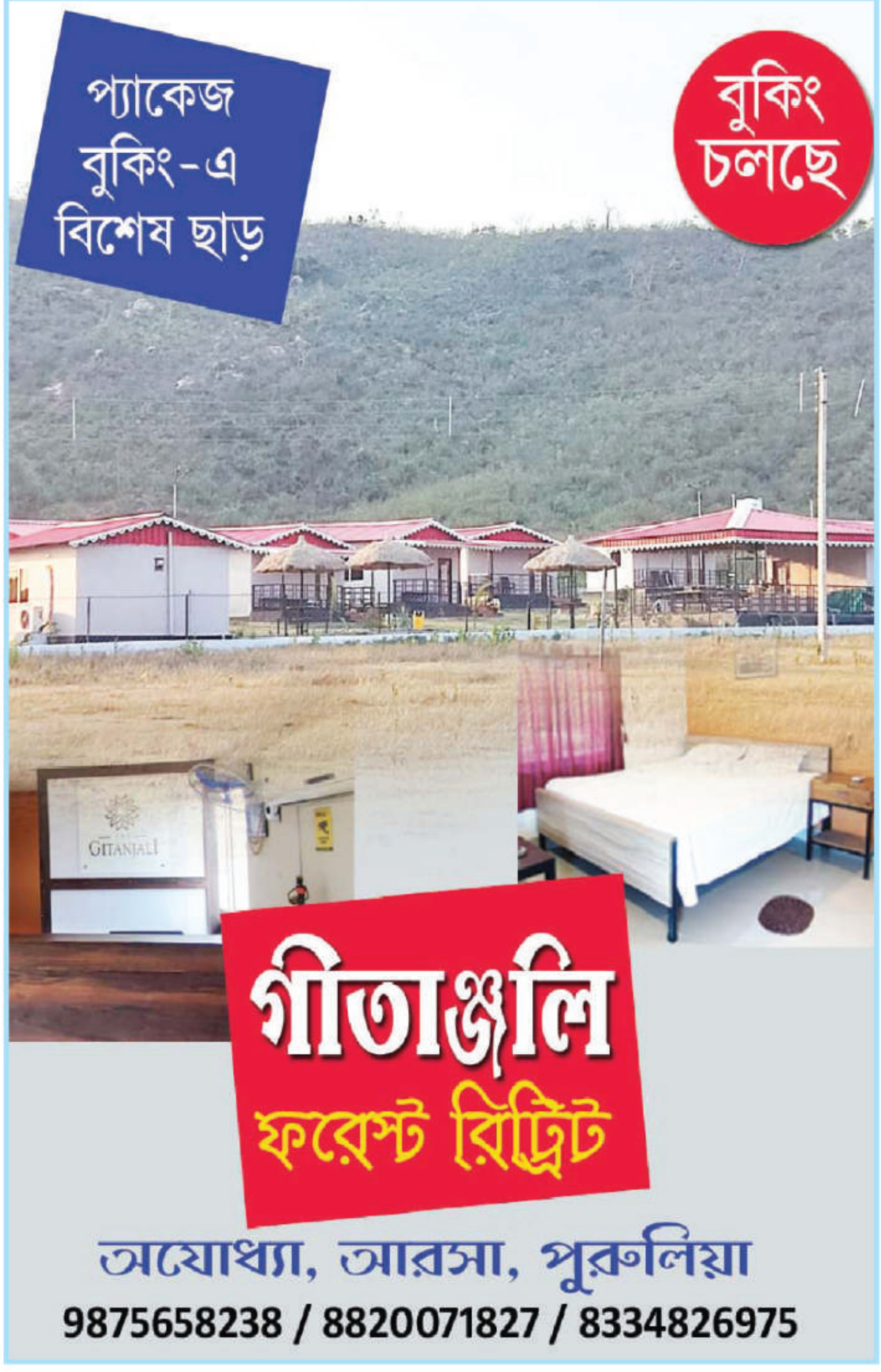

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com